४३ वं.
८

ओ३म्
पुस्तक संख्या....४३ब/५
पञ्जिका संख्या......२६०६०

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

Mrs. H.K. Chaudhuri
Dehradun

लोक प्रमाणीकरण १९५०-१९८४

श्री श्री चैतन्य चरितामृत

সচিত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[illegible]

कलकत्ता

[illegible]
४२ ब / [illegible]
२६-६
गुरुकुल पुस्तकालय कांगड़ी.

[illegible] লাইব্রেরী
কলিকাতা

श्री श्याम लाल गोस्वामी

পণ্ডিত [illegible]

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরো জয়তি।

সচিত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত।

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা।

"সাধক-জীবনী" "সশিষ্য শ্রীচৈতন্য" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত।

নূতন সংস্করণ।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

চৈতন্যাব্দ ৪৩৮।

[মূল্য ৩ তিন টাকা।

পঞ্চানন প্রেস—২৫।৩ নং তারক চাটাজ্জীর লেন, কলিকাতা।
কে, এল, মাইতি দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভক্তজনের চির-আকাঙ্ক্ষিত অতি মনোহর গ্রন্থ। ভগবান্ চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাঠ করিবার অভিপ্রায় থাকিলে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভিন্ন সে আশা পূর্ণ হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কে? শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভগবানের অবতার—মনুষ্যদেহে ভগবানের আবির্ভাব। গীতায় পাঞ্চজন্য নিনাদ সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" অর্থাৎ যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীশ্রীরাসলীলার প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো-ভবেৎ॥" অর্থাৎ ভগবান ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক তদনুরূপ লীলা করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া লোক সকল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব একটী মধুর লীলা দেখাইয়া হিংসা-অনাচারক্লিষ্ট মানবের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। যখন ইস্‌লাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুধর্ম্ম টলমল, যখন কাপালিকগণের নরহত্যা জনিত শোণিত-ধারায় বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত, যখন "পীত্বা পীত্বা পুনর্পিত্বা পতিত্বা চ মহীতলে, উত্থায়চ পুনর্পিত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" বলিয়া তান্ত্রিকগণ মদ্যের সরোবর মধ্যে ডুবিয়া থাকিত, তখন ১৪০৭ শকে শ্রীশ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব পূজ্যপাদ জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম শ্রীশ্রীশচীদেবী। মাতা শচীদেবী ইঁহার নাম রাখেন **নিমাই,** আর প্রতিবেশিগণ ইঁহার তপ্ত কাঞ্চন-সন্নিভ গৌরবর্ণ দেখিয়া নাম রাখিলেন **শ্রীগৌরাঙ্গ।** শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ একদিকে যেমন দিন দিন শশি-কলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন, অন্যদিকে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা জন্মিতে লাগিল। মাতা তাঁহার সহিত লক্ষ্মী নাম্নী একটি অপরূপ সুন্দরী বালিকার বিবাহ দিলেন; লক্ষ্মী অকালে স্বর্গারোহণ করিলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী আর একটি লক্ষ্মী তুল্যা বালিকার শুভ পরিণয় হয়। কিন্তু এই নারী-রত্নের নশ্বর সৌন্দর্য্য তাঁহার বৈরাগ্যের পথ কণ্টকিত করিতে পারিল না। তাঁহার হৃদয়ে যে ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা মহামহীরূহে পরিণত হইয়া শাখাপল্লবে তাঁহার হৃদয়-কানন আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব গৈরিক বসন পরিয়া মুণ্ডিতমস্তকে কমণ্ডলুহস্তে সংসার-পাশ ছিন্ন করিয়া গৃহ-কারাগার হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গয়াধামে ঈশ্বর পুরী নামক এক ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে ঈশ্বর পুরী ভক্তি-বারি সিঞ্চন করিয়া তাহা আরও আর্দ্র করিয়া দিলেন। নিমাই কঠোর বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী হরিনামে উন্মত্ত গোরায় পরিণত হইলেন। নিমাইয়ের হরিভক্তি দর্শনে নিত্যানন্দ, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বহু ভক্ত আসিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল। অবধূত কেশব ভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-সলিল সিঞ্চনে বঙ্গের তথা ভারতের উষর ক্ষেত্র আবার ভক্তিরসে সরস হইয়া উঠিল। ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যাহা কিছু লীলা-মাহাত্ম্য, তৎসমস্ত বর্ণিত হইয়াছে এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। এই অমৃতোপম চরিতামৃত তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম ভাগে আদিলীলা; আদিলীলায় সপ্তদশটি পরিচ্ছেদ আছে। এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হইতে চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত সময়ের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে

মধ্যলীলা; এই মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ আছে। ইহাতে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে পরবর্ত্তী ছয় বৎসর কালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে অন্ত্যলীলা; এই তৃতীয় ভাগ-বিংশতি পরিচ্ছেদময়। ইহাতে তাঁহার জীবনের শেষ ঘটনাবলীর বিবরণ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমগ্র শ্লোকের সংখ্যা ১২ হাজার ৫১টি মাত্র।

এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে আরও অনেক গ্রন্থকার মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই মহাপ্রভুর লীলার সবিস্তার বর্ণনা নাই। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দীর্ঘ নয় বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণার পর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভক্ত রঘুনাথ দাস কবিরাজ মহাশয়কে এই বৃহদায়তন গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেন। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলার যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা অন্য কোন গ্রন্থে বিরল। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বিশদ কথা জানিতে হইলে চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ নাই। এই গ্রন্থে সংস্কৃত, বৃন্দাবনী, প্রাচীন বাঙ্গালা ও পার্শী এই কয়েক ভাষারই সমাবেশ ও সন্নিবেশ আছে। কিন্তু গ্রন্থখানির বর্ণনা-কৌশল এরূপ চিত্তাকর্ষক যে, পড়িতে বসিলে ভাষার দুরূহত্ব আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীকে প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী ভাবিয়া দেখেন, গ্রন্থখানি যেরূপ সারগর্ভ ও ভাবোদ্দীপক, তাহাতে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে ইহার পূর্ব্ব প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মর্য্যাদা হ্রাস হইবে। এই কারণে তিনি ইহা নষ্ট করিতে সচেষ্ট হন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইলই না, অধিকন্তু তিনি গ্রন্থখানির প্রতি শ্লোকের নিম্নে "কহে কৃষ্ণদাস" এই কথা সংযোজন করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, শিবানন্দসেনের পুত্র বৈষ্ণব-শিরোমণি কবি কর্ণপুরের অনুরোধে তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। তৎপর গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি গৌড়ে প্রেরিত হইবার পথে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা ইহার লুণ্ঠন করেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থখানি উদ্ধার করিয়া বৃন্দাবনধামে রাখা হয়। অদ্যাপিও অবিকৃত অবস্থায় গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দত্ত গ্রন্থখানির একটি নকল রাখিয়াছিলেন, তাহা আজিও তাঁহার জন্মস্থান ঝামটপুর গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী ও মুকুন্দ দত্ত প্রণীত এই দুইখানি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ। কিন্তু আজকাল নানা লেখক নানাভাবে এই গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করার সঠিক বিবরণ জানিবার পক্ষে ভক্তগণের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব যশোহর নলদী নিবাসী ৺মতিলাল গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হই। কিন্তু সাহিত্যসেবীর প্রবাদমূলক দারিদ্র্য নিবন্ধন আমার আশা এতদিন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীমান কানাইলাল শীলের আগ্রহাতিশয্যে এতদিনে আমার আশা ফলবতী হইল। যদি এই গ্রন্থপাঠে মহাপ্রভুর ভক্ত সাধারণের যৎকিঞ্চিৎ উপকারও হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব। অলমিতি বিস্তরেণ ইতি।

যশোহর—নলদী।
রামনবমী, সন ১৩৩১ সাল।

বিনয়াবনত—
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সে ভক্তপ্রবর দীর্ঘ নয় বৎসর কাল কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিয়া ভক্তিপিপাসু মানববৃন্দের জন্য এই চরিতামৃতরূপ অমৃতরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহার সাধনা না হইলে আজ মহাপ্রভুর ভাগবতী-লীলার মাহাত্ম্য ভক্তিপিপাসুগণ জানিতে পারিত না, সেই ভক্তচূড়ামণি ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অতি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অনুমান ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। গোস্বামী মহাশয় বৈদ্য কুলসম্ভূত এবং বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ঝামটপুর গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান ছিল। ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ এবং মাতার নাম সুনন্দা দেবী। সুনন্দাদেবী নামেও সুনন্দা, আবার কার্য্যতঃও সুনন্দা ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের শ্যামদাস নামে একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। তাঁহার পিতা জাতিগত কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন বটে, কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাদৃশ অর্থাগম না হওয়ায় তিনি পুত্রদ্বয়কে লইয়া অতি কষ্টেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কবিরাজ গোস্বামীর বয়ঃক্রম মাত্র যখন ষষ্ঠ বর্ষ, তখন তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন এবং তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার পূজনীয়া জননীও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বাল্যে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া দুই ভ্রাতা পিতৃষসার আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। বাল্যাবধি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্কল্প ছিল সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করা। ইচ্ছা ছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারিলে তিনি সুন্দররূপে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন; কিন্তু কয়েকজন নিষ্কাম, নিস্পৃহ সাধু সজ্জনের সঙ্গলাভ হওয়ায় তিনি অর্থের পরিবর্ত্তে পরমার্থের বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দিবস যামিনী কেবল হরিনাম কীর্ত্তনেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহার বয়স যখ। ২৬ বৎসর, তখন তাঁহার পালয়িত্রী পিতৃষসা স্বর্গারোহণ করায় তিনি তাঁহার ত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার আপন কনিষ্ঠ সহোদরের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে থাকেন। ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুপম অমিয় চরিত্র-মাধুরী যতই তিনি অনুশীলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া একেবারে মহাপ্রভুর মত হরি হরি বলিতে বলিতে দুই বাহু তুলিয়া দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া যাইতে। একদা রাত্রিকালে তিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যাদেশ পাইয়া প্রত্যুষেই সংসার শৃঙ্খল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গৃহের বাহির হন এবং নানা দেশ পরিভ্রমণান্তর তীর্থ-সার শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হন এই বৃন্দাবনধামে তিনি রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, জীব গোস্বামী, কবি কর্ণপুর, গোপাল ভট্ট ও অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তগণের সৎসঙ্গ লাভ করেন এবং ভক্তপ্রবর রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষা লইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলামাহাত্ম্য শ্রবণে ও পাঠে একেবারে তন্ময় হন। অতঃপর তিনি গোবিন্দ-লীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, ভাগবত-শাস্ত্র-গূঢ় রহস্য, অদ্বৈত সূত্রের কড়চা, স্বরূপ বর্ণন, বৃন্দাবনধ্যান, ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক, চৌষট্টি দণ্ড নির্ণয়, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, রাগময় করণ, পাষণ্ডদলন, বৃন্দাবন পরিক্রম, রাগরত্নাবলী, শ্যামানন্দ প্রকাশ, সার সংগ্রহ ও সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বার্দ্ধক্য দশায় এই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিলেও গ্রন্থখানির রচনানৈপুণ্যে একটুকুও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থখানি

রচিত হইলে কেমন করিয়া জীব গোস্বামী ইহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন এবং কেমন করিয়াই বা রক্ষিত হয়, তাহা ভূমিকায় সবিস্তারে রচনা হইয়াছে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি গৌড়ে প্রেরণ করিবার সময় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর বলপূর্ব্বক গ্রন্থখানিকে লুণ্ঠন করেন; এই সংবাদ বৃন্দাবনে গিয়া পৌছান মাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ মর্ম্মাহত হইয়া রাধাকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের নিকট ইঁহার জন্মভূমি ঝামটপুর, নবদ্বীপ বৃন্দাবনের ন্যায় পরম তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ, কাষ্ঠপাদুকা ও পূজার মন্দির আছে; তথায় ভগবানের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পরম ভক্ত শিষ্য মুকুন্দদত্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে নকল রাখেন, তাহা এই ঝামটপুরে সযত্নে সুরক্ষিত আছে। আর ইঁহার স্বহস্ত লিখিত মূল পাণ্ডুলিপি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে পূজিত হইতেছে। যতদিন ভারতে মহাপ্রভুর নিত্য পূজা হইতে থাকিবে, ততদিন সেই সঙ্গে ৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীরও নিত্য পূজা হইবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সূচিপত্র।

আদিলীলা।

পরিচ্ছেদ বিষয় পত্রাঙ্ক

১ম, গুর্ব্বাদিনমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দবন্দনা, তত্ত্বনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণনমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ ১—৭

২য়, বস্তুনির্দ্দেশ, মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ ৭—১০

৩য়, আশীর্ব্বাদ, মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ ১০—১৪

৪র্থ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজনকথন ১৫—২৫

৫ম, নিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণ ২৫—৩৩

৬ষ্ঠ, অদ্বৈততত্ত্বনিরূপণ ৩৪—৩৭

৭ম, পঞ্চতত্ত্বাখ্যাব ৩৮—৪৩

৮ম, গ্রন্থবিবরণবর্ণন ৪৩—৪৬

৯ম, ভক্তিকল্পতরুবর্ণন ৪৬—৪৭

১০ম, মূলস্কন্ধ-শাখাগণন ৪৮—৫২

১১শ, শ্রীনিত্যানন্দের স্কন্ধশাখাবর্ণন ৫২—৫৪

১২শ, অদ্বৈতপ্রভুর স্কন্ধশাখাবর্ণন ৫৪—৫৭

১৩শ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর লীলা, গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ এবং জন্মমহোৎসববর্ণন ৫৭—৬১

১৪শ, বাল্যলীলাসূত্রবর্ণন ৬১—৬৪

১৫শ, পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণন ৬৪—৬৫

১৬শ, কৈশোরলীলাসূত্রবর্ণন, শ্রীচৈতন্য সমীপে দিগ্বিজয়ীর আগমন ও উদ্ধার ৬৬—৬৯

১৭শ, যৌবনলীলাসূত্রবর্ণন অর্থাৎ প্রেমপ্রকাশ, গয়াযাত্রা, ঈশ্বরপুরীসহ মিলন, দীক্ষাগ্রহণ, ষড়্ভুজপ্রকাশ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, গোপাল চাপাল কুষ্ঠান্বিত, কাশীর পরাভব, কাশীক্ষেত্রীসংকীর্ত্তনাদি ৬৯-৭৯

মধ্যলীলা।

পরিচ্ছেদ বিষয় পত্রাঙ্ক

১ম, শেষলীলার সূত্রবর্ণ, মঙ্গলাচরণ, নিত্যানন্দের বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার, বৃন্দাবনে রূপসনাতনকর্তৃক ভক্তিপ্রকটন ও নানাগ্রন্থরচনা, বর্ষে বর্ষে নীলাদ্রিতে অদ্বৈতাদির গমন, শেষলীলার প্রথম দ্বাদশবর্ষের লীলাসূত্রকথন, রামকেলিতে রূপসনাতনের সহিত মিলন, অন্ত্যলীলার প্রথম ছয়বর্ষের লীলাসূত্রবর্ণন, শ্রীবাসাদির গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তন, রঘুনাথদাসের গৃহত্যাগ ৮০—৮৯

২য়, প্রলাপবর্ণন, চৈতন্যপ্রভুর বিরহোন্মাদ, নানা গ্রন্থের শ্লোকাস্বাদ, শেষ ছয় বর্ষের অবস্থাবর্ণন, গ্রন্থকর্ত্তার দোষক্ষালন, শেষলীলার সংক্ষেপবর্ণন ৮৯—৯৫

৩য়, গৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাস, বন্দনা, সন্ন্যাসান্তে বৃন্দাবনগমনোদ্দেশে ভ্রমে তিন দিবস রাঢ়দেশে পরিভ্রমণ, নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন এবং মুকুন্দের অনুগমন ও পরমার্থ, গঙ্গাতীরে আগমন, গঙ্গাস্নান, শন্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে ভোজনবিলাস, তদ্গৃহে সংকীর্ত্তন, শচীমাতা ও নবদ্বীপস্থ ভক্তকুলের শান্তিপুরে উপস্থিতি, মাতা-পুত্রে মিলন, আচার্য্যগৃহে অবস্থান, নীলাদ্রিবাসের জন্য শচীমাতার আদেশ, ভক্তপার্শ্বে বিদায়, ছত্রভোগপথে চৈতন্যের যাত্রা ৯৫—১০১

৪র্থ, বন্দনা, প্রস্তাবনা, রেমুণাতে উপস্থিতি, ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বৃত্তান্ত, মণিকেন্দ্রপুরীর চরিত্রবর্ণন, বৃন্দাবনে পুরীর আগমন, গোবর্দ্ধনে গোপালমূর্ত্তি প্রকাশের বিবরণ, গোপালের সেবাস্থাপন, পুরীর স্বপ্নদর্শন, মলয়চন্দন আহরণার্থ নীলাচলে গমন, রেমুণাতে গোপালকর্ত্তৃক ক্ষীরচুরিবিবরণ, নীলাদ্রি হইতে কর্পূরচন্দন লইয়া পুরীর রেমুণাতে পুনরুপস্থিতি, স্বপ্নে গোপালের আদেশে গোপীনাথকে চন্দন-কর্পূর প্রদান, মাধবেন্দ্রচরিতাস্বাদনে চৈতন্যের প্রেমোদ্গম, ভক্তগণসঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর ক্ষীরভোজন ১০১—১০৮

৫ম, সাক্ষিগোপলেবিবরণ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কপোতেশ্বর দর্শন এবং দণ্ডভঙ্গ কথন ১০৮—১১২

৬ষ্ঠ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সার্ব্বভৌম পণ্ডিতসহ সম্মিলন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কুতর্কখণ্ডন, সার্ব্বভৌমের আত্মারামশ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থশ্রবণ এবং তাঁহার নিকট ভগবদ্ভক্তিরসপ্রেমোদয়কথন ১১৩—১২২

পরিচ্ছেদ বিষয় পত্রাঙ্ক

৭ম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দক্ষিণদেশে গমন, তথায় অনেককে বৈষ্ণবকরণ এবং কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তন, কূর্ম্মব্রাহ্মণের আলয়ে মহাপ্রভুর ভোজনবিলাস, কুষ্ঠান্বিত বাসুদেবব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি মোচন এবং তাহাকে প্রভুর কৃষ্ণনাম উপদেশ করণবিবরণ ১২২-১২৭

৮ম, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জিয়ড়ক্ষেত্রে নৃসিংহদেব দর্শন, গোদাবরীতীর্থে গমন, তথায় রামানন্দ রায়ের সহ সম্মিলন এবং রায়ের সহিত প্রভুর সাধানির্ণায়ক প্রশ্নোত্তরবিস্তারবর্ণন ১২৭—১৩৯

৯ম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দক্ষিণদেশে তীর্থপর্য্যটন, তদ্দেশস্থ কর্ম্মী, জ্ঞানী, পাষণ্ডী এবং তত্ত্ববাদী প্রভৃতিকে বৈষ্ণবকরণ ও কৃষ্ণনাম লওয়ান, বৃদ্ধকেশিতীর্থে যাত্রা, তদন্তঃপাতী একগ্রামস্থ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, সাংখ্য, পাতঞ্জলিক, স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক প্রভৃতির সহিত প্রভুর বিচার ও সিদ্ধান্ত সংস্থাপন, সকলকে বৈষ্ণবকরণ, বৌদ্ধের গর্ব্বনাশ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভুর গমন, তথায় কৃষ্ণনাম বিতরণ এবং অন্যান্য তীর্থের বিবরণ সবিস্তারকথন ১৩৯—১৫২

১০ম, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর দক্ষিণতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন, শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন এবং বৈষ্ণবগণসহ মিলন ১৫২—১৫৮

১১শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সহ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতাপরুদ্র রাজার ইচ্ছায় মিলন নিমিত্ত নিবেদন, শ্রীমন্দিরে প্রভুর বৈষ্ণবগণ সহ সংমিলিত হইয়া বেড়া সংকীর্ত্তন ১৫৮—১৬৬

১২শ, প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গন দেন, সেই পুত্রের আলিঙ্গন রাজা লয়েন এবং গুণ্ডিকা-গৃহমার্জ্জন ১৬৬—১৭২

১৩শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নর্ত্তন ও প্রেমোন্মাদপ্রলাপ বর্ণন ১৭২—১৭৯

১৪শ, হোরা-পঞ্চমীযাত্রাদর্শন এবং ব্রজদেবীর ভাবশ্রবণ ১৮০—১৮৮

১৫শ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্তগণকে গৌড়ে বিদায়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভোজন, তাঁহার জামাতা ষাঠীর স্বামী অমোঘ নামক ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর নিন্দনার্থ বিসূচিকাব্যাধিগ্রস্থ হওন এবং তাহাকে প্রভুর কৃপাবিতরণ ১৮৮—১৯৭

১৬শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা এবং নীলাচলে পুনরাগমন ১৯৭—২০৬

পরিচ্ছেদ বিষয় পত্রাঙ্ক.

১৭শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বলভদ্র সহিত বন পথে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রায় ব্যাঘ্রসমূহকে হরিনাম বলান এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলানামে খুঁয়া সন্দর্শন বিবরণ ২০৬—২১৩

১৯শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মথুরা হইতে প্রয়াগতীর্থে আগমন, শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতনের পাদশাহের উজীরিকর্ম্মপরিত্যাগ, শ্রীরূপগোস্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীঅনুপমকে সমভিব্যাহারে করিয়া মহাপ্রভুর সহিত প্রয়াগে মিলন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীস্বরূপকে শ্রীসনাতনের বিষয়চ্যুতি জিজ্ঞাসাকরণ, শ্রীরূপে মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারণ, তাঁহাকে শিক্ষা দেওন, শ্রীরূপকে বৃন্দাবনগমনাদেশ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে তাঁহার বৃন্দাবনগমন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বারাণসী আগমন এবং তথায় চন্দ্রশেখর আলয়ে প্রভুর স্থিতি ২২০—২২৯

২০শ, শ্রীরূপের পত্রী প্রাপ্তে পরমাহ্লাদে পাদশাহের উজীরিকর্ম্ম পরিত্যাগ পুরঃসর ঈশানভৃত্য সহ শ্রীসনাতনগোস্বামীর পাতড়পর্ব্বতপথে গমন, তন্মধ্যে ভূঞা সহ মিলন, হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত সহ সাক্ষাৎ, বারাণসীগমন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীসনাতনকে প্রেমালিঙ্গন, নিগড়বন্ধনমোচন প্রশ্নকরণ, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর শ্রীভগবৎস্বরূপভেদ উপদেশকরণ ২৩০—২৪৫

২১শ, শ্রীসনাতন গোস্বামী সহ মহাপ্রভুর সম্বন্ধতত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যবর্ণন ২৪৫—২৫১

২২শ, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বিবিধ অভিধেয়সাধন ও ভক্তিতত্ত্বকথন ২৫১—২৬০

২৩শ, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিরসকথন ২৬০—২৬৫

২৪শ, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর আত্মারাম শ্লোকের একষষ্টিপ্রকারার্থবর্ণন ও শ্রীসনাতনানুগ্রহকথন ২৬৫—২৮০

২৫শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কর্ত্তৃক কাশীবাসী সমস্ত বৈষ্ণবকরণ, তথা হইতে নীলাচলে পুনরায় গমন, শ্রীসনাতনের শ্রীবৃন্দাবনগমন, শ্রীরূপের সহ মিলন এবং প্রথমাবধি পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের অনুবাদকথন ২৮০—২৯০

পরিচ্ছেদ বিষয় পত্রাঙ্ক

অন্ত্যলীলা।

১ম, গ্রন্থকারস্থ শ্লোকপঞ্চে নমস্কারস্বরূপ মঙ্গলাচরণ, শিবানন্দসেনের কুক্কুরকে প্রভু কৃষ্ণনাম বলাইয়া মুক্তি দেন, শ্রীরূপের দুই নাটককরণ, অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি, শ্রীরূপের নীলাচলে পুনঃ মহাপ্রভুমিলন, শ্রীরূপের সহ প্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী, প্রভুকে নাটক শ্রবণ করান এবং শ্রীরূপের পুনঃ বৃন্দাবনযাত্রাদি কথন ২৯১—৩০১

২য়, শিবানন্দসেনের আচার্য্যদর্শন, ছোট হরিদাসের শিক্ষাকথন ৩০১—৩০৬

৩য়, হরিদাসের মহিমা এবং হরিনামের মাহাত্ম্য ৩০৬—৩১৫

৪র্থ, সনাতনকে দেহত্যাগ নিমিত্ত প্রভুর নিষেধ, সনাতনকে জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভুর পরীক্ষা এবং শক্তিসঞ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে প্রেরণ ৩১৫-৩২২

৫ম, প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথাশ্রবণেচ্ছা, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণকবির নাটক উপেক্ষণ এবং স্বরূপে বিগ্রহমহিমা স্থাপন ৩২২—৩২৭

৬ষ্ঠ, প্রভুর সহ রঘুনাথদাসের মিলন, নিত্যানন্দআদেশে পানিহাটিতে চিঁড়ার মহোৎসব, স্বরূপের নিকট রঘুনাথকে সমর্পণ এবং গুঞ্জামালা দান ৩২৭—৩৩৭

৭ম, বল্লভভট্টের মিলন এবং তাঁহার গর্ব্বখর্ব্ব ৩৩৭—৩৪৩

৮ম, রামচন্দ্রপুরীর সহিত প্রভুর মিলন এবং পুরীর ভয়ে প্রভুর ভোজনসঙ্কোচ ৩৪৩—৩৪৬

৯ম, গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার বিবরণ প্রভৃতি বর্ণন ৩৪৬—৩৫০

পরিচ্ছেদ বিষয় পত্রাঙ্ক

১০ম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্তদত্ত দ্রব্যাস্বাদন, রাঘব পণ্ডিতের ঝালির সজ্জা, গোবিন্দপরীক্ষা এবং পরিমুণ্ডার নৃত্যদর্শন ৩৫০—৩৫৫

১১শ, হরিদাসের নির্যাণ এবং প্রভুর ভক্তবাৎসল্যপ্রকাশ ৩৫৫—৩৫৮

১২শ, জগদানন্দের তৈলভঞ্জনাদি ৩৫৮—৩৬৩

১৩শ, জগদানন্দের বৃন্দাবনগমন, মহাপ্রভুর দেবদাসীর গীতশ্রবণ, রঘুনাথভট্টের প্রভু সহ দাসীর মিলন এবং তাঁহাকে প্রভু কর্ত্তৃক বৃন্দাবন প্রেরণ ৩৬৩—৩৬৭

১৪শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চটকপর্ব্বতগমনরূপ দিব্যোন্মাদ আরম্ভ, অস্থিসন্ধিত্যাগ ভাবের উদ্গম ৩৬৭—৩৭১

১৫শ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্যানবিলাস এবং বৃন্দাবন ভ্রমণাদি ৩৭২—৩৭৬

১৬শ, গৌরাঙ্গপ্রভুর কালিদাসে কৃপাকরণ, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টফলপ্রদর্শন, শিবানন্দসেনের শিশু সন্তানকৃত শ্লোক, মহাপ্রসাদের মহিমাবর্ণনাদি এবং বিরহোন্মাদ প্রলাপকথন ৩৭৬—৩৮১

১৭শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ, প্রলাপবর্ণন ৩৮২—৩৮৫

১৮শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সমুদ্রে পতন এবং এক জালিয়ার জালে উত্তীর্ণ হওন ৩৮৫—৩৮৯

১৯শ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বিরহপ্রলাপ, মুখসঙ্ঘর্ষণাদি বর্ণন ৩৮৯—৩৯৪

২০শ, গৌরাঙ্গপ্রভুর শিক্ষাশ্লোকাস্বাদন এবং পরিচ্ছেদের অনুবাদবর্ণন ৩৯৪—৩৯৯

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

চিত্র-সূচী।

১। যমুনাপুলিনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ১
২। শ্রীশ্রী৺উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৫৩
৩। শ্রীচৈতন্য ও দিগ্বিজয়ীর বিচার ৬৬
৪। জগাই মাধাই উদ্ধার ১১৭
৫। শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ ১৯২
৬। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ ২৪৯
৭। যবন হরিদাসের গৃহে বেশ্যার আগমন ও উদ্ধার ৩১০
৮। মহাপ্রভুর ভাবাবেশে সমুদ্রে পতন ও জালিয়ার জালে উত্তীর্ণ হওন ৩৮৬

অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তব।

সদোপাস্য শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজনমুদ্রামুপদিশন্,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১ ॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশু-পালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ
প্রপন্নশ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥
রসোদ্দামা কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তনিকর-বিদ্যোতিবসনঃ।
হিরাণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥

পয়োরাসে স্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া,
মুহুর্ব্বন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবিনীলাচলপতেঃ
রদভ্রপ্রেমর্ম্মিস্ফূরিত-নটনোল্লাসবিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনু বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম ॥ ৭ ॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক-নবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তনসুখী
স চৈতন্যঃ কি মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণপদবী মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্ ॥
পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজযুগলে,
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

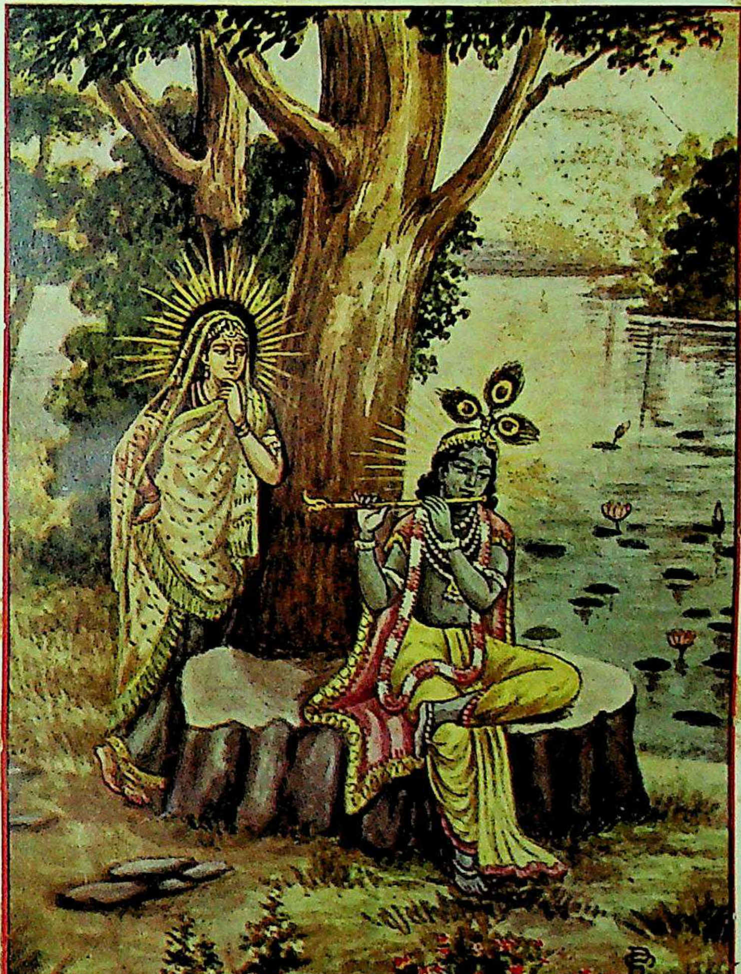

যমুনা-পুলিনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

[১ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

গুর্ব্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ।

বন্দেগুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চতচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকং ॥১॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌসহোদিতৌ।
গৌড়োদয়েপুষ্পবন্তৌ চিত্রৌসন্দৌ-
তমোনুদৌঃ ॥২॥
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভাব,
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষইতি সোঽস্যাংশ-
বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈপূর্ণো যঃ ইহভগবান্ সস্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং
পরমিহ ॥৩॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদাহৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ ॥৪॥
রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপিভুবিপুরা দেহভেদং
গতৌতৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণ-
স্বরূপং ॥৫॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যোযেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশোবামদীয়।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি-
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনিশচীগর্ভসিন্ধৌ-
হরীন্দুঃ ॥৬॥
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ব্ভোদশায়ীচ
পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ সনিত্যানন্দাখ্যরামঃ
স্মরণং মমাস্তু ॥৭॥
মায়াতীতেব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে-
শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতিসঙ্কর্ষণাখ্য তং শ্রীনিত্যা-
নন্দরামং প্রপদ্যে ॥৮॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ-
কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব স্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ব্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং
লোকসঙ্ঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যা-
নন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥
যস্যাংশাংশঃপরাত্মাখিলানাং পোষ্টাবিষ্ণু-
র্ভাতিদুগ্ধাব্ধিশায়ী।

ক্ষোণীভর্ত্তা যৎকলাসোঽপ্যনন্তস্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১১॥
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায় মদ্বৈতাচার্য্যমীশ্বর ॥১২॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিসংশনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশংতমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥১৩
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥১৪॥
জয়তাং সুরতৌপঙ্গোর্মমমন্দমতের্গতি ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥১৫॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার
সিংহাসনস্থৌ !
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥১৬॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিঃ ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তনঃ ॥১৭॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করেছেন
আত্মসাথ ।
এ তিনের চরণ বন্দো তিনে মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
বস্তু নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার ॥
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার ।
সামান্য বিশেষরূপে দুই ত প্রকার ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ ।
যাহা হইতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতারণ কারণ ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব ।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান ।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখান ॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে কহি মঙ্গলাচরণ ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু নিরূপণ ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার ।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন ।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্র যেমত নিরূপণ ॥
কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ ।
শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন ।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার ।
তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান ।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার ।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥
নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দ যাঁর মুঞি দাস ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি ।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
স্বাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে করিয়া বিচার॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে দ্বাবিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েতসর্ব্বদেবময়োগুরুঃ॥১৮॥
শিক্ষাগুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

তত্রৈব উনত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধব বাকং।

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাঽপিকৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নচার্য্যচৈত্ত্যবপুষাস্বগতিংব্যনক্তি॥১৯॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥২০॥
যথা ব্রহ্মণে ভগবান স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশৎশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাকং।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥২১॥

কিঞ্চ তত্রৈব একত্রিংশ শ্লোক্যঃ।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥২২॥

কিঞ্চ তত্রৈব দ্বাত্রিংশৎশ্লোকঃ।

অহমেবা সমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যাহং॥২৩॥

কিঞ্চ তত্রৈব ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকঃ।

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতিয়েত ন প্রতিয়েতচাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনোমায়াং যথাভাসোযথাতমঃ॥২৪॥

কিঞ্চ তত্রৈব চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকঃ।

যথামহান্তিভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথাতেষু নতেষ্বহং॥২৫॥

কিঞ্চ তত্রৈব পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকঃ।

এতাবদেজিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥২৬॥

তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম শ্লোকঃ।

চিন্তামণির্জয়ন্তি সোমগিরি গুরুর্মে-
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদ কল্পতরুপল্লব শেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥২৭॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈতন্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়ে ষড়বিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসুসজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তএবাস্য ছিন্দন্তিমনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥২৮॥

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ে
দ্বাবিংশতিঃ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
শ্রীকপিলদেব বাক্যং।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদো ভবন্তি
হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তি-
রনুক্রমিষ্যতি ॥২৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায় একোন-
পঞ্চাশৎ শ্লোকে দুর্ব্বাসাং প্রতি
শ্রীভগবদ্বচনং।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তেনজানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি ॥৩০॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম
শ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠির বচনং।

ভবদ্বিধাভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন
গদাভৃতা ॥৩১॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধপ্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ অবতার আর গুণ অবতার॥
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু ব্যাস মুনি॥
এইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একেত প্রকাশ হয় আরেত বিলাস॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহু রূপ।
আকারেই ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে
তৃতীয়ঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুক বচনং।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-
মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে
দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥৩২॥

তথাহি তত্রৈব চতুর্থঃ শ্লোকঃ।

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠেস্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসংকুলং।
দিবৌকসাং স্বদারাণামতৌৎসুক্য-
ভৃতত্মানাং।
ততো দুন্দুভয়োনেদুর্নিপেতুঃ
পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥৩৩॥

তথাহি তত্রৈব একোনসপ্তত্যধ্যায়ে প্রথমঃ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুক বাক্যং।

চিত্রং বতৈ তদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়এক
উদাবহৎ ॥৩৪॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশ
কথনে নবমঃ শ্লোকঃ।

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সপ্রকাশ
ইত্যর্যতে ॥৩৫॥
একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়ে বিলাস তার নাম॥

তথাহি তত্রৈব তদেকাত্মরূপঃ কথনে পঞ্চম শ্লোকঃ।

স্বরূপ মন্যাকারং যত্তস্যভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্ম সমং শক্ত্যা সবিলাসো
নিগদ্যতে ॥৩৬॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥
ঈশ্বরের শক্তি হয়ে তিন প্রকার।
এক মহিষীগণ পুরে লক্ষ্মীগণ আর॥
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাতে স্বয়ং ভগবান॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সব।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ॥

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এ সবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ॥
প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌসন্দৌ তমোনুদৌ॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতের হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর শ্রীনিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমঃ নাশ করি করে বস্তু তত্ত্বজ্ঞান॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে ব্যাসদেবেনোক্তং।

ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রুষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥৩৭॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি চরণেঃ।

প্রয়ব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতব মিতিচ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম॥
যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করায় সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥
বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

তথাহি।

অনাদি ব্যবহার সিদ্ধ প্রাচীনৈঃ স্বস্ত্রেশা।
উক্তঞ্চ মিতঞ্চ সারঞ্চ বচোহি বাগ্মিতেতি॥৩৮॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তিনাম প্রেমরসতত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সবে বস্তু তত্ত্বসার॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মঙ্গলাচরণ
গুর্ব্বাদি বন্দনং প্রথম পরিচ্ছেদঃ।
গ্রন্থকারস্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ।

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে বালোপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত গ্রাহ ব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত সাগরং ॥১॥

গ্রন্থকারস্য।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন গান নর্ত্তনকলা পাথোজনি ভ্রাজিতা।
মদ্ভক্তাবলী হংসচক্র মধুপশ্রেণী বিহারাস্পদং ॥
কর্ণানন্দি কলধ্বনি র্বহতুমেজিহ্বামরু প্রাঙ্গণে।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তবর্লসল্লীলা সুধাস্বধুর্নী ॥২॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু নির্দ্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদিতদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥
অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাঁই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরাত্মা আর স্বয়ং ভগবান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ
শ্লোকে সৌনকাদি প্রতি সূতবাক্যং।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ৎ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৩॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥
চর্ম্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
ষট্চত্বারিংশ শ্লোকঃ।

যস্যপ্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
কোটিস্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যে ব্রহ্মের বিভূতি
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশঃ
শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধববাক্যং।

মুনয়ো বাতরসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধামতে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ ॥৫॥
আত্মান্তর্য্যামী যারে যোগ শাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বাচত্বারিংশঃ
শ্লোকে অর্জ্জুন প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।
বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতে
জগৎ ॥৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে উনচত্বা-
রিংশঃ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ভীষ্মবাক্যং।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি
ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধি-
গতোহস্মি বিধূত ভেদমোহঃ ॥৭॥

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণ তত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তি যোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইহোঁ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে
চতুর্দ্দশঃ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি
ব্রহ্ম বাক্যং।

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্ব দেহিনামাত্মাস্যধী-
শাখিল লোকসাক্ষী॥
নারায়ণোহঙ্গ নরভূজলায়নাত্তচ্চাপিসত্যং
ন তবৈব মায়া ॥৮॥

অস্যার্থঃ।

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥
ব্রহ্মা বলেন তুমি কি না হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টৈ যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূলস্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাঁহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাহা সবা হৈতে তোমা ঐশ্বর্য্য অপার॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্ব পিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রিকালীক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতে হও তুমি মূল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীবহৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ॥

ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন॥
কারণাব্ধি ক্ষীরোদ গর্ব্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে স্থষ্টি করে তাতে নব মায়ী॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দের আত্মা পুরুষ নামী॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ব্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টি জীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে
ষোড়শাঙ্কধৃত নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ইত্যস্য
ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামী ধৃত শ্লোকঃ।

বিরাটহিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেতুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ পদং
বিদুঃ॥৯॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ে
ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকঃ সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বচনং।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপিতদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥১০॥

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয়॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ তুমি মূল নারায়ণ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের প্রকাশ এই তত্ত্ব বিবরণ॥
এই শ্লোক তত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তিঁহ চতুর্ভুজ ইঁহ মনুষ্য আকার॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জিতে ভাগবত পদ্যদক্ষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একা-
দশঃ শ্লোকে সৌনকাদীম্ প্রতি সূত বাক্যং।

বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্বংযজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতিপরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে॥১১॥

শুন ভাই শ্লোকার্থ করহ বিচার।
এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে
অষ্টাবিংশতিঃ শ্লোকে সৌনকাদীন্
প্রতি সূত বচনং।

এতেচাংশকলাং পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে
যুগে॥১২॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে শুকদেব মনে পায়ে বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান॥
তিঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করে অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥
তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমান॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রতলক্ষণ কথনে
ত্রয়োদশাঙ্কধৃত ন্যায়।

অনুবাদ্যমনুক্ত্বাতু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ
প্রতিতিষ্ঠতি॥১৩॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত ।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত ।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্র করি জানি তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥
তৈছে ইহা অবতার সব তার জ্ঞাত ।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈলা জ্ঞাত ।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য ।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্ ।
তেঁহো শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করি তা ব্যাখ্যান ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব ।
আর্য্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে
প্রথমঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকেনোক্তং ।

অত্রসর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥১৪॥

তত্রৈব দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুকবাক্যং ।

দশমস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণং ।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মনঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥১৫॥

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্ব ধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধস্য প্রথমাধ্যায়ে
প্রথমঃ শ্লোকঃ ব্যাখ্যানে স্বামিনোক্তং ।

দশমে দশমং লক্ষমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহং ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধামনমামি তৎ ॥১৬॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান ।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস ।
প্রভাব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার ।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার ॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি ॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ।
অনন্ত রূপে এক রূপ নাহি কিছু ভেদ ॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম ।
তাঁহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ ।
তাঁহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি তার অন্ত ।
মুখ্য তিন শক্তি তাঁর বিভেদ অনন্ত ॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি ।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয় ।
সেই পুরুষাদি সবের কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমঃ শ্লোকঃ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণং॥১৭

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা॥
সেইত ভক্তের বাক্য নহে ব্যাভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনমত কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহ কহে হয় কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥
চৈতন্য গোসাঞি এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশ
মঙ্গলাচরণে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণং নাম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলাচরণ।

অথ গ্রন্থকারস্য।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যা করব্রাতাদজ্ঞ সন্মণীন॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যং।

অনর্পিতচরীং চিরাৎকরুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ-
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তমমন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেষ্ট বিহার কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান॥

চিরকাল নাহি করে প্রেমভক্তি দান ।
ভক্তি বিনু জগতের নাহি অবস্থান ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি ।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া ।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য ।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন ।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি ভক্তি শিক্ষামু সবারে ॥
আপনি না কৈল ধর্ম্ম শিক্ষণ না হয় ।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টমঃ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥২॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে দশমঃ শ্লোকে অর্জ্জুনং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্বিংশতিঃ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

উৎসীদেয়ুরিমেলোকান কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং ।
সঙ্করস্যচ কর্ত্তাশ্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে
অর্জ্জুন প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে
॥৫॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে ।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণ
বিষয়ে দ্বিতীয়াঙ্কধৃত বিল্বমঙ্গল কৃত শ্লোকঃ ।

সন্তবতারাবহবঃ পঙ্কজনাভস্য
সর্ব্বতোভদ্রাঃ ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি
প্রেমদো ভবতি ॥৬॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে ।
পৃথিবীতে অবতারী করিনু নানা রঙ্গে ॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় ।
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার ।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে ।
কল্মষ দ্বিরদনাশ যাঁহার হুঙ্কারে ॥
প্রথম লীলায় তার বিশ্বম্ভর নাম ।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয় ।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধেঽষ্টাদশাধ্যায়ে নবমঃ
শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গ বাক্যং ।

আসন্বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ ।
শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং-
গতঃ ॥৭॥

শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি ।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিহোঁ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে
পঞ্চবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি
যোগেন্দ্র বচনং ।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরূপ-
লক্ষিতঃ ॥৮॥

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গভীর ॥
দৈঘ্য বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত ॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন ॥
শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম ॥
চন্দনের অঙ্গদবালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃৎশমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি
পরায়ণ ॥৯॥
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিঃ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা
শৃণু ॥১০॥

তত্রৈব উনত্রিংশঃ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

কৃষ্ণবর্ণংত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্ব্বজন্তিহি
সুমেধসঃ ॥১১॥
শুন ভাই এই সব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তার মুখে নাহি আইসে আন ॥
কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥
দেহ কান্ত্যা হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহি পীত বরণ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্য দেবস্য দ্বিতীয় স্তবে প্রথম শ্লোকঃ।

কলৌ যং বিদ্বাংশস্ফুটমভিযজন্তেদ্যুতি-
ভরাদকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎ-
কীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্য্যমখিলচতুর্থাশ্রমযুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ
কৃপয়তুঃ ॥১২॥
প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমঃ ততি ॥
জীবের কল্মষ তমঃ নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয় স্তবে অষ্টম শ্লোকঃ।

স্মিতাচলোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য
পরিতো, গিরাস্তুপ্রারম্ভঃ কুশল পটলীং
পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ
কৃপয়তু ॥১৩॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে ॥

তথাহি অঙ্গোপাঙ্গানামস্ত্রাবতারং শ্রীরূপ গোস্বামিভিরপি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্য দেবস্য স্তবে প্রথমঃ শ্লোকে নিরূপিতমস্তি।

সদোপাস্য শ্রীমান ধৃতমনুজ কায়ৈঃ
প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি
প্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজন মুদ্রামুপদিশন্,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদং ॥১৪॥

অঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন ।
অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশঃ
শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা মাত্মাস্যধী-
শাখিল লোকসাক্ষী ।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং
ন তবৈব মায়া ॥১৫॥

জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ ।
সেহ তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহ সত্য হয় ।
মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দ ময় ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে ।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদগণ সঙ্গে লয়্যা ।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥
পাষণ্ড দলন বানা নিত্যানন্দ রায় ।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম ।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥
কৃষ্ণ সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ।
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন
ব্যাখ্যান ॥

তথাহি শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে শ্রীজীব
গোস্বামী বাক্যং ।

অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং ।
কালৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃস্ম কৃষ্ণচৈতন্য-
মাশ্রিতাঃ ॥১৬॥

উপপুরাণে শুনি শ্রীকৃষ্ণ বচন ।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন বচন ॥

তথাহি ক্বচিদুপপুরাণে ।

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতা-
ন্নরান্ ॥১৭॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥

তথাহি শ্রীসম্প্রদায়মত কৃদ্যামুনাচার্য্য কৃতালকমন্দার
স্তোত্রে পঞ্চদশঃ শ্লোকঃ ।

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বেন
সাত্ত্বিক তয়া প্রবলৈশ্চশাস্ত্রৈঃ ।
প্রখ্যাত দৈবপরমার্থ বিদাং মতৈশ্চ নৈবা-
সুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥১৮॥

আপনা লুকাইতে নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

তথাহি শ্রীসম্প্রদায় মত, কৃদ্যামুনাচার্য্য কৃতালকমন্দার
স্তোত্রে অষ্টাদশঃ শ্লোকঃ ।

উল্লঙ্ঘিত ত্রিবিধসীম সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনস্য ভাবাঃ ॥১৯॥
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তমন স্থানে ॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্থ পঞ্চদশঃ বিলাসে একা-
শীত্যধিকশতাঙ্কধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনং।

দৌভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর
এবচ।
বিষ্ণুভক্তিঃ পরো দৈব আসুরস্তদ্বি-
পর্য্যয়ঃ ॥২০॥

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাহার হুঙ্কার ॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥
মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥
নাম বিনা কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হব কৃষ্ণ অবতার ॥
শুদ্ধ ভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সকল আমার ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক হৈল তার মনে ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ একাদশঃ বিলাসে দশাধিক
শতাঙ্কধৃত গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ বচনং।

তুলসীদল মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে সমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ ॥২১॥

তথাহি বৃহদ্গৌতমী তন্ত্রে।

তুসাগ্রজং লসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেবচ ॥
মুঞ্জরীসাতুবিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণ
পূজনে ॥২২॥

তথাহি যথারাধেতি।

যথা রাধা তদীয়তা তথাচ মুঞ্জরীহরে।
তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেনতু মিশ্রিতা
॥২৩॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
জল তুলসী কৃষ্ণকে দেয় যেই জন ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন ॥
তারে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥
গঙ্গাজল তুলসী মুঞ্জরী দেন অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা নিয়া করে সঘন হুঙ্কার।
এই মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একাদশ
শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্ম স্তুতি বচনং।

ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজ,
আসসে শ্রুতেক্ষিতপথোনুনাথ পুংসাং।
যদ্যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥২৩॥

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ
মঙ্গলাচরণং চৈতন্যবতার সামান্য করণং
নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং ।
বালোপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলা-
সিনঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
অর্থ না গাইতে আগে করিয়ে আভাস ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার ।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহ বহিরঙ্গ ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল ।
ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান অবতার যেই কালে ।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাবতার ।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ।
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমাকে ঈশ্বর মতি আপনাকে হীন ।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকেত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে ।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব
ভজাম্যহং ।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ ॥২॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি ।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন ।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে
একত্রিংশঃ শ্লোকে গোপী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

ময়িভক্তির্হিভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসান্মৎস্নেহো ভবতীনাং
মদাপনং ॥৩॥

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন ।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহন ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি কয়য়ে ভৎর্সন ।
বেদ স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লয়ে করিমু অবতার ।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার ।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥
মোবিষয়ে গোপীগণ উপপতি ভাবে ।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ ।
দুহাঁর রূপগুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন ।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥

এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে ষষ্ঠ-
ত্রিংশঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ ॥৪॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধি লিঙ্ সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায় ॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন ॥
এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥
কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপন আস্বাদে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেমমালা গাঁথ পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তের আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে।
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব-
লহর্য্যাং দ্বাবিংশঃ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়াস্বাদ্বী ভাসতে কাপি
কস্যচিৎ ॥৫॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয় পরকীয় রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে
দ্বিতীয় শ্লোকঃ।

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপ-
নিষদাং,
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুজ
দৃশাং,
সচৈতন্যঃ কিং মে পুনরপিদৃশোর্যাস্যতি-
পদং ॥৬॥

তথাহি তত্রৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয় স্তবে
তৃতীয় শ্লোকঃ।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজন বৃন্দস্য কুতকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহতদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥
ভাব গ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি শুন সর্ব্বজন ॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস ॥
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা,
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা, দেহভেদং
গতৌতৌ।
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ
স্বরূপং ॥৭॥

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি ।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি ॥
ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥
রাধিকা হবেন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার ।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ।
হ্লাদিনীর দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথমঃ
শ্লোকঃ ব্যাখ্যায়াং ধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাং-
শীয় দ্বাদশাধ্যায়স্যাষ্টচত্বারিংশঃ পদ্যং ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্ব
সংস্থিতৌ ।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুন
বর্জ্জিতে ॥৮॥

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ তত্ত্ব নাম ।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর ।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে এক-
বিংশতি শ্লোকে সতীং প্রতি শিববাক্যং ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদীয়তে
তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বেচ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥৯॥

কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার ।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তাঁর পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব ।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী ।
সর্ব্ব গুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠস্য
কথনে দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যং ।

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্ব-
থাধিকা ।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥১০॥

কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায় ।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
ত্রয়স্ত্রিংশঃ শ্লোকঃ ।

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভা বিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥১১॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন ।
ক্রীড়ার স্বভাব যৈছে শুন বিবরণ ।
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার ।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার ।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার ।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি ।
বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর ততি ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপ ।
মহিষীগণ বৈভব বিলাস স্বরূপ ॥
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ ।
কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস ।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে ।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী ।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা শিরোমণি ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তিসামান্য লহর্য্যাং প্রথম
শ্লোকঃ ব্যাখ্যায়াং ধৃত বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রং ।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী-
পরা ॥১২॥

দেবী কহি দ্যোৎমালা পরমা সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশোধ্যায়ে চতুর্বিং-
শতিঃ শ্লোকে কাশ্চিৎ গোপীং প্রতি কস্যাশ্চিত
গোপ্যো বাক্যং।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়ো
মনয়দ্রহঃ ॥১৩॥

অতএব সর্ব্ব পূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্ব পালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের তিহোঁ হয় অধিষ্ঠান।
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব শক্তি বর্য্য ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্ব কান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগত মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদতার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

প্রেমভক্তি শিক্ষাইতে আপনে অবতরী।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥
অবতরী প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥
অতি গূঢ় হেতু সেহো ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাঁহার প্রচার ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু হেয় রাত্রিদিনে ॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে কহিব গিয়া করিয়া বিস্তারে ॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি
মর্ম্ম ॥
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখা বল ॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥
কৈশর বয়সে কাম জগত সকল।
রাসাদি লীলায়ে তিন করিল সফল ॥

তথাহি তোষণ্যাং রাসস্য প্রথমঃ শ্লোকঃ ব্যাখ্যায়াং

ধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্য পঞ্চমাংশীয় ত্রয়োদশোধ্যায়স্য
পঞ্চপঞ্চাশৎ পদ্যং।

সোপি কৈশোর কবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতা-
হিতঃ ॥১৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লহর্য্যাং চতুর্বিংশাধিকশতঃ শ্লোকে শ্রীরূপ
গোস্বামি বাক্যং।

বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতিকলা প্রাগল্ভ্যয়া
রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে
সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলী মকরী পাণ্ডিত্য
পারংগতঃ,
কৈশোরাং সফলী করোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৫॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে সপ্তমাঙ্কে তৃতীয় শ্লোকে বৃন্দাং
প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং।

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যান্মথুরায়াং
মথুরাক্ষি রাধিকাচ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু
বিশেষতাস্তদাত্র ॥১৬॥

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তসপ্ততিঃ
শ্লোকে শ্রীরাধাবৃন্দয়োরুক্তি প্রত্যুক্তি।

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ
কুতোঽসৌ কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে
নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতি তরুলতাং
দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী,
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী
স্বপশ্চাৎ ॥১৭॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটী গুণ ধারা প্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়॥
রাধাপ্রেম বিভু আর বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং॥

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং গুরুরপি
গৌরচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত বক্রিমাপিশুদ্ধো জয়তি
মুরুদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥১৮॥

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মনো ধায়।
যত্নে নারি আস্বাদিতে কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্ধকী॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥

এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মনো ধায়॥

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কেঽষ্টাবিংশঃ
শ্লোকে মণিভিত্তৌস্বপ্রতিবিম্বিং দৃষ্ট্বা
বিস্ময়েন শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং॥

অপরিকলিত পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতী মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপিহন্ত প্রেক্ষ্যয়ং লুব্ধচেতা,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ১৯॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে
পঞ্চদশঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড়উদীক্ষতাং
পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥ ২০॥

তথাহি তত্রৈব দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতিঃ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

গোপ্যশ্চকৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং,
যৎ প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরীরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুঃপি নিত্যযুজাং দুরাপং॥ ২১॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রের ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশোধ্যায়ে
সপ্তমঃ শ্লোকে কাচিদ্গোপী সখীং প্রত্যাহ॥

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ,
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোবয়স্যৈঃ॥
বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়োরনু বেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষং॥২২॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ে
ত্রয়োদশঃ শ্লোকে গোপী প্রতি মথুরাবাসিনোক্তং॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং,
লাবণ্য সারমসমোর্দ্ধংমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥২৩॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তাঁর বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জনে সেহ তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥
গোপীগণের প্রেমের রূঢ় ভাব নাম।
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং ত্রয়শ্চত্বারিংশাধিকশতাঙ্কধৃতং
গৌতমী তন্ত্রং।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যগমৎ
প্রথাং।

ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি
ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥২৪॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম মহাবল ॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে
ঊনবিংশতিঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গোপীবাক্যং।

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষুভীতাঃ
শনৈঃপ্রিয়দধী মহিকর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২৫॥

আত্মসুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণবিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশঃ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

যেত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চমদর্থেতানৃবিভর্ম্ম্যহং।
ভবন্তিনচিরাংপার্থময্যাবেশিত
চেতসাং ॥২৬॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে
একাদশঃ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি
শ্রীকৃষ্ণং বাক্যং।

যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং
স্তেথৈবভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ
পার্থসব্বশঃ ॥ ২৭ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোধ্যায়ে
বিংশতিঃ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদস্বানাং
হি বো মষ্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২৮॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়ে বিংশতিঃ
শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

তাবন্মনস্কামৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং
মনসাগতাঃ ॥২৯॥

পুনস্তত্রৈব একবিংশতিঃ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং
বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৩০॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর যেই সম্ভোগ সাধন ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপী-
প্রেমামৃতে ষট্‌ত্রিংশাঙ্কধৃত আদিপুরাণীয়ে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যোমামেতি
সমুপাসতে।

৬৩ ব
৭ (২৫.৫)
গুরুকুল কাংগড়ী

তাভ্যঃ পরং নর্ম্মেপার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনং ॥৩১॥

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব ।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন ।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান ।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণ সুখ পর্য্যবসান ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা ।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ ।
এই সুখের গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত ।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এই মত অন্যোন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি ।
অন্যোন্যে বাড়ে কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে ।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে ।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥

যথোক্তং শ্রীরূপ গোস্বামিনা স্তবমালায়াং
কেশবাষ্টকে অষ্টমঃ শ্লোকেঃ ।

উপেত্যপথিসুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটপদাঙ্গভঙ্গিশতৈঃ ।
স্তনস্তবক সঞ্চরন্নয়নচঞ্চরিকাঞ্চলং
ব্রজেবিজয়িনং ভজে বিপিন দেশতঃ কেশবং ॥৩২॥

আর এক গোপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন ।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন ॥
গোপী প্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্ট ।
মাধুর্য্য বাঢ়য়ে প্রেম হইয়া সন্তুষ্ট ॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি ।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে ।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয়মহাক্রোধে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়োত্রিংশতিঃ
শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং ।

অঙ্গস্তম্ভারম্ভ মুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকোনাভ্যনন্দং ।
কংসারেস্তেবীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥৩৩॥

তথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে সাত্বিক ভাবলহর্য্যাং
উনত্রিংশঃ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং ।

গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং ।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ বিলোচনা ॥৩৪॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে ।
স্ব সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশোধ্যায়ে
দশমঃ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং ॥

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাহম্ভসোম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যুদাহৃতং ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥৩৫॥

তথাহি তত্রৈব একাদশঃ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেব বাক্যং ।

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৬॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশঃ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেব বাক্যং ॥

সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥

যেনাতিব্রজ্যত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায় উনপঞ্চাশৎ শ্লোকে দুর্ব্বাসাং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতং ॥৩৮॥

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম ।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী ।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপী প্রেমামৃতে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতাদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সত্যং বদামিতে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তিন ॥৩৯॥

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত ।
প্রেম সেবা পরিপাটি ইষ্ট সমাহিত ॥

তথাহি তত্রৈব উত্তরখণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে পঞ্চত্রিংশাঙ্কধৃতাদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং ।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থঃ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ।৪০॥

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা ।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে একচত্বারিংশাঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণং ।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাং কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥৪১॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে ত্রয়শ্চত্বারিংশাঙ্কধৃতাদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধামম ॥৪২॥

রাধা সহ ক্রৌড়ারস বৃদ্ধির কারণ ।
আর সব গোপীগণ রসোপকারণ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন ।
তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে প্রথমঃ শ্লোকে শ্রীজয়দেব বাক্যং ।

কংসারিরপি সংসার বাসনা বদ্ধশৃঙ্খলাং ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥৪৩॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার ।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ ।
অবতারের এই হেতু মূল যে কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার ।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার ।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥

তথাহি তত্রৈব প্রথম সর্গে দশমঃ শ্লোকে শ্রীজয়দেব বাক্যং ।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর,
শ্রেণীশ্যামল কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গ
মালিঙ্গিতঃ শৃঙ্গারঃ সখিমূর্ত্তি মানিব মধৌ মুগ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন ।
অশেষ বিশেষ কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম ।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস ।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥

আর যত চৈতন্য গোসাঞিির ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥

তথাপি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি কড়চোক্ত শ্লোকঃ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশোবা
মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং-
বেতিলোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি
শচীগর্ব্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই সুখ কিবা আছে ত্রিভুবনে ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউক চমৎকার ॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণ রূপ রস কহে মোরে ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন ॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধিকা তাথে করি অনুভব ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি আর ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥
মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শে কোটিন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥
পরস্পরে বেণু গীত হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করয়ে আলিঙ্গন ॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ ॥
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত ॥
লীলা অন্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাঁহা হৈতে রাধা সুখে শত অধিকাই ॥

তথাহি ললিতমাধবে নবমাঙ্কে পঞ্চম শ্লোকে
শ্রীরাধিকাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

নির্ধূতামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি

বিম্বাধরোত্থং পঙ্কজ সৌরভং কুবহুরুত
শ্লাঘাভিদস্তেগিরঃ ।
অঙ্গং চন্দন শীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য
সর্ব্বস্বাভাক্, ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং
রাধে মুহুর্মোদতে ॥৪৫॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামিনোক্তং ।

রূপেকং সরহস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেহিতি
হৃষ্যত্বচং, বাণ্যামুৎকলিত শ্রুতিং পরিমলে
সংহৃষ্ট নাসাপুটাং ।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধর পুটেন্যঞ্চন্মুখা-
ম্ভোরুহাং, দম্ভোদ্গীর্ণ মহাধৃতিং বহিরপি
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং ॥৩৬॥

তাতে জানি মোতে আছি কোন এক রস ।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে ।
সেই সুখমাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ।
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।
প্রেমরস আস্বাদিতে বিবিধ প্রকার ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে ।
তাহা শিক্ষাইব লীলা আচরণ দ্বারে ॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥
রাধিকার প্রেম দেহ অঙ্গীকার বিনে ॥
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥
রাধা ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥
সর্ব্ব ভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় ।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময় ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন ।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি ।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥

এইত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান ।
স্বরূপ গোঁসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামিনোক্তং ।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি
যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ ত্বদীয়াং
প্রকটয়ন্,
স দেবচৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ
কৃপয়তু ॥৪৬॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য ।

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বলক্ষণং ।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোক
ষট্‌কৈর্নিরূপিতং ॥৪৭॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার
মূল প্রয়োজন কথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং ।
যস্যেচ্ছায়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি
নিরূপ্যতে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য মহিমা ।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্বসীমা ॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায় ।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায় ॥

সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

তথহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ব্ভোদশায়ীচ
পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য
রামঃ শরণং মমাস্তু ॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ রূপে করে কৃষ্ণ বিবিধ সেবন ॥
সর্ব্ব রূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ।

মায়াতীতেব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে
শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং
শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে ॥

প্রকৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহে যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান ॥
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥

তথাহি অনাদিসিদ্ধ প্রাচীনোক্ত পদ্যং।

স্বস্বমূর্দ্ধ্নি যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা।
অচিন্ত্যশক্ত্যাভালূর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে ॥

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক নাম।
গোলোকস্থ শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায় ॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
পঞ্চবিংশঃ শ্লোকঃ।

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষ্যাবৃতেষু
সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দ-
মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২॥

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
প্রভুলীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়া মাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এক কর্ম্ম ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥
ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্ত্যের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি ॥
বৈকুণ্ঠ বাহির এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধলোক নাম তাঁর প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাহা মাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উনবিংশঃ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং ।

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।
আবেশ্যতদঘং হিত্বা বহবস্তগদতিং গতাঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব ।

কামাদ্গোপ্যোভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈত্যাদয়োনৃপাঃ ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ৎ ভক্ত্যাবয়ং বিভো ॥৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টমাধিকশতঃ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং ।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং ।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥৫॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস ।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময় ।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং দশাধিকশতাঙ্কধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং ।

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তিহি ।
সিদ্ধাব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাহতাঃ ॥৬॥

সেই পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ চারি পাশে ।
দ্বারকাদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ॥
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
তাহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ ॥
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম ।
শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাহা সকল চিন্ময় ।
সঙ্কর্ষণ বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক নাম হয় ।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাঁহাতে প্রলয় ।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার ।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ব সঙ্কর্ষণ নাম ।
তিঁহো যাঁর অঙ্গ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥
অষ্টম শ্লোকের এই কৈল বিবরণ ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ ।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি মধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদি দেব স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন ॥
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগত কারণ ।
আদ্য অবতার করে মায়ার দর্শন ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ।
কারণ সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥
সেই ত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি ।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥
জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।
শক্তি সঞ্চারে তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ ।
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যেন করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥

সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ।
হেতু কর্ত্তা করে তারে শক্তি সঞ্চারণ ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥
কৃষ্ণকর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ যেন দণ্ডাদি উপায় ॥
দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাথে করেন আধান ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততো রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে ॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

যস্যৈক নিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য জীবন্তি
লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান স ইহ যস্য কলা বিশেষো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে
একাদশঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং।

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ,
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরানুচর্য্যা,
বাতাধ্বরোম বিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥৮॥
অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥
তাঁর এক স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষের কলা যে গণন ॥
যাহাকে ত কলা কহি তিহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী সেহো সর্ব্ব জিষ্ণু ॥
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ হয় বিশ্বধাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিচত্বা-
রিংশাঙ্ক ধৃতাদ্যোঽবতারঃ পুরুষ ইত্যস্য শ্রীধর
স্বামি কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতং, তথা লঘুভাগ-
বতামৃতেচ পূর্ব্বখণ্ডে অবতার প্রকরণে
নবমাঙ্কধৃতঞ্চ সাত্বত তন্ত্রং।

বিষ্ণোস্তুত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথোবিদুঃ
একন্তু মহতঃ স্রষ্ট দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং ॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা
বিমুচ্যতে ॥৯॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিহোঁ অবতারী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্ট-
বিংশতিঃ শ্লোকে সৌনকাদিন্ প্রতি সূতবাক্যং।

এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে ॥১০॥
সেই পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত অংশেরে কহি অবতার নাম ॥
আদ্যাবতার মহাপুরুষ ভগবান।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয় ধাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিং-
শদাদি শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং।

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যকালঃ
স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারোগুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্
স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণুভূম্নঃ ॥
অহং ভবোযজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো
যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকশালাঃ খগলোকপালা নৃলোকপালা
স্তললোকপালাঃ ॥

গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণেশা যে যক্ষ রক্ষোর্গে
নাগনাথাঃ।
যেবা ঋষিণাঃ মৃষভাঃ পিতৃণাং দৈত্যেন্দ্র
সিদ্ধেশ্বর দানবেন্দ্রাঃ॥
অন্যেচ যে প্রেতপিশাচ ভূতকুষ্মাণ্ডয়াদৌ
মৃগপক্ষ্যধিশাঃ।
যৎকিঞ্চলোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বল-
বৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীধিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ব পরং রূপ
বদস্বরূপং ॥১১॥

তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ শ্লোকে
সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ॥
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌলোক সিসৃক্ষয়া
॥১২॥
যদ্যপি তিহোঁ সর্ব্বাশ্রয় তাহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিহোঁ জগত আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ে
ত্রয়স্ত্রিংশতঃ শ্লোকে সৌনকাদীন্
প্রতি সূত বচনং।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি
তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥১৩
এই মত গীতা তেঁহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥
আমিত জগতে বসি জগত আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার॥
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥
সেই পুরুষ যাঁর অংশ ধরে তাঁর নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ॥
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং
লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং
শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে॥
সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
আরাম বিস্তার হয়ে দুই এক সম॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
শেষ শয়ন জলে করিলা বিশ্রাম॥
অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তার সহস্র বদন॥
সহস্র নয়ন হস্ত সহস্র চরণ।
সর্ব্ব অবতার বীজ জগত কারণ॥
তাঁর নাভিপদ্মেতে হইল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শে নাহি মায়া সনে॥
রুদ্র রূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাহার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগত কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন॥
হেন নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরমাত্মাখিলানাং
পোষ্টাবিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত স্তং
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরামং প্রপদ্যে ॥

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥
তাহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥
সকল জীবের তিহোঁ হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগতের পালক তিহোঁ জগতের স্বামী ॥
যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ॥
দেবগণ না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদক তীরে যাই করেন স্তবন ॥
তবে অবতরি করে জগত পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংশ ॥
সেই বিষ্ণু শেষ রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনে নাহি জানে আর ॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণ গুণ গান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যার মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে ॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণ সেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে ॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ॥
এ সব প্রমাণ জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সকল সম্ভবে তাথে যাথে অবতারী ॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ কহো কাহো করি মানে ॥
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥
কেহ কহে ক্ষীরোদকশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥
কৃষ্ণ যবে অবতারে সর্ব্বাংশে আশ্রয়।
সর্ব্বাংশে আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে সত্য কিছু মিথ্যা নহে ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব অবতার করি লীলা সবারে দেখাই ॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস ॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা ॥
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন ॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ে
একবিংশতিঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকদেব বাক্যং।

বৃষায়মাণৌনর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্যরুতৈর্জন্তুন্ চেরতুঃ প্রাকৃতৌ
যথা ॥১৪॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশোধ্যায়ে ত্রয়োদশঃ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

ক্বচিৎক্রীড়া পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপ-
বর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদ সম্বাহনাদিভিঃ
॥১৫॥

তত্রৈব ত্রয়োদশোধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বলদেব বাক্যং ।

কেয়ংবা কুত আয়াতা দৈ বী বা
নার্য্যুতাসুরী ।
প্রায়োমায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যামেঽপি
বিমোহিনী ॥১৬॥

তত্রৈব অষ্টষষ্ঠধ্যায়ে ষড় বিংশতিঃ শ্লোকে দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেব বাক্যং ।

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজ রজোঽখিল লোকপালৈঃ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত তীর্থতীর্থং ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেমচিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥১৭॥
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥
এইমত চৈতন্য গোসাঞি একলা ঈশ্বর ।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত্য আচার্য্য ।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু সম আর্য্য ॥
সবে মিলি করে সবে লীলার সহায় ।
সবা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌররায় ॥
অদ্বৈত গোসাঞি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ ।
দুই গোসাঞি লঞা প্রভুর যত কিছুরঙ্গ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
প্রভু গুরু করি মানে তিহোঁত কিঙ্কর ॥
আচার্য্য গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন ।
কৃষ্ণ অবতারী যেহঁা তারিল ভুবন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥
রামের চরিত্র যত দুঃখের কারণ ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই ।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদনে ॥
রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ ।
অবতার কালে দোঁহে দোঁহেতে প্রবেশ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান ।
অংশাংশী রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ ।

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতার
মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই রাম ।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥
নিত্যানন্দ মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার ।
এক কর্ণ স্পর্শিমাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা ।
অধম জীবেরে চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা ॥
বেদ গুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে ।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ॥
অবধূত প্রভুর এক ভৃত্য প্রেমধাম ।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম ॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন ।
তাহাতে আইল তেহঁ পায়্যা নিমন্ত্রণ ॥
মহা প্রেমময় তিহোঁ বসিল অঙ্গনে ।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে ।
প্রেমে কেহ বংশী মারে কেহ বা চাপড়ে ॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার ।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব ।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প ॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার ।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য ।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিহোঁ করে সেবা কার্য্য ॥
অঙ্গনে আসিয়া তিহোঁ না কৈল সম্ভাষ ।
তাহা দেখি ক্রোধ হঞা বলে রামদাস ॥

এই ত দ্বিতীয় সুত রোমহর্ষণ।
বলরামে যে না করিল প্রত্যুদ্গম ॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণ কার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥
উৎসবান্তে গেলা তিহোঁ করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥
চৈতন্য গোসাঞিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আভাস ॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিল ভর্ৎসনে ॥
দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মানে তোমার হয়ে সর্ব্বনাশ ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না করে সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটি ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥
কিম্বা দুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড ॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকাল আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলে দরশন ॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোরে মাথে ॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥
শ্যাম চিকণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর ॥
সুবলিত হস্ত পদ কমললোচন।
পট্ট বস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥
চন্দন লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মত্ত মন্থর পয়াণ ॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব বীজ সম দন্ত তাম্বুল চর্ব্বণ ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়িয়াছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥
পারিষদগণ দেখি সব গোপবেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সবে কহে সপ্রেম আবেশ ॥
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহ কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দেখ হৈয়াছে প্রভাতে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহাতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয় ॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥
এবন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত সংসারে ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার ।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে তাঁর করয়ে নিস্তার ।
অতএব নিস্তারিলে মো হেন দুরাচার ॥
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ।
মো হেন অধমে দিল শ্রীরূপ চরণ ॥
শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন ।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥
বৃন্দাবন পুরন্দর শ্রীমদন গোপাল ।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার ॥
রাধা ললিতাদি সঙ্গে রাস বিলাস ।
মন্মথ-মন্মথ রূপে যাঁহার প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোধ্যায়ে
দ্বিতীয়ঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-
মন্মথঃ ॥১৯॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ।
দুই পাশে রাধা ললিতাদি করেন সেবন ॥
নিত্যানন্দ দয়ায় মোরে তাঁরে দেখাইল ।
শ্রীরাধা মদনমোহন প্রভু করি দিল ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরু বনে ।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্ন সিংহাসনে ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
স্বমাধুর্য্য প্রকাশ করেন জগত মোহন ॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে ।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন ।
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দ ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান ।
বৈকুণ্ঠাদ্যে যাঁর লীলা গুণ করে গান ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ ।
রূপ গোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে
সাধন ভক্তিলহর্য্যাং সপ্তাশীতিতমঃ
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং ।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয় পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ
দৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধর কিশলয়া মুজ্জ্বলাং
চন্দ্রকেণ ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশি-
তীর্থোপকণ্ঠে মা প্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি
সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ ॥২০॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন ।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি জ্ঞান ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে ।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল ।
কৃষ্ণ নাম পরায়ণ পরম মঙ্গল ॥
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥
সেই বৈষ্ণবের পদরেণু পদছায়া ।
মো অধমেরে দিল নিত্যানন্দ দয়া ॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় তাঁহার বচন ।
সেই সূত্র এই তাঁর কৈল বিবরণ ।
সে সব পাইল আমি বৃন্দাবন আয় ।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার ।
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-
তত্ত্ব নিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারম্ভ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুত চেষ্টিতং।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং
নিরূপয়েৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পঞ্চম শ্লোকে কহিল নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকদ্বয়ং।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্যমীশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥
জগত মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম ॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লৈয়া সৃজে পুরুষ সকল সংসার।
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥
পুরুষ প্রকৃতি ঐছে দ্বি-মূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা ॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥
নিমিত্তাংশে করেন তিহোঁ মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥
সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে
পঞ্চমঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্ব দেহিনামাত্মাস্য-
ধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপিসত্যং
ন তবৈব মায়া ॥২॥

ঈশরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥
অংশ না কহিয়ে কেন কহ তারে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূর্ণ নাম।
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরী কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন।
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর অদ্বৈত আচার্য্য ॥
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য।
বৈষ্ণবের গুরু তিহোঁ জগতের আর্য্য ॥
কমল নয়নের যাতে তিহোঁ অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস ॥
ঈশ্বর সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥

যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে ।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার ।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত নিস্তার ॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ মহিমা অপার ।
জীব কীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥
আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ।
হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥
এ সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার ॥
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য জ্ঞানে ।
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে ॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ ।
স্তুতি ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান ।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান ॥
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে ।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে ॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু ।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু ।
মুঞি দাস চৈতন্যের আর নিত্যানন্দ ।
দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি ।
তিহোঁ দাস্যসুখ মাগে করিয়া বিনতি ॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল ।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইল পাগল ॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর ।
মুকুন্দ মুরারি চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ।
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব ।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করিল উন্মত্ত ॥
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস ।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস ।
চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান ।
তথাপি আমার তাঁর দাস অভিমান ।
কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব ।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অন্যের কা কথা সেই নন্দ মহাশয় ।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥
শুদ্ধবাৎসল্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি যার ।
তাহাকেই প্রেম করায় দাস্য অনুকার ।
তিহোঁ রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে ।
তাহার শ্রীমুখ বাণী তাহাতে প্রমাণে ॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয় ।
তিহোঁ ঈশর হেন যদি তোমার মনে লয় ॥
তথাপি তাহাতে হয় মোর মনোবৃত্তি ।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যং ।

মনসো বৃত্তয়ো ন স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়ঃ ।
বাচোঽভিধায়িনীনাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥৩॥

তত্রৈব অষ্টপঞ্চাশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যং ।

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দ্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৪॥
শ্রীদামাদি যত সখা ব্রজের নিচয় ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন কেবল সখ্যময় ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধ আরোহণ ।
তার দাস্য ভাবে করে চরণ সেবন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ে পঞ্চদশঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সম বীজয়ন্ ॥৫॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধুলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে
ষষ্ঠঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজন-
স্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজসখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্মনোজলরুহাননং
চারুদর্শয় ॥৬॥

তত্রৈব সপ্তচত্বারিংশদধ্যায়ে অষ্টাদশঃ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি গোপীবাক্যং।

অপিবত মধুপুর্য্যা মার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধুংশ্চ
গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥৭॥

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতি রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তিঁহো যাঁর দাসী হয়ে করেন সেবন।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশোধ্যায়ে
চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য
শ্রীরাধিকা বাক্যং।

হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসিক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয়
সন্নিধিং ॥৮॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাহ আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ে
একাদশঃ শ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি মহিষীবাক্যং।

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎপাণিং যোঽহং
তগদ্ গৃহমার্জ্জনী ॥৯॥

তত্রৈব ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে
দ্রৌপদীং প্রতি মহিষী বাক্যং।

আত্মরামস্য তস্যেমাবয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ
বভূমিব ॥১০॥

তত্রৈব ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে
দ্রৌপদীং প্রতি মহিষী বাক্যং।

দাসীভিঃ সর্ব্বসম্পদ্ভির্ভটৈর্দ্বিরদবাজিভিঃ।
আয়ুধানিবিচিত্রাণি দদৌপূর্ণস্য-
ভক্তিতঃ ॥১১॥

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
তিঁহো আপনাকে করে দাস ভাবনা।
কৃষ্ণ-দাস ভাব বিনু আছে কোন জনা॥
সহস্রবদনে যেহোঁ শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিহোঁ সর্ব্ব অবতংস॥
তিহোঁ যে করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ গুণ লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কেনে নহে।
প্রেমার স্বভাবে দাস ভাব সে করায়ে॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥
ইহা কহি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হইয়া সুস্থির॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ॥

তাঁর অবতার এক শ্রীযুৎ লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল সর্ব্বক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥
তাঁহার প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সর্ব্ব কার্য্য॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত বলি মানে নিরন্তর॥
জল তুলসী দিয়া করে চরণ সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥
পৃথ্বী ধরে যেই সেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করে কৃষ্ণের সেবন॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সব ভক্তির আচার॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার।
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার॥
এক এক অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার॥
জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভু জ্ঞান।
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাকে ভক্তাভিমান॥
কৃষ্ণ সাম্য হৈতে ভক্তভাব বড় পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।
তাহাতে সকল শাস্ত্র বচন প্রমাণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে
চতুর্দ্দশঃ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ
বাক্যং।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা
ভবান্॥১২॥

কৃষ্ণ সাম্যে নহে তার মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥
ভক্তি ভাবাঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্ত ভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥
ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ সর্ব্ব ভাবে পূর্ণ॥
নানা ভক্ত ভাবে করে স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥
অবতারগণের ভক্ত ভাবে অধিকার।
ভক্ত ভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগত তারণ।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক পাইল প্রেমধন॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাঁহার যে তত্ত্ব কহি বড় অপরাধ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য্য॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার এবে শুন ভক্তগণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-
তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অগত্যেক গতিং নত্বা হীনার্থাধিক সাধকং॥
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তি-বদান্যতা॥১॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি তত্ত্ব কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তাঁর বিবিধ বিভেদ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকং॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
রাসাদি বিলাসী ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্ত স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ত তত্ত্ব আরাধ্য করি জানি॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে তা সবার গণন॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন তাঁহার॥
যাঁ সবা লইয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ সবা লইয়া করে কীর্ত্তন প্রচার॥
যাঁ সবা লঞা করে প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সবা লৈয়া দান করে প্রেমধন॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মেলি লুঠে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়ে পিয়াইয়া হয় মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান॥
লুঠিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উথলিল প্রেম-বন্যা চৌদিগে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা আদি সকলে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের মন॥
জগত ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগত ডুবাতে আমি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥

এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার ।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥
চব্বিশ বৎসর ছিল গৃহস্থ আশ্রমে ।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতি ধর্ম্মে ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ ।
যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত ।
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত ॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে ।
কেবা এড়াইব প্রভুর প্রেম মহাজালে ॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার ।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি ।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে ।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন ।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
মুর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে ।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ।
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমনে ॥
সেখানেতে নানাকীর্ত্তি প্রেম প্রয়োজন ।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর ।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥
সনাতন গোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা ।
তারে শিক্ষাইতে প্রভু দুমাস রহিলা ॥
তারে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন ।
দুঃখী হঞা প্রভু পদে কৈল নিবেদন ॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন ।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীরগণ ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥
না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কার ঘরে ।
তাহার প্রেরণাতে আগ্রহ করে তারে ॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে ।
দেখিলা বসিয়াছেন সন্ন্যাসীরগণে ॥
সবা নমস্কারি কৈল পাদ প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলেন সেই স্থানে ॥
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥
প্রকাশানন্দ নাম তিহোঁ সন্ন্যাসী প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥
ইহা আইস গোসাঞি শুনহ শ্রীপাদ ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কোন অবসাদ ॥
প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায় ।
তোমার সম্প্রদায়ে বসিতে না জুয়ায় ॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া ।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে ।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর গায়ন নর্ত্তন ।
ভাবক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥

বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের মর্ম্ম ॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন ইথে কি কারণ ॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ কহি করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই শাস্ত্র সার ॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে প্রেমরত্ন ধন ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে ॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্য একাদশঃ বিলাসে
দ্বিচত্বারিংশাধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত বৃহন্নারদীয়ং।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা ॥২॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ॥
তবে ধৈর্য্য করি মন করিল বিচার।
কৃষ্ণ নামে বুদ্ধিছন্ন হইল আমার ॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তাঁর বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজায়ে ভাব ॥
কৃষ্ণ বিষয় প্রেম পরম পুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণ প্রায় চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণ নামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমা করিল উদয় ॥
প্রেমের স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায় ॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমাতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥
নাচে গাইয়া ভক্ত সঙ্গে করি সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন ॥
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ে
অষ্টত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো-
দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়ত্যুন্মাদব-
ন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৪॥

তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনত্রিংশৎ
শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং।

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল-
নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়াহেলয়াবা ভৃগু-
বরনরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥৫॥

তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকে
জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং।

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তোমহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তিকৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণো-
পমং ॥৬॥

এই তাঁর বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণ নামে কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদক সম॥

তথাহি হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তি-
সামান্যলহর্য্যামষ্টাবিংশাঙ্ক ধৃতো হরিভক্তি সুধোদয়স্য
চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয় ষট্‌ত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি
স্থিতস্য মে।
সুখানি গোস্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি
জগদ্‌গুরোঃ॥৭॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীরগণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেম সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তার কিবা দোষ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানিহ যদি করি নিবেদন॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীরগণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ
নারায়ণ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥
প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি এই দোষ সব॥
উপনিষৎ সহিতে সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থের পরম মহত্ত্ব॥
গৌণীবৃত্তি যেবা ভাষ্য করিল আশ্চর্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য॥
তাহার দোষ নাই ঈশ্বরের আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কেহ ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্ব গুণের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব হৈতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥

তথাহি শ্রীভবদ্গীতায়াং সপ্তমোধ্যায়ে পঞ্চমঃ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং
বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং
ধার্য্যতে জগৎ॥৮॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্বং রজস্তমঃ ইতি ত্রিদেক-
মিত্যস্য ব্যাখ্যায়াংধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়
সপ্তমোধ্যায়স্য ষষ্টিতম পদ্যং।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাঃ প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি-
রিষ্যতে॥৯॥

হেন জীব শক্তি লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তথা উঠাল বিবাদ॥
পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥

বস্তুত পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মা বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তেন স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগত রূপে পায় পরিণাম॥
তথাহি অচিন্ত্য শক্তে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অঙ্গেতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্যে হয় বেদের এক দেশ॥
প্রণবের মহাবাক্য করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্য করে তত্ত্বমসির স্থাপন॥
সর্ব্ব বেদসূত্রে কহে কৃষ্ণের বিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি করে লক্ষণা ব্যাখ্যান॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি॥
এইমত সূত্রে সব নিজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা সব কল্পনা করিয়া॥
এই মতে প্রতি সূত্রে করিলা দূষণ।
শুনি চমৎকার সব সন্ন্যাসীর গণ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে কহিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তত্ত্ব ইহা মানি॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়া গন্ধ।
সকল বেদেতে সেই ভগবান সম্বন্ধ॥
তারে নির্বিশেষ করি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না নামিলে পূর্ণ তাহে হানি॥
ভগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ব বেদের অভিধেয় নাম।
সাধন ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন॥
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা সুখ রস॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম॥
এই তিন অর্থে সর্ব্ব সূত্র পর্য্যবসান॥
এইমত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন॥
এইমতে সন্ন্যাসীর ফিরা গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥
এইরূপে তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রসাদ॥
তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভু লৈঞা॥
ভিক্ষা করাইল সর্ব্ব মধ্যে বসাইয়া॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী॥
বারাণসী পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোকে কৈল ধন্য ধন্য॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হয় দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভিড়ে॥

বাহু তুলি প্রভু বলে বোল হরি হরি ।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর যাইতে হৈল মন ।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥
রাত্রি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল ।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥
এই লীলা অগ্রেতে কহিব বিস্তারিয়া ।
সংক্ষেপে কহিল ইঁহা প্রসঙ্গ পাইয়া ॥
এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে ॥
আপনি দক্ষিণদেশে করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণ প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ।
যাহার শ্রবণে হয় গৌরতত্ত্বজ্ঞান ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদিক ভক্তগণ ॥
সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার ।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য বিহার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান
নিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

* * *

গ্রন্থকারস্থঃ ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া ।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময় ।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
দণ্ডবৎ হয়ে বন্দ সবার চরণ ॥
মূক কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে ।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল ।
তা সবার বিদ্যা পাঠ ভেক কোলাহল ॥
এ সব না মানে যেই করে কৃষ্ণ ভক্তি ।
কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজাগণ ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তারে দৈত্য করি মানি ।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য করি জানি ॥
মোরে না মানিয়া সব লোক হৈল নাশ ।
এই লাগি মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসী জানিয়া মোরে করিবে নমস্কার ।
তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার ॥
হেন কৃপাময় প্রভু না ভজে যে জন ।
সর্ব্বোত্তম হইলেহ সে অসুরে গণন ॥
অতএব শুন কহ ঊর্দ্ধবাহু হয়্যা ।
চৈতন্য নিতাই ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ ।
তর্কশাস্ত্রে প্রমাণ যেই সেই সেব্যমান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার ॥

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিলহর্য্যাং
সামান্য প্রকরণে চতুর্ব্বিংশাঙ্ক ধৃত তন্ত্রং।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ
সুদুর্ল্লভা ॥২॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে
অষ্টাদশঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুক বাক্যং।

রাজন পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্বচকিঙ্করোবঃ।
অস্ত্যেবমঙ্গং ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্মনভক্তিযোগং ॥৩॥
হেন প্রেম চৈতন্য নিতাই দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই তাহে আনের কি কথা ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥
অদ্যাপি দেখি চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ নামে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥
নিতাই বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
অনায়াসে সর্ব্ব অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয় ॥
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে
চতুর্বিংশতিঃ শ্লোকে সূতং প্রতি
সৌনকবাক্যং।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্য
মাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে
জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥৪॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলক গদ্গদ অশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নাম ফল পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিহার।
নাম লৈতে প্রেম দান বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু নাহিক নিস্তার ॥
অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ আনি করিয়া উদ্ধার ॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেহো তারিলা সংসার ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তার গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥
তার কি প্রভুর চরিত্র অদ্ভুত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল ॥

সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মনে।
সূতধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণনে ॥
নিত্যানন্দ লীলায় বড় হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রৈল অবশেষে ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন।
মহাযোগপীঠ তাহাঁ রত্নসিংহাসন ॥
তাঁহা বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম মদনমোহন ॥
রাজসেবা হয় তাঁর বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥
সেবার অধ্যক্ষ পণ্ডিত হরিদাস।
যাঁর যশঃ গুণ সব জগতে প্রকাশ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মান কর্ত্তা করেন সর্ব্ব হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসাশূন্য তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশোধ্যায়ে দ্বাদশঃ
শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য ভদ্রশ্রবো বাক্যং।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বের্গুণৈ
স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতোমহদ্গুণা মনোরথে-
নাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৫॥

পণ্ডিত গোসাঞিঁর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ প্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে যাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে যাঁর পরম উল্লাস ॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখেন দোষ।
কায়মনোবাক্যে করেন বৈষ্ণব সন্তোষ ॥
নিরন্তর শুনে তিহোঁ চৈতন্যমঙ্গল।
তাহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যৈছে পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥
তিহোঁ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিলে মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥
কাশীশ্বর গোসাঞিঁর শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞিঁ।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাঞিঁ ॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞিঁ স্বরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তিহোঁ অতি বড় রঙ্গী ॥
পণ্ডিত গোসাঞিঁর শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞিঁ।
গৌর কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞিঁ ॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥
আর এক মহাশয় চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
অহর্নিশি ভাবনা চৈতন্য নিত্যানন্দ ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত করে সদা পান।
রাধা মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন ॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তা সবার বোলে নির্লজ্জ হইয়া ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপালে গেলেম আজ্ঞা মাগিবারে ॥
দর্শন করিয়া কৈল চরণ বন্দন।
গোসাঞিঁদাস পূজারী করে চরণ সেবন ॥
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
গোসাঞিঁদাস আনি গলে আজ্ঞামালা দিল ॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিল তবে গ্রন্থের প্রবন্ধ ॥

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুতলী যৈছে কুহকে নাচায় ॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থ বিবরণং
নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

* * *

গ্রন্থকারস্য।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুং।
যস্যানুকম্পয়াশ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি করে যাঁহার স্মরণ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য ॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ং।
দাতাভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥২॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥
এত চিন্তি প্রভু লৈল মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু রুইল সিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥
জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তি কল্পতরু তিহোঁ প্রথম অঙ্কুর ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট কৈল।
আপনি চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল ॥
নিজ চিন্তাশক্ত্যে মালা হয়্যা স্কন্ধময়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥
বিষ্ণু পুরী কেশব পুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ পুরী আর পুরী সুখানন্দ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
তাতে অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল তাহা কে গণিবে কত ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগে কহি শুন ইবে বৃক্ষের বর্ণন ॥
বৃক্ষের উপরে হৈল দুই দুই স্কন্ধ।
একত অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখাগণ উপজিল।
তাঁর উপশাখাগণে জগত ছাইল ॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগত ব্যাপিল কে তার করিবে লেখা ॥
শিষ্য প্রশিষ্য তার উপশিষ্যগণ।
জগত ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥

উডুম্বর বৃক্ষে যৈছে ফল সর্ব্ব অঙ্গে।
এইমত ভক্তি বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মূল স্কন্ধ শাখা প্রশাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত সমতুল।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন খানি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ডারে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্রে কুড়ায় খায় মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূল শাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম॥
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ ভূমি সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিলে সবে সকল ভুবন॥
একলে মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলে বা কত ফল উঠায়া বিলাব॥
একলে উঠায়া দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলে যে মালী আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এত ফল আর কি করিব॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অক্ষয় ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগত ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি॥
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি।
ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি করে পর উপকার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়ে পঞ্চবিংশঃ শ্লোকে সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥৩
মালী মনুষ্য আমি নাহি রাজ্য ধন।
ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন॥
মালী হঞা বৃক্ষ হল্যাম এই ত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়ে চতুর্বিংশঃ শ্লোকে সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যু-
পজীবিনাং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি-
নার্থিনঃ॥৪॥
এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দি হৈলা বৃক্ষ পরিবার॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্রচ।
কর্ম্মণা মনসাবাচা তদেবমতিমান্ ভজেৎ॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
প্রেম ফলাস্বাদে মত্ত ব্যাপিল সকল॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মত্ত হৈল সর্ব্বলোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেম ফল।
নিরবধি মাতি রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেম মত্ত লোক বিনা নাহি দেখে আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥
এই ত কহিল প্রেম ফল বিবরণ।
ইবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্থ।

শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজ মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদেষাং শ্বাপিতগন্ধভগ্ভবেৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এ মালির এ বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এতে শুন মুখ্য শাখার নাম বিবরণ ॥
চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদ্চয়।
লঘু গুরু ভাব কার না হয় নিশ্চয় ॥
যে যে মহান্ত তা সবার করিল গণন।
কেহ নাহি করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম ॥
অতএব তা সবার পদে নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্থ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেম ফল প্রদান্ ॥২॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগত বিদিত ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥
দুই শাখার উপশাখায় সবার গণন।
যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা না জানে দেবী দেবা ॥
শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম এক বড় শাখা।
তার পরিকর তার শাখা উপশাখা ॥
আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দেবীভাবে নাচেন ঈশ্বর ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তিহোঁ লক্ষীরূপা তাঁর সম অন্য নাই ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখা লেখা ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥
মহাপ্রভু গায়েন যাঁহার নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচো তবে মোর সুখ ॥
প্রভু বলেন তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ যদি পাখা।
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাতি যিহোঁ সত্যভামার স্বরূপ ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন।
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কুথন ॥
দুই জনে খটপটি লাগয়ে কোন্দল।
তার প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তার শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর ॥
তাহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বার মাসি ॥
সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপ্ত করিয়া ॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার ॥
সে সব সামগ্রী আগে করিয়া বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার স্মরণে হয় সর্ব্ব বন্ধ নাশ ॥
চৈতন্যপার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যারে কহে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা গাঢ় প্রেম চণ্ড।
প্রভুর উপরে যিহোঁ করেন বাক্য দণ্ড ॥

দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তারে পাঠাইল নদীয়া॥
তাহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভু পাদ উপাধান যার নাম বিদিত॥
সদাশিব পণ্ডিত যার প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যার ঘরে বাস॥
নৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তার নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥
নারায়ণ পণ্ডিত শাখা এক বড় উদার।
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আর॥
শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দিয়টি ধরেন যবে প্রভু করে নৃত্য॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান।
যার অন্ন কাড়ি খাইল শ্রীভগবান॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥
বসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া॥
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহে লয়ে অপতিত॥
তাহার অনন্ত গুণ কহিয়ে দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যারে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তারণে যার নাহিক ভ্রুভঙ্গ॥
তিঁহ সিদ্ধ পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিলেন মহাপ্রভু মহা কুতূহলে॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার॥
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥
শ্রীমানসেন প্রভুর ভক্ত প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলে পথে পালন করিয়া॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে।
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে॥
সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখি নির্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবির্ভাব।
ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক স্বভাব॥
আস্বাদিল এ সব রস সেন শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ॥
শিবানন্দের উপশাখা তার পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর॥
চৈতন্য দাস রামদাস আর কর্ণপুর। *
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥
বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তার নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥
খোলা বেচা প্রভুর শ্রীধর প্রিয় দাস।
যাহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥

---

* ইঁহার নাম পরমানন্দ দাস। কর্ণপুর উপাধি।

প্রভু যার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যার ফুটা লোহ পাত্রে প্রভু পিল জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান পণ্ডিত।
যার দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়
ব্যাকরণে দুই শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী পণ্ডিত তিঁহো বিখ্যাত জগতে।
স্বর্ণ মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে॥
শ্রীচৈতন্য অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম তিঁহো আজ্ঞাকারী সেবক প্রধান॥
গরুড় পণ্ডিত লয়েন শ্রীনাম মঙ্গল।
নামবলে বিষ যারে না করিল বল॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রুর বলি প্রভু তারে কৈল পরিহাস॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইলে প্রভু হৈতে॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেম ফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥
কুলীনগ্রামী সত্যরাজ আর রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্য ভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন।
প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥
অনুপম শ্রীরূপ আর শ্রীসনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিম গণন॥
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥
মালির ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সকলি ছাইল॥
আদি সিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয়॥
দুই শাখার প্রেম ফলে সকল ছাইল।
প্রেম ফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্র দৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি পূজার প্রচার॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাতে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥*
এই ত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের কৈল দরশনে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকট রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত অন্তর বাহির।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অপর কথন।
পল দুই মাঠামাত্র করে ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম।
সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের নাম সে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন॥
মানসার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥

---

* পর্ব্বতের অত্যুচ্চ তট হইতে পতনের নাম ভৃগুপাত।

তাহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেইরূপ রঘুনাথ প্রভু সে আমার ॥
ইহা সবার যৈছে মহাপ্রভু মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥
সঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথরুদ্র উপশাখায় লেখা ॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কপার ভাজন।
যার কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥
জগন্নাথ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে যেহোঁ কৈল গঙ্গাবাস ॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর ॥
শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি মিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান ॥
সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশ শ্রীপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম শ্রীজগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস ॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর শারঙ্গ দাস ॥
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
যোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তাতে কৈল বাঁশী ॥
প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়েতে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা ॥
শ্রীরাম দাস মাধব বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব রঘুনন্দন।
মাধব আচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥
নবদ্বীপের ভক্তের কৈল সঙ্ক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না হয় গণন ॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভুর সেবা কৈল বহু রঙ্গে ॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সঙ্ক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব গণন ॥
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধিক প্রভুর মর্ম্মি দুইজন ॥
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ॥
ইত্যাদিকে পূর্ব্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথমে মিলন।
সেই ভক্তগণের ইবে করিয়ে গণন ॥
বড় শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তার স্বসাপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥
আলিঙ্গন করি তারে বলিলা বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥
রামানন্দ রায় ভট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র ॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওঢ্র শিবানন্দ ॥
ভগবান আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতি আর মুরারি মাহিতি ॥
মাধবী দেবী শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি ॥
ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর ॥
তার সিদ্ধিকালে দোঁহে তার আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিল দোঁহাকারে ॥
অঙ্গ সেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখে আগে সঙ্গে কাশীশ্বর ॥
অপরশ যায় প্রভু মনুষ্য গহল।
লোক ঠেলি পথ করে কাশী মহাবল ॥
রামাই নন্দাই দুই প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥
বাইশ ঘড়া পানী দিনে ভরেণ রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যিহোঁ ব্রহ্মচারী ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর আশ ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন মিশ্র আর রঘু নীলাম্বর ॥
সিংহভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এ সবার নীলাচলে প্রভু সঙ্গে বাস ॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥
তাঁর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞি নিকটে রইলা ॥
তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥
এইত সঙ্খ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিগ্‌মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন ॥
একেক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপডাল তার উপডাল ॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফলফুলে।
ভাসাইল ত্রিজগত কৃষ্ণ প্রেমজলে ॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র বদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে মূলস্কন্ধে
শাখা গণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

নিত্যানন্দ পদাম্ভোজ ভৃঙ্গান্ প্রেমমধুন্মদান।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥১॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ ॥

গ্রন্থকারস্য।

তস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধঃস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥২॥
শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর ॥
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম ফল ফুলে ভরি ছাইল ভুবন ॥

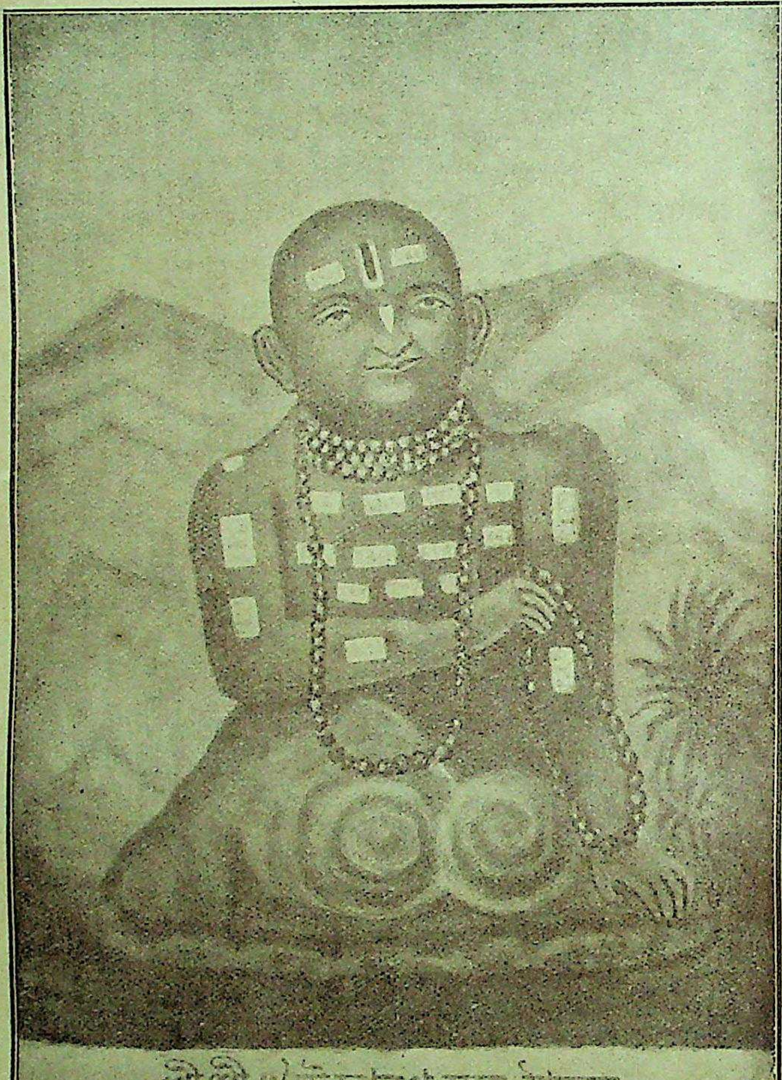

শ্রীশ্রী৺উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

[৫৩ পৃষ্ঠা।

অসঙ্খ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য কত জন ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি মূলস্কন্ধ শাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসঙ্খ্য তার লেখা ॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদ ধর্ম্মাতীত হঞা বেদ ধর্ম্মে রত ॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তিঁহ মূল স্তম্ভ ॥
অদ্যাপি যাঁহার ভক্তি প্রভাব হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায়: সকল জগতে।
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ ॥
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে হৈল গৌড়যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥
অতএব দুই গণে দুহাঁর গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেম রাশি।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশী ॥
গদাধর দাস গোপী ভাবে পূর্ণানন্দ।
যার ঘরে দান খেলা কৈল নিত্যানন্দ ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যার গানে ॥
বাসুদেব গীতে করেন প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥
মুরারি চৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সঙ্গে খেলা ॥
নিত্যানন্দেরগণ যত সব ব্রজের শাখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি হয় ॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সনে নিত্যানন্দ করে ব্রজ মর্ম্ম ॥
কমলাকর পিপিলাইর অলৌকিক চরিত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥
সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে লইতে ধরে যিহঁ শক্তি ॥
নিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমানন্দ মধ্যে ফিরেন যৈছন মন্দর ॥
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক স্মরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁর যে করে স্মরণ।
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ইহজগত পাবন।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষা ঘন ॥
নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥
বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥
রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহ পরম কিঙ্কর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর ॥
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। *
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥

---

* উদ্ধারণ দত্তও দ্বাদশ শাখার এক শাখা। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ইঁহার বাস। ইনি সুবর্ণবণিক কুলের শিরোমণি। ইনি [illegible]।

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী ॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞি ॥
নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায়।
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর ॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভু প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ বিনা নাহি জানে আন ॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর ॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরি হরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধুত পরমানন্দ ॥
বসন্ত লবণী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণুহাজরা কৃষ্ণাচার্য্য সুলোচন ॥
কংসারি সেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ কুমুদ তিন রসরাজ ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরদাস।
নৃসিংহ চৈতন্য রাম মীনকেতন দাস ॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহ করিলা রচন ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
সর্ব্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি ॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্ম পবিত্র হেতু লিখি কত জন ॥
এই সব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাল সকলে ॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে বল ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দেরগণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ স্কন্ধ শাখাবর্ণনং নামঃ একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

---(*)---

গ্রন্থকারস্য।

অদ্বৈতাঙ্‌ঘ্র্যব্জ ভৃঙ্গাং স্তান্ সারাসার
ভৃতোঽখিলান্।
হিত্বা সারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্য
জীবনান্ ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয় স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ
॥২॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার লেখা নাঞি ॥
চৈতন্য মালির কৃপা জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেম ফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণ প্রেমফলে জগত তারিল ॥
সেই জলে স্কন্ধে করে শাখার সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥
প্রথমেতে এক মত আচার্য্যেরগণে।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণে ॥
কেহত আচার্য্য আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥

আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার ॥
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াই সংস্কার করিতে ॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্য চরণ ॥
চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইলা অতি ॥
জগদ্‌গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশ নষ্ট হব দেশ ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তার গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাঞি ॥
পঞ্চবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলাচার্য্য সন্তোষ অপার ॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্য তনয়।
চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥
শ্রীগোপালদাস আর আচার্য্যের সুত।
তাহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে বড় প্রেমসুখে ॥
নানা ভাবোদ্গাম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি হরিবোলে আনন্দিত মন ॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সম্বিত ॥
দুঃখী হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
আচার্য্য দুঃখিত বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥
তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল বৈল বোল হরি হরি ॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য কিঙ্কর।
আচার্য্য ব্যবহার সব তাঁহার গোচর ॥
নীলাচলে তিহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিলা পাঠাইয়া ॥
সেই পত্রির কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রি আইল প্রভু স্থানে ॥
সে পত্রিতে লেখা আছে এই ত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন ॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখ ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
এতএব দণ্ড করি করাইব ভিক্ষা ॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইহা আজি হৈতে।
বাউল্যা বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে ॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইলা পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান ॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥
দণ্ড পাঞা হইল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান মুকুন্দ ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোক পাবে কতি ॥
এত কহি আচার্য্য তারে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল প্রভু পাশ ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদ পাত্র করিলা কমলা ॥
আমারেই কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইয়া॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুহাঁর অন্তর কথা দুহোঁ সে জানিল॥
প্রভু কহে বাউল্যাতো ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচার॥
প্রতিগৃহ কভু না করিয়ে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে॥
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখাগণের নাহি লেখা॥
বাসুদেব দত্ত তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণু দাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
নন্দনী আর কামদেব চৈতন্য দাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥
যাদব দাস বিজয় দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত শাখা কত লইব নাম॥
মালী দত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মালী পাশে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ॥
সৃজাইল জীয়াইল তারে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশশাখা শুখাইয়া মরে॥
চৈতন্য রহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম॥
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য বিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্য বিমুখ যেই তার এই গতি॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যেরগণ মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য চরণ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এই ত কহিল আচার্য্য গোসাঞিরগণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন॥
শাখার উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র করি কহি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গা মন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভগীরথ দাস।
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় ।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ প্রেমময় ॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধারণ দাস ।
জিতামিশ্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥
শ্রীহরি আচার্য্যানাদি পুরিয়া গোপাল ।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ।
রঙ্গবাটী চৈতন্য দাস শ্রীরঘুনাথ ॥
অমোঘপণ্ডিত আর চৈতন্য বল্লভ ।
যদু গাঙ্গুলি আর পরম বৈষ্ণব ॥
এই ত সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতেরগণ ।
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥
পণ্ডিতেরগণ সব ভাগবত ধন্য ।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার গণন ।
যাঁ সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন ॥
যাঁ সবা স্মরণে পাই চৈতন্য চরণ ।
যাঁ সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অতএব তাঁ সবার বন্দিয়ে চরণ ।
চৈতন্য মালীর কহি লীলা অনুক্রম ॥
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ ॥
তাঁহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন ।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখা বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

সপ্রসীদতু চৈতন্যো দেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোহপ্যয়ং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীবাস ।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত ।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥
জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ ।
সবার প্রেম জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখ বন্ধ ।
ইবে কহি চৈতন্য লীলাক্রম অনুবন্ধ ॥
প্রথমেত সূত্ররূপে করিয়ে গণন ।
পাছে বিস্তার করিব তার বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী ।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস ।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে ।
কৃষ্ণপ্রেম লীলামৃতে ভাসাল সকলে ॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদি লীলাখ্যান ।
মধ্য অন্ত্য নামে শেষ লীলার দুই নাম ।
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত ।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর ।
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া ।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ !
অতএব আদ্যখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য ।

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন পূর্ণিমাং ।

যস্যাং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণ
নামভিঃ ॥২॥

তত্রৈব গ্রন্থকারস্য।

বৈবস্বতমনোরষ্টবিংশতিযুগ সম্ভবে।
চতুর্দ্দশ শতাব্দেবৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে ॥
ভাগীরথীতটে রম্যে শচী গর্ভ মহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো
ভবেৎ ॥৩॥

ফাল্গুনপূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরি নাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥
বাল্য ভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন ॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধু জন ॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি ॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ॥
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যানে ॥
সূত্র বৃত্তি টীকা কৃষ্ণের তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় সবার আশ্চর্য্য ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ নামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম ॥
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥
চব্বিশ বৎসর ঐছেন নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্ব লোকে কৃষ্ণ প্রেম নামে ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তি নিরন্তর ॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলা মুখ্যধাম।
শেষে অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিক্ষাইল আস্বাদন ছলে ॥
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণ বিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন ॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই মত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে ॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্রজীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তিহোঁ নাহি পায় অন্ত ॥
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥
প্রভুর লীলামৃত তিহোঁ করিলা আস্বাদন।
তাঁর ভক্ত শেষ কিছু করিব চর্ব্বণ ॥
আদিলীলা সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক না যায় লিখন ॥

কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার ।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার ॥
আগে অবতারিল যে গুরু পরিবার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী ।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস ।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম ।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান ॥
সপ্তমিশ্র তার পুত্র সপ্তঋষীশ্বর ।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর ।
নন্দ বসুদেব পূর্ব্বে সদ্‌গুণ সাগর ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী ।
যাঁর পিতা লীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥
অসংখ্য ভক্তের করাইয়া অবতার ।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ ।
অদ্বৈতাচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥
গীতাভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি ।
জ্ঞানকর্ম্মনিন্দা করে ভক্তির বড়াঞি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাখ্যান ।
জ্ঞানযোগে তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবগণ ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নাম সংকীর্ত্তন ॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণবহির্মুখ ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুঃখ ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন ।
কেমনে এ সর্ব্বলোকের হইব তারণ ॥
কৃষ্ণ অবতারি করেন ভক্তির বিস্তার ।
তবেত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার ।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে ।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ ॥
তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম ।
মহাগুণবাণ নাম বলদেব ধাম ॥
বলদেব প্রকাশ পরব্যোম সঙ্কর্ষণ ।
তিঁহো বিশ্বের হয় নিমিত্ত উপাদান ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর ।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ে
পঞ্চবিংশতিঃ শ্লোকে পরিক্ষিতং প্রতি
শুক বাক্যং ।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতিহ্যনন্তে জগদীশ্বরে ।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ
যথাপটঃ ॥৪॥

অতএব প্রভু তাঁরে বলে বড় ভাই ।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন ।
বিশেষে সেবন করেন গোবিন্দ চরণ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে ।
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥
মিশ্র কহে শচী স্থানে দেখি অন্য রীত ।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ গেহ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান ।
ঘরে পাঠাইয়া দেন ধন বস্ত্র ধান ॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে ।
দিব্য মূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন দেখিল ।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে ।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥
এত বলি দুহেঁ রহে হরষিত হঞা ।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক করে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমি অবতরী॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলী।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিগ নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

যথা রাগ।

নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥
এইমত ভক্ত যতি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
আচার্য্য রত্ন শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা দ্রব্য পাত্র ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা জ্যোতি, দেখি বালকের
মূর্ত্তি, আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করেন দর্শন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা
গায়, সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদপূর্ণিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
তরাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক আইল কত, ঘরে বা আছিল যত,
বিষ্ণুপ্রীতে বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্য রত্নের পত্নী সঙ্গে।

সিন্দুর হরিদ্রা জল, খই কলা নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ সঙ্গে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগতপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী ।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার
লঞা, দেখিতে বালক শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজত মুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কড়ি পট্টসূত্র ডোরী,
হস্ত পদের যত আভরণ ।
চিত্রবর্ণ পট্ট শাড়ী, ভুনী থোপ পট্ট পাড়ী,
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা বহু ধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী
চেড়ি, বস্ত্রালঙ্কার পেটারী ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য যোগ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহু ভার,
শচী গৃহে হৈল উপনীত ।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময় ।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখে পাইল বড়
প্রীতি, বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু অশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই ।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল
চিত্তে, ডরে নাম থুইল নিমাই ॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি ।
শচী মিশ্রে পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোকে মান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণু-প্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিলা মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিব সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচী ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ॥
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃত খনি, পিয়ে বিষগর্ত্ত পানী,
জন্মিয়া সে কেন নাঞি মৈল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস ।
ইহাঁ সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজ ধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্ম মহোৎসব
বর্ণনং নামঃ ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য বিংশতিঃ বিলাসে
প্রথমঃ শ্লোকঃ ।

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ।
বিস্মৃতঞ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্য মমুং
ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হইলা শচীপুত্র॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
ইবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

বন্দে চৈতন্য কৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং
মনোহরাং।
লৌকিকমপি তামীশচেষ্টয়া
বলিতান্তরাং॥২॥

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ॥
গৃহের দুইজন দেখি লঘু পদচিহ্ন।
তাহাতেই ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে হইল বিস্ময়।
কাঁর পদ চিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তিঁহ মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে॥
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্গে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে তাঁর চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রেখেছি লিখিয়া॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ॥
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষ্মণ॥

তথাহি সামুদ্রিকে তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো
মহান্॥৩॥

নারায়ণের চিহ্ন যুক্ত হস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকে করিবে তারণ॥
এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার।
ইহাঁ হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নামকরণ॥
সর্ব্বলোকের করিবে এই ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এইত কারণ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানু চংক্রমণ। *
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম॥
তবে কতদিনে কৈল পদ চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি কৈল বিবিধ খেলন॥
এক দিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিল বৈল খাওত বসিয়া॥
এত বলি গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে॥
লুকাঞা লাগিল শিশু মৃত্তিকা খাইতে।
দেখি শচী ধাঞা আইল করি হায় হায়।
মাটী কাড়ি লই বৈল মাটী কেনে খায়।
কান্দিয়া বলেন শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটী খাতে দিলে মোরে কিবা দোষ॥
খই সন্দেশ অন্ন যতেক মাটীর বিকার।
ইহ মাটী সেহ মাটি কি ভেদ বিচার॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিত শচী বর্ণিত তাহারে।
মাটী খাতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে॥
মাটীর বিকারান্ন খালে দেহ পুষ্টি হয়।
মাটী খালে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটীর বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটী পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানী॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখালে মোরে॥
ইবে সে জানিল আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে তবে তোমার স্তন পিব॥

---

* হাটু দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পাশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল অনিবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥
চোরে লঞা গেল প্রভু বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥
ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে॥
শিশুগণ লয়ে পাড়াপড়সীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন॥*
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেন পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু জানি নিজ দোষ॥
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখে করয়ে ক্রন্দন॥
নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হয় এই তোমার জননী॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিলা গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যারে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুল মালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥

ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাই।
গ্রাম সম্বন্ধে হও আমা সবার ভাই॥
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতা সাজ না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন ধান্যবান।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান।
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া॥
যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি সতিনী॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
কোন কিছু জানে কিবা দেবাধিষ্ঠ হয়॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কার মনে নহে সবে সুখ পায়॥
এক দিন বল্লভাচার্য্য কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈলা অভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন॥
সাহজীক প্রীত দুহাঁর করিল উদয়।
বাল্য ভাবে ছন্ন তনু হইল নিশ্চয়॥
দুহাঁ দেখি দুহাঁর চিত্তে হইল উল্লাস।
দেব পূজা ছলে কৈল দোঁহে পরকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভিপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়ে
একোনবিংশতি শ্লোকে শ্রীকাত্যায়নী

---

* তিরস্কার, ভৎর্সনা।

ব্রতপরাঃ গোপীঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং
মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো-
ভবিতুমর্হতি ॥৪॥

এইমত লীলা দুহেঁ করি গেল ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে ॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্ব জন।
শচী জগন্নাথ দেখি হন ওলাহন ॥
এক দিন শচী দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে গেলা পলাইয়া ॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব বিশ্বম্ভর ॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুইলা।
গঙ্গা স্নান যাই কর অপবিত্র হইলা ॥
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল স্নান ॥
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন।
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে ॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্ ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন ॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশু শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকেহ স্তুতি করে অনুমান করি ॥
মিশ্র বলে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই ॥
এক দিন মিশ্র পুত্রে চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া ॥
রাত্র্যে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥
মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন তাড়ন কর পুত্র করি মান ॥
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিক্ষালে কৈছে জানিবে ধর্ম্ম মর্ম্ম ॥
বিপ্র কহে এই যদি দেব সিদ্ধ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥
মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রকে শিক্ষণ ॥
এইমতে দুঁহে করেন ধর্ম্ম বিচার।
শুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥
এত শুনি দ্বিজ গেল হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈল পরম বিস্মিত ॥
বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়িল আনন্দ ॥
কতদিনে মিশ্রপুত্রে হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল ॥
বাল্যলীলা সূত্র এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি বিস্তারিয়া ভয়ে না কহিল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে বাল্যলীলা
সূত্রগণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কুমনাঃ সুমনা স্বং হি যাতি যস্য
পদাব্জয়োঃ।

সুমনোঽর্পণ মাত্রেণ তং চৈতন্যং প্রভুং
ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য কৃষ্ণস্যাতি
সুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥২॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল বৃত্তি সূত্রগণ ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥
অধ্যয়ন লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥
একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥
মাতা বলে তাহি দিব যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি বিবাহ দিতে কৈল মন ॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইয়া।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥
শুনি মিশ্র পুরন্দরের দুঃখি হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন ॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥
আমিত করিব তোমা দুহাঁর সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা মাতার মন ॥
এক দিন নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া ॥
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানী।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা ॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে ॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি ॥
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দুহাঁর বাড়িল হৃদিশোক ॥
বন্ধু বান্ধব আসি দুহাঁ প্রবোধিলা।
পিতৃক্রিয়া বিধিমত ঈশ্বর করিলা ॥
কত দিনে প্রভু কিছু করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম ইবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে সপ্তমাঙ্কে ভট্টস্য ধৃতাস্মৃতিঃ।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণীগৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্
সমশ্নুতে ॥৩॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥
পূর্ব্ব সিদ্ধভাব দুহাঁর উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইলা ॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥
পৌগণ্ড লীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গল সর্ব্ব লোকে খ্যাত হৈল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে পৌগণ্ড লীলা-সূত্র বর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কৃপাসুধা সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদাভাতি তং চৈতন্য প্রভুং
ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

জীয়াৎ কৈশোর চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা
গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাং
জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥১॥

এইত কৈশোর লীলার সূত্র অনুবন্ধ ॥
শিষ্যগণ পড়াইতে করিল আরম্ভ ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্ব লোকের চমকিত মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয় ভঙ্গীতে করে দুঃখ নাহি হয়।
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলী করে নানা রঙ্গে ॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে করহ গমন ॥
তিঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো নাহিক সংশয় ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদন ॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
নাম সংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥
তার ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥
তাঁহা আমা সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥
প্রভুর অন্তর লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠান কাশীপুরী ॥
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত ॥
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥
প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ॥
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥
অন্তরে জানেন প্রভু যাতে অন্তর্য্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি।
ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন জন।
তত্ত্বজ্ঞানে কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥
শিশুগণ লয়ে পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥
বৃন্দাবন দাস ইহার করিয়াছে বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ গুণের বিচার ॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তথায় আইলা।*
গঙ্গারে বন্দন করি প্রভুরে মিলিলা ॥
বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥

---

* দিগ্বিজয়ী—ইঁহার নাম কেশবাচার্য্য।

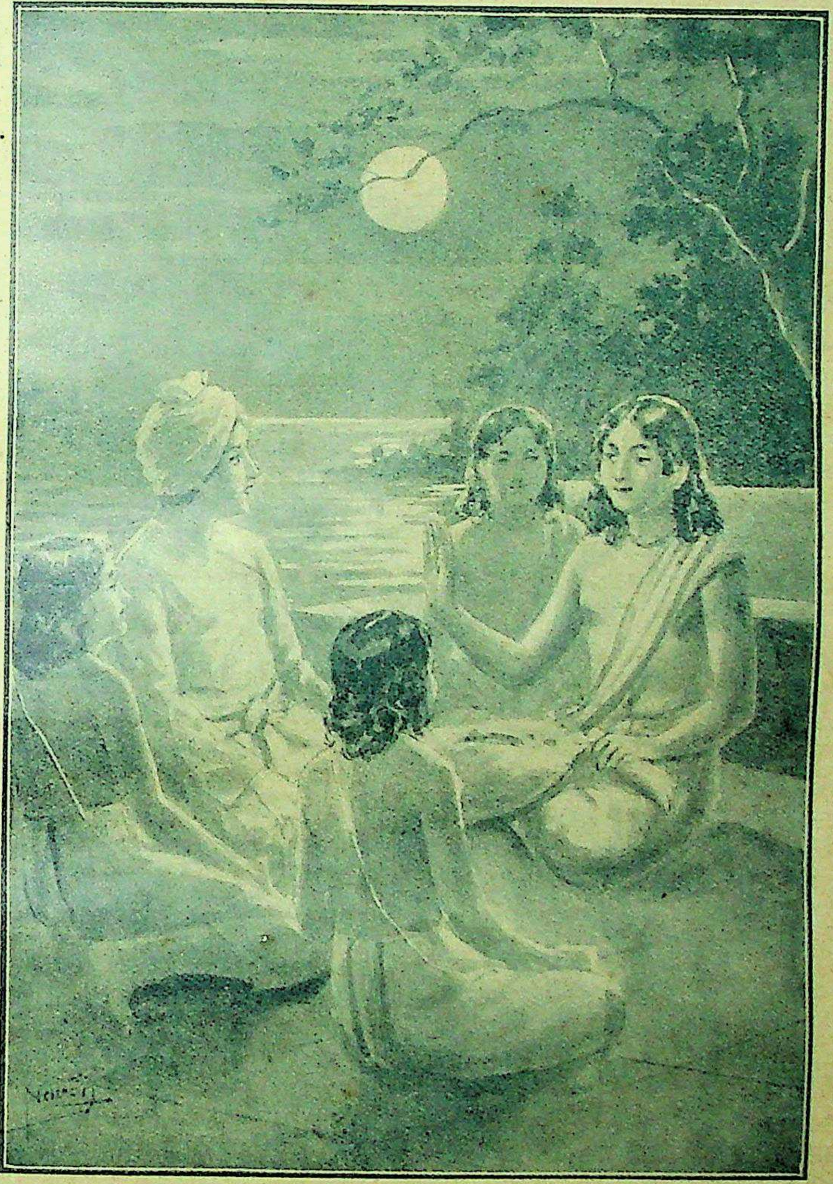

শ্রীচৈতন্য ও দিগ্বিজয়ীর বিচার।

[৬৬ পৃষ্ঠা।

ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম ।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ ॥
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি ।
শিষ্যেহ না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ ।
কাঁহা আমি সব শিষ্য পড়ুয়া নবীন ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন ।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিল ।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিল ॥*
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার ।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥
তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি ।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী ॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে ।
শুনি সব লোক তবে পায় বড় সুখে ॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল ।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভুত পড়িল ॥

তথাহি দিগ্বিজয়ী বাক্যং ।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা ।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যাশিরসি বিভবত্যদ্ভুত গুণা ॥৩॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল ।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল ।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥
প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর ।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥
শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ ।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥
প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ।
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে
ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ দোষে ॥
তাতে ভাল ভাঁতি শ্লোক করহ বিচার ।
কবি কহে যে কহিলে সেই বেদ সার ॥
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার ।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥
প্রভু কহেন অতএব পুছিয়ে তোমারে ।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ ।
তাহে এই শ্লোক দেখি বহু দোষ গুণ ॥
কবি কহে কহ দেখি কোন গুণ দোষ ।
প্রভু কহেন কহি শুন না করিহ রোষ ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার ।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার ॥
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন ।*
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনঃ দোষ তিন ॥
গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোক মূল বিধেয় ।
ইদং শব্দে অনুবাদ পশ্চাৎ বিধেয় ॥
বিধেয় আগে কহি শ্লোকে কহিনে অনুবাদ ।†
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রতলক্ষণ কথনে ত্রয়োদশাঙ্কধৃতন্যায় ।

অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ ।
নহ্য লব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয় ।
সমাসে গৌণ হৈলে অর্থ গেল ক্ষয় ॥ ‡

---

* এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোক বর্ণন করিলেন।

* যে স্থানে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে নিরূপিত না হয়, তাহা
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ কহে।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আপনি বিধেয় অর্থাৎ জ্ঞাত অ
কহিয়া পরে অনুবাদ অর্থাৎ অজ্ঞাত কহিয়াছেন, এই হে
শ্লোকের অনুবাদ ঘটিয়াছে।

‡ দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী—এই স্থলে দ্বিতীয়া শব্দ বিধেয়, সমা

দ্বিতীয় শব্দ অবিধেয় পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে শুন সাবধান॥
ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধ মতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তা হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥
বিভবতি ক্রিয়ার বাক্য সাঙ্গ পুনর্বিশেষণ।
অদ্ভুত গুণ এই পুনরাত্ত-দূষণ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
একপাদে নাহি এই ভগ্নদোষ ক্রম॥
যদ্যপি এই শ্লোক আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত॥

তথাহি ভরত মুনিবাক্যং।

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন
দুর্ভগং ॥৫॥

পঞ্চ অলঙ্কারের ইবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থ অলঙ্কার॥
শব্দালঙ্কারে তিন পাদে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী শব্দে পুনরুক্ত বদাভাস॥
প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি॥
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস॥
শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্ত বদাভাসে নহে পুনরুক্ত॥
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্ত বদাভাসে শব্দালঙ্কার ভেদ॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস।
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ॥
ইহা বিষ্ণু পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা চমৎকৃতি॥
ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস॥

তথাহি শ্রীভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদোক্ত শ্লোকঃ।

অম্বুজ-মম্বুজজাতং ক্বচিদপি ন জাত-
মম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী
জাতা ॥৬॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার বাক্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥
যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বলে সরস্বতী॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥

ৌণ হওয়াতে শব্দার্থ ক্ষয় হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দের অপ্রাধান্য-
পে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমতে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যাহা বলায় সেই বলি বাণী॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়॥
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশু দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তার মুখ আচ্ছাদিল॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা সবা নিষেধ প্রভু কবিরে কহিল।
তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজলধার।
তোমা সম কবি কোথাহ নাহি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ॥
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব করণে শক্তি তাহি সে বাখানি॥
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙি তোমার।
আজি বাসা যাহ কালি মিলিমু আরবার॥
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥
এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥
সরস্বতী রাত্রে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥
প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু করিল ইহা বিশেষ প্রকাশ॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে কৈশোর-লীলা-সূত্র বর্ণনং নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম প্রজল্পকাঃ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৈশোর লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

বিদ্যা সৌন্দর্য্য সদ্বেশ সম্ভোগ নৃত্য কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনাম প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে॥২॥

যৌবনে প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ মাল্য চন্দন॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥
বায়ু ব্যাধি ছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস॥
তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথায় মিলন॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন॥

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়ভুজ দর্শন ॥
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ বেণুধর ॥
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গে বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুই হস্তে চক্র ॥
তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাস পূজন।
নিত্যানন্দবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥
তবে শচী দেখিল রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ॥
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥
তবে সপ্ত প্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে।
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশ বিলাসে দ্বিচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বৃহন্নারদীয়ং।

হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৩॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত্ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন বার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত এবকার ॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে।
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাবে ॥
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করি ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্তং পদ্যং।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৪॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্ব লোক।
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥
এক দিন বিপ্র নাম গোপালচাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥
ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥
মদ্য ভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাত দেখিলা ॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥

তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥
তিন দিন বহি সেই গোপালচাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
কুষ্ঠ ব্যাধিতে হঞাছো পরম ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধ মন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু সঞ্চার॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপীর দুঃখভোগে না যায় পরাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামেতে আইলা॥
তবে সেই পাপী প্রভুর হইল শরণ।
তাঁর কৃপায় হৈল তার পাপ বিমোচন॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোমার হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বার কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে॥
ফিরি গেল বিপ্র ঘর মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গার লাগ পাঞা॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছো
মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ॥
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভু পরম উল্লাস॥
প্রভুর শাপ বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥
মুকুন্দ দত্তের কৈল দণ্ড প্রসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ॥
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখ মতি॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রামগুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম॥
শ্রীধরের লোহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টমন্ত্র দান॥
হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবায় নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান॥
জ্ঞানকর্ম্মে যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে
বিংশতিঃ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি কৃষ্ণবাক্যং।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম
উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৫॥

মুরারিকে কহে প্রভু কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি তবে কহিতে লাগিলা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরুক্মিণী প্রেরিত ব্রাহ্মণ বাক্যং।

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥৬॥

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিল ফলিতে।
পাকিল অনেক ফল সবাই বিস্মিতে।
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥
রক্ত পীতবর্ণ নাহি অষ্ঠীবল্কল।
একজনের পেট ভরে খাইলে এক ফল॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥
অষ্ঠীবল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥
এইমত প্রতি দিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥
এই মত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥
এক দিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ সহস্র নাম পড় শুনিতে মন হৈল॥
পড়িতে আইল তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গুণধাম॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ আবেশে দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥
লোক ভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায় মোর হয় অপরাধ॥
শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥
এত বলি শ্রীবাস তাঁর করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইল আপন ভবন॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায়॥
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইল মাগিতে।
প্রভু নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে॥
আর দিন জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কি আছিল পূর্ব্ব জন্মে আমি কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়॥
পরমতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥
বলিতে না পারে কিছু মৌন হইল॥
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি পরম আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥

পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সে রূপ।
দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥
প্রভু হাসি কহে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়ালা॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলাম আমি ব্রাহ্মণ ছাওয়াল॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার॥
যে হও সে হও তুমি তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার।
একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিলা।
মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জল পান করিয়া নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখেন সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সবে মেলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল॥
এই মত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর॥
নাগরীয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরিধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সব কৈল নিবেদন॥*
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল প্রকট কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে উদ্যম চালায় কার বল জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইনু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি সে লইমু॥
এত বলি কাজী গেল নগরীয়া লোক।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন॥
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥*
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচেন আচার্য্য পরম উল্লাস।
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন চৈতন্য কৃপাবলে॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা॥
তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
ঔদ্ধত্যে লোক কাজীর ভাঙ্গে ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥

---

* কাজী—বিচারপতি। ইহার নাম "চাঁদ কাজী" ইনি গৌড়ের নবাবের দৌহিত্র।

* মণ্ডন—সুসজ্জিত।

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা॥
দূরে হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলেন আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত।
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া॥
তোমা শান্ত করাইতে রইনু লুকাইয়া।
এবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।
এই মতে দুঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তব স্থানে।
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাবী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপাজয় তাতে তেহোঁ পিতা॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন ধর্ম্ম।
কোন বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ ভেদ।
নিবৃত্তি মার্গ জীব মাত্র বধের নিষেধ॥
প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দু মাত্র না করে গোবধ॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা বাণী॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।*
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥

তথাহি মলমাসতত্ত্বে সংন্যাস নিষেধ বিচারে ধৃতো
ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য পঞ্চাশীত্যধিক-
শতাধ্যায়েস্থাশীত্যধিক শতঃ শ্লোকঃ।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধ রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার সহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে প্রভু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমাধ নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্য গীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী।
তবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥

---

* জরদ্গব—প্রাচীন গো, বৃদ্ধ গো।

কাজী বলে সবে তোমায় বলে গৌরহরি ।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন ।
প্রভু বলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয় ।
স্ফুট করি কহ তুমি না করহ ভয় ॥
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া ।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর ।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি ।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে ।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস করিমু তোরে ক্ষয় ।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত ।
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণঘাত ॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু ।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু ॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয় ।
এই দেখ নখ চিহ্ন আমার হৃদয় ॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল ।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল ।
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আইল ॥
আসি কহে গেলু মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে ।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥
তাহা দেখি রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা ।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিয় ঘরে রহত বসিয়া ॥
তবে নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন ।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার ।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি ॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল ।
পাৎসাহা শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল ।
হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল ॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥
ম্লেচ্ছ বলে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ।
কেহ কেহ কৃষ্ণ দাস কেহ রামদাস ॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি ।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি ।
ইচ্ছা নাহি তবু বোলে কি উপায় করি ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি ত এইমতে ।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হইতে ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন ।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল ।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি ।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ ।
তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যজ্ঞ আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাঞি পণ্ডিত ।
গয়া হৈতে আসিয়া চালাল বিপরীত ॥
উচ্চ করি গায় গীত দেই করতালী ।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায় ।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥
নগরীয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ ॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বলায় গৌরহরি ।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার ।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীজ হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাঞি বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে।
সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজীরে ছুইয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥
হরিকৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান তুমি বড় পুণ্যবান॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ধরি বলে প্রিয় বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥
কাজী কহে মোর অংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিল আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥
শ্রীবাস পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥
মৃত পুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥
তবেত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজ রূপ দর্শন॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল॥
আবেশেতে মহাপ্রভু বংশী ত মাগিল।
শ্রীবাস কহে বংশী তব গোপী হরে নিল॥
শুনি প্রভু বোল বোল বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন লীলারসে॥
প্রথমে ত বৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥
তবে বোল বোল প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা সবার সঙ্গে যৈছে বন বিহরণ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতু লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলী কথন॥
বোল বোল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাস বিলাস॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রভু যাতে আপনে কৈলা॥
কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥
এক দিন মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥
চরণের ধূলি সেহ লয় বারবার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল॥
বিজয় আচার্য্য ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা॥
এক দিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥

এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি লাগিলা বলিতে॥
কৃষ্ণ নাম না লও কেনে কৃষ্ণ নাম ধন্য।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া প্রভু পাছে পাছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়॥
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া সভারে॥
পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে এক ঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহা যাই॥
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ারগণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্ম ভয় নাই॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কার না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাঁহা তাহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা সবার অব্যাহতি॥
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়ালে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য কবিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশবভারতী আইল নদীয়া নগরে॥
প্রভু তারে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন॥
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্য্যামী।
যে কহ সে করিব স্বতন্ত্র নাহি আমি॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহাঁ যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য॥
এই আদ্যলীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেম রস আস্বাদিতে।
রাধা ভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
গোপিকা ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপ বেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥

তথাহি ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে ত্রয়োদশঃ শ্লোকে সূর্য্য-
পত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখা বাক্যং।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুষোভাবস্য কস্তাং
কৃতীং; বিজ্ঞাতু ক্ষমতে দুরূহ পদবী
সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপিতনুং তস্মিন্
ভুজৈর্জিষ্ণুভির্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুত
রুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতিঃ ॥৮॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট॥
দূরে হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জ ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।*
লুকাইতে নারিলা তাহে হইল বিরস॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহেন ইহোঁ নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি সবে তাঁরে করে নতি স্তুতি॥
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিল দরশন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব॥

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ সন্ততাশ্রব কেশবা কথনে
সপ্তত্রিংশাঙ্কানন্তর ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীরূপ
গোস্বামি বাক্যং।

রাসারম্ভ বিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষী-
গণৈঃ, দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধরধিয়া
যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া
রক্ষিতুং, সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥

এই ব্রজেশ্বর ইহাঁ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত ইহাঁ চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব ইহাঁ নিত্যানন্দ ভাই॥
বাৎসল্য দাস্য সখ্য তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায়॥
প্রেমভক্তি দিয়া তেহোঁ ভাসাল জগতে।
তাঁর চরিত্র লোকে না পারে বুঝিতে॥
অদ্বৈত্য আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারী কৈল ভক্তি প্রচার॥
সখ্য দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন॥
পণ্ডিত গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ॥
তিহোঁ শ্যাম বংশীমুখ গোপ বিলাসী।
ইহোঁ গৌড় কভু দ্বিজ কভু ত সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপী ভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ চৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার॥
তর্কে ইহা নাহি জানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ স্থায়ীভাবলহর্য্যাং
ঊনপঞ্চাশদঙ্কধৃত প্রভাসখণ্ড বচনং।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য
লক্ষণং ॥১০॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ॥

---

* সাধ্বস—ভয়।

প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ॥
অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার॥
তাথে আদিলীলায় করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তিহোঁত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য করণ॥
তঁহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রচারণ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল কারণ।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ রস আস্বাদন॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান॥
অষ্টমে চৈতন্যলীলা বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণ নামের মহা মহিমা কথন॥
নবমেতে ভক্তি কল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ॥
দশমেতে মূল স্কন্ধের শাখাদি গণন।
সর্ব্ব শাখাগণ যৈছে ফল বিতরণ॥
একাদশে নিত্যানন্দ শাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণন॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ।
কৃষ্ণ নাম সহ যৈছে প্রভুর জনম॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলা কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সঙ্ক্ষেপ কথন॥
ষোড়শপরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবন লীলা কহিল বিশেষ॥
এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ পরম চরিত।
সঙ্ক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেস যাঁর নাহি পায় অন্ত॥
যেই যেই অংশে কহে সেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস-আর শ্রীজীব চরণ॥
শিরে ধরি বন্দ নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্যখণ্ডে যৌবনলীলা
সূত্রবর্ণনং নামঃ সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

আদিলীলা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

অথ গ্রন্থকারস্য শ্লোক চতুষ্টয়ং।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং
ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান
সম্প্রসীদতু ॥১॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ
সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতি।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥
শ্রীমান্-রাসরসারম্ভী বংশীবট তটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপী-গোপীনাথ
শ্রিয়েস্তুনঃ ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তাঁর আমি সূত্র মাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না হয় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্র মাত্র লিখিব।
তাহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাহার চরণ।
শেষ লীলার সূত্র ইবে করিয়ে বর্ণন ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা তার আদিলীলা নাম।
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ॥
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ॥
তাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম ॥
শেষ লীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলা ভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয় ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥
তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥

আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা সার।
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়ে বিস্তার ॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ প্রেমোদ্দাম।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের প্রিয় যিহোঁ লওয়াইল সংসার ॥
চৈতন্য গোসাঞি যারে বলে বড় ভাই।
তিঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥
যদ্যপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান ॥
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥
এইমত লোকে চৈতন্য ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দুক সবারে নিস্তারিল ॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্ব তীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তি গ্রন্থ সার।
মূঢ় অধম জনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় সব শাস্ত্রে শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ়ভক্তি করিল প্রচার ॥
হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপ গোসাঞি কৈল যত কে করু গণন ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বল নীলমণি আর ললিতমাধব ॥
দানকেলী কৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশলীলা ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন ॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাহি ॥
শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন পার ॥
গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস পূর ॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥
প্রথম বৎসর অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন ॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারি মাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস ॥
বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥
প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈল গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর ॥
নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহাঁ এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥

তথাহি পদং।

সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।

যাহা লাগি মদন দহনে দহি গেনু ॥
এই ধূয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চর্তুর্থাঙ্কধৃতং
তথা পদ্যাবল্যাং ত্রিশতাধিকাশীত্যঙ্কধৃতঞ্চ
কস্যচিৎ নায়িকায়া বচনং।

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব
চৈত্রক্ষপা,
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার
লীলাবিধৌ,
রেবারোধসিবেতসি তরুতলে চেতঃ
সমুৎকণ্ঠতে ॥২॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাহারে মিলিতে ॥
হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে এই না যান তিন জন ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।*
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম ॥
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক
পাইলা ॥
শ্লোক পড়িয়াছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিল কেমনে ॥
এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥
প্রভু কহে তাহে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥
যোগ্য পাত্র হয়ে গূঢ় রস বিবেচনে।
তুমি কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে ॥
এ সব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সঙ্ক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি চরণৈঃ উক্তোহয়ং শ্লোকঃ।

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র
মিলিত, স্তথাহয়ং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ
সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায়
স্পৃহয়তি ॥৩॥

এই শ্লোকের সঙ্ক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন ॥
শ্রীরাধিকার কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তন্তু ভাবেন ঐছন ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপ বেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে
পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গোপীবাক্যং।

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ বোধৈঃ।

---

* উপলভোগ—বাল্যভোগ, প্রাতর্ভোগ।

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনুস্যদিয়াৎ সদা নঃ ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ভক্তগণ-বাক্যং।

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ
সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যুচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥৫॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করিয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে॥
ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিয়া।
রূপ গোসাঞি শ্লোক কৈল লোকে
বুঝাইয়া॥

তথাহি ললিতমাধবে দশমাঙ্কে একত্রিংশঃ শ্লোক
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ।

যা তে লীলারস পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতিবৃতা মাধুরী
মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীভাব মুগ্ধান্তরাভিঃ,
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণু
বিহারং ॥৬॥

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ॥
রাধিকা উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।*
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে॥+
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষ লীলার বিধান করিল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে
কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তাঁর কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
সন্ন্যাস করি প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈলা তাঁরা রাত্রে সংকীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণের তাহাঁ করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥
পথে নানা লীলা সব দেব দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন॥
ক্ষীর চুরি কথা সাক্ষীগোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হঞা পরিলা ভূমিতে॥
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখাইল॥
তবেত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥
জিয়ড় নৃসিংহে কৈলা নৃসিংহ স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন॥
গোদাবরী তীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদি স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥
তবেত পাষণ্ডীগণে করিল দলন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস॥

---

* উন্মাদ—অত্যধিক আনন্দ, অতি বিপদ, অতিশয় বিরহাদি জনিত হৃদ্‌ভ্রম।

+ উদ্‌ঘূর্ণা—নানারূপ বিসদৃশ বিলক্ষণ চেষ্টা।

শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য প্রেমে হৈলা বিস্মিত ॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভুর শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য গীত কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে ॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রাম জপি বিপ্রমুখে কৃষ্ণ নাম প্রচার ॥
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন ॥
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার ॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধ স্নান রামেশ্বর দরশন ॥
তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ তাহাতে লিখন ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিয়া ॥
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণ মিলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥
অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥
ভক্তসঙ্গে দিন কত তাহাঞি রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল ॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচল আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥
সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥
রাজ আজ্ঞা লঞা তিহোঁ আইলা কত দিনে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে ॥
কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন ॥
দামোদর স্বরূপ মিলন পরম আনন্দ।
শিখিমাহাতি মিলন রায় ভবানন্দ ॥
গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন ॥
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন ॥
সবা সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী।
সাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক সাঠী।
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগন।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন।
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান।
প্রভুর চরণ দেখি হৈল অন্তর্দ্ধান ॥*
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈহ প্রভু সবারে লইয়া।
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥

---

* শিবানন্দের সহিত একটী কুক্কুর আসিয়াছিল, প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন মাত্রেই তাহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়।

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি ।
হোরাপঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল ॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ।
প্রতাপ রুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥
পুরী গোসাঞি সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ ।
রামানন্দ রায় আইল ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥
আদি বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা ।*
প্রভুরে দেখিতে লোক সঙ্ঘট্ট হইলা ॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ।
লোক ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম ॥†
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥
কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ।‡
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে ।
অপরাধ ক্ষমি তায়ে দিল কৃষ্ণ প্রেমে ॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ ।†
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥
কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল ।
নির্ব্বৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥
পথে দুইদিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী ।
মধ্যে মধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥
রত্ন বন্ধ ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল ।
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জল ॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা ।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত হৈল বান্ধিয়া ॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে ।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইল বিস্মিতে ॥
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া ।
জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া ॥
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন ।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥
যাঁহা যায় প্রভু তাহা কোটিসংখ্য লোক ।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণে পড়য়ে চলিতে ।
মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম ।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥
গৌড়াধ্যক্ষ যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া ।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া ॥

---

* উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রকালী নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌরচন্দ্র কুমারহট্ট নামক গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে বাস করেন। বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপনিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা।

† কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী। গৌরচন্দ্র এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া মাধব দাসের বাটীতে অবস্থান করেন।

‡ দেবানন্দ একজন মহাজ্ঞানী ভাগবত শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত। ইঁহার বাস নবদ্বীপ। ইনি ভাগবতাধ্যায়ী হইয়াও ভক্তিবর্জ্জিত ছিলেন। চৈতন্য অবতারের পূর্ব্বে একদা শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবত শ্রবণার্থ দেবানন্দের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হন; তথায় ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেমে তাঁহার চৈতন্য লোপ হয়। ছাত্রেরা তাঁহাকে সেই অচেতনাবস্থাতেই বাহিরে ফেলিয়া দেন; ইহা দেখিয়াও দেবানন্দ তাহাদিগকে নিষেধ করেন নাই। ইহা অবগত হইয়া বিশ্বম্ভর দেবানন্দকে তিরস্কার করেন। পরে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তর কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর সমীপে উপস্থিত হন। এই প্রকার প্রবাদ যে, ভক্তসঙ্গ নিবন্ধন দেবানন্দের আশু প্রেমভক্তির উদয় হয়। তখন চৈতন্যদেব দেবানন্দকে ভাগবতের ভক্তিপক্ষের অর্থ বুঝাইয়া দেন। তদবধি দেবানন্দ ছাত্রগণের নিকট ভাগবতের ভক্তিপক্ষের ব্যাখ্যা করিতেন।

† নৃসিংহানন্দ—ইঁহার প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। ইনি উড়িষ্যাবাসী। ইঁহার সহিত নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। নৃসিংহ-উপাসক বলিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে "নৃসিংহানন্দ" নামে অভিহিত করেন।

বিনি দানে এত লোক যায় পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যা উহার মন ॥
কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল ॥
ভিখারি সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয়ে আর হানি ॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাইয়া ॥
দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহো লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণুর অংশন ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয় ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবিরখাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥
অর্দ্ধ রাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥
তারা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥
নীচ জানি নীচ সঙ্গী করি নীচ কায।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণবচনং।

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥৭॥

পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
আমা বই জগতে পতিত নাহি আর ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে নহে নীচের কুর্পর ॥+
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥
তোমার নাম লৈয়া তোমার করিল নিন্দন।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমরা দুই জন ॥
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গো ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥

+ কুর্পর—জানু, ভাবার্থ অধীন; অর্থাৎ কোন নীচ ব্যক্তির অধীনও হয় নাই।

আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে ।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল ।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময় ।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া বল ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ ।

ন ম্বষাপরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপন মেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িয্যসে তদাদয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥৮॥

আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥
বামন হঞা চান্দ ধরিতে ইচ্ছা করে ।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ ।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ,
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিত ॥৯॥

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবিরখাস ।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দুহাঁর নাম রূপ সনাতন ।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্য ফাটে মোর মন ॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার ।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে ।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহিব বারে বারে ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোকঃ ।

পরব্যসনিনী নারীব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মস্থ ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং ॥১০॥

গৌড় নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন ।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে ॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ।
ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরি দুই হাতে ।
দুই ভাই ধরি প্রভুর পদ নিল মাথে ॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে ।
সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে ॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে ।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর ।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥
সবার চরণে ধরি পড়ে দুই ভাই ।
সবে বলে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি ॥
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময় ।
প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি ।
তীর্থ যাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি ।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী ॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ।
তথাপি লৌকিক লীলা লোক চেষ্টাময় ॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুইজন ।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥
প্রাতে চলি আইলা কানাঞির নাটশালা ।
দেখিল সকল তাহাঁ কৃষ্ণচরিত্র লীলা ॥
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন ।
সঙ্গে সঙ্ঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন ॥

মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না হইবে হৈব রসভঙ্গে ॥
একাকি যাইব কিবা সঙ্গে এক জন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন ॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি ॥
এইমত চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥
জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা কালে ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥
দিন কতো রহি তাহাঁ চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে না জানে কোন জন ॥
বলভদ্র ভটাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড পথে কাশী আইল মহারঙ্গে ॥[ণ]
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশকানন ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা বাহির ॥
গঙ্গাতীরে পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তথাই মিলিলা ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা ॥
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করি পাঠাল বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুইমাস রহি তাঁরে করালা শিক্ষণ ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥

ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস ॥
মধ্যলীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ ॥
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাহাঁ নাহি গেলা ॥
প্রতি বর্ষ আইসে তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥
জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥
পরমানন্দরূপী স্বরূপ দামোদর ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি ॥
অদ্বৈত্য নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস ॥
প্রতি বর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যার কৈল মহোৎসব ॥
তবে রূপ গোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥
তবে সনাতন গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে কৈল পরীক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তারে পাঠাইলা বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিলা নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥
তবেত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে।
কৃষ্ণ কথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে ॥

[ণ] ঝারিখণ্ড পথে অর্থাৎ পার্ব্বত্য বনপথে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘটাইলা।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ॥
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥
দশদিগের কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥
বহু দূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময় ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন ॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥
কে শিক্ষাল এই লোকে কহে কোন বাত।
ইহা সবার মুখ ঢাকা দিয়া রাখ হাত ॥
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥
প্রভু কহে শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মেলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা লোক পূর্ণ হৈল কাম ॥
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাহাই করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তারে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা সূত্র
বর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

* * *

গ্রন্থকারস্য।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-
সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
লোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব ।॥
ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব ॥

॥ গম্ভীরা—গৃহ বিশেষ। নিদ্রালব—নিদ্রালেশ।

গুরুকাংড়ি

তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥
হস্ত পাদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণ।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থান ॥
হস্ত পাদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্য হাহা হুতাস ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥

তথাহি জগন্নাথবল্লভ নাটকে তৃতীয়াঙ্কে চতুর্থ শ্লোকে
রামানন্দ রায় বাক্যং।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং নচ
প্রেমবা,
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি
নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ নচান্য দুঃখমখিলং নো জীবনং
বাশ্রবং দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং
হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥২॥

অস্যার্থঃ—যথারাগ।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ পুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পর নারী বধে সাবধান ॥
সখি হে না বুঝিয়া বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈলু প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।¶
ক্রুর শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি
মোরে, রাখিয়াছে নারি উকাশিতে ॥†
যে মদন তনু হীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি কৈল জরজরে,
দুঃখ দেই না লয়ে জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥
কৃষ্ণকৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
ততদিন জীবে কোন জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অবিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট ॥
ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবনং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।

¶ কুটিল প্রেমা অগেয়ান—অর্থাৎ প্রেম কুটিল এবং অজ্ঞান; উহার স্থানাস্থান বোধ নাই।

† উকাশিতে—প্রকাশিতে।

পাষাণ শুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥৩॥
বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন ।
সে নয়নে কিবা কায,পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধি বল ।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ॥
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণ চরিত,
সুধা সার স্বাদু বিনিন্দন ।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল
কেনে, সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান ।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥*
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥
করি এত বিলাপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,†
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

তথাহি জগন্নাথবল্লভ নাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবম শ্লোকে
রামানন্দ রায় বাক্য ।

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং,
তদাস্মাকং চেতো মদনহত কেনাহৃতমভূৎ ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং,
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা ॥৪॥
যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী ।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইল নেত্র ভরি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল ।
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে আমি না চৈতন্য ।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু,কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব ।
নাহি কৃষ্ণ প্রেম ধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ধ্রু ॥
পুনঃ কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়,
এই মোর হৃদয় নিশ্চয় ।
শুনি কর বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধীয়ৈকত্রিংশাধ্যায়স্য
প্রথমাঙ্কধৃত জয়তি তে ইত্যস্য তোষণী
কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতো ন্যায়ঃ ।

কৈ অবরহিয়ং পেম্মং নহি হোই
মানুসে লোএ ।
জই হোই কস্স বিরহো নবিরহে হোন্তম্মি
নকোজী অই ॥ ৫ ॥
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুহেঁ এক মন হঞা ।
আপন হৃদয় কাম, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজ বীজ খাঞা ॥

---

* ভস্ত্রা—ভিস্তির মশক ।

† দৈন্য—অপরাধ, ভয় ও দুঃখ জনিত যে দৌর্ব্বল্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে দৈন্য কহে ।

তথাহি মহাপ্রভু পাদোক্ত শ্লোকং।

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাসানন লোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎ
প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥৬॥

দূরে শুদ্ধপ্রেম বন্ধ, কটক প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রক্ষালন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।*
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥+
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতি যায় ॥
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত ॥
বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমাস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই
জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ষোড়শ শ্লোকেঃ
নান্দিমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং।

পীড়াভির্নবকালকূট কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো, নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-
সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব
বিক্রান্তয়ঃ ॥৭॥

যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা
সাথ, তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখি পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু মন নেত্র ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বোলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥
তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনাপুলিন।
কাহাঁ সে রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্য গীত হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন।
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,+
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশ শ্লোকে
বিল্বমঙ্গল বাক্যং।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেত্ত্বদালোকন-
মন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত
কথং নয়ামি ॥৮॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।

---

* আলম্বন—আশ্রয়।

+ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন শুভ্র বস্ত্রে কালির দাগ গোপন হয় না, সেইরূপ সুনির্ম্মল অনুরাগে অন্য দাগ লুকাইত থাকিতে পারে না।

+ ভাবাবেগ—ভাবের আবেগ। ভয়াদি জনিত চিত্তের ত্বরাকে আবেগ কহে। উদ্বেগ—মনের চঞ্চলতা। উদ্বেগ উপস্থিত হইলে স্বেদ, অশ্রুত্যাগ, দীর্ঘনিশ্বাস, চিন্তা, চঞ্চলতা ও বিবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হৈল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকে
বিল্বমঙ্গল বাক্যং।

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুত মিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মমবাধিহম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥৯॥

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ,কাঁহা গেলে তোমা
পাঙ, তাহা মোরে কহত আপনি ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, বিষাদ দৈন্য চাপল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোমাহর্ষ আদি
সৈন্য, প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ,তনু মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশঃ শ্লোকেঃ
বিল্বমঙ্গল বাক্যং।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে হয়নাভিরাম
হাহা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥১০॥

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজ স্তুতি,
কভু নিন্দা কভুত সম্মান ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈসে মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥
ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥
তোমার চপলমতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥
তুমি নাথ ব্রজ প্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্য নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস ॥
মোর বাক্য নিন্দ মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা
জানি, শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি
ধায়, ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে অষ্টষষ্টিতম শ্লোকে
বিল্বমঙ্গল বাক্যং।

মারং স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥১১॥

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম,দ্যুতি বিম্বমূর্ত্তিমান,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥

গুরু নানা ভাবগন, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস॥
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥
লীলাসুখ মত্ত জন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছে মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, এই তিন অভিলাষে,
সেই যত্ন আস্বাদ না হৈল।
শ্রীরাধার ভাব সার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিক্ষাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণি প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল
দান, মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি
আর, গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা
যারে, হও তার দাসানুদাস সঙ্গ॥
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিহোঁ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।[‡]
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইঁহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব চিত্ত নারি আরাধিতে॥
নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনু-
রোধ, সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥
যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে
সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজায়ে প্রীতি, জানিবে রসের
রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা
করি, কেন না বুঝয়ে সর্ব্বজন॥
শেষ লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ, বিস্তারিব লীলা শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।*
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এস অন্ত্যলীলাসার, সূত্র মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে নারিব তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥

[‡] স্বরূপ দামোদর প্রভুর শেষ লীলাতে সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেন ও তাঁহার মনোভাব অবগত হইতেন, এই জন্য তাঁহাকে চৈতন্যলীলারূপ রত্নরাজীর ভাণ্ডারী বলা যায়। তিনি রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে ঐ সকল রত্ন রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ রঘুনাথকে ঐ সকল লীলা অবগত করাইয়াছিলেন।

* এই স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ প্রনয়ণকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি অবশিষ্ট জীবনকালের মধ্যে তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারিবেন কি না, ইহাও তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল।

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না
লিখিল, আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দ সবার শ্রীচরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে
যত, তাহি লিখি নাহি মোর দোষ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলী করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাসসিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা সূত্র-
কথনে প্রেমোন্মাদ প্রলাপ বর্ণনং নামঃ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো,
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমণ শান্তিপুরীময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশ।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে
ত্রয়ঃ পঞ্চাশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তং
ভিক্ষুক বচনং।

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং
পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং, তমোমুকুন্দাংঘ্রি
নিষেবয়ৈব ॥২॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
অরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি দিন ॥
নিত্যানন্দ আচার্য্য রত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।
প্রেমাবেশে হরিবোলে খণ্ডে দুঃখ
শোক ॥
গোপ বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি ডাকে উচ্চ করিয়া ॥
শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বলে তার শিরে হস্ত ধরি ॥
তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান।
কৃতার্থ করিলা মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥
গুপ্তে তা সবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিক্ষাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥
বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন ॥
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥

আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥
প্রভু লঞা যাব আমি তাহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীমাতা লঞা আইস আর ভক্তগণ॥
তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয়॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥
প্রভু কহে কত দূর আছে বৃন্দাবন।
তিঁহো কহেন কর এই যমুনা দরশন॥
এত বলি আনিলা তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥
অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনার করেন স্তবন॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পঞ্চমাঙ্কে সপ্তমাঙ্ক-
ধৃত পদ্মপুরাণং।

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং পবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্ম্মিত্রপুত্রী॥৩॥

এত বলি নমস্কার কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেনকালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা।
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা॥
আগে আচার্য্য রহিলা নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু সংশয় করি॥
তুমি ত আচার্য্য গোসাঞি এথা কেনে আইলা॥
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একাধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিমে যমুনা বহে তাহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি কর শুষ্ক পরিধান॥
প্রেমাবেশে চারি দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥
এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুকরুখা ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর।
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু পত্রোপরি॥
বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।*
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিগে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুগদসূপ॥†
বাস্তূক শাকপাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
চই মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী।
ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়া আম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥

---

* যে কলাগাছে বত্রিশ ছড়া কাঁদি হয়, সেই গাছের আঙ্গট পাত।

† মুদগ—মুগের ডাইল।

মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল পুলী যত পিটা ইষ্ট॥
বত্রিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া।*
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখয়ে ধরিয়া॥
দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী কুণ্ডি ভরি †
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপর তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥
তিন শুভ্র পীঠ তার উপরি বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাল ভোজন॥
আরাত্রিক কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাল শয়ন।
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন॥
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ বলে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি মুঞি করিমু ভোজন॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেল ভিতর ঘরে।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মন কথা নহে প্রভুর বেদ্য॥

প্রভু বলে বৈস তুমি করিতে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন॥
কোন স্থানে বসিব আন আর পাত।
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পীড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ॥
আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর॥
প্রভু বলে এত অন্ন নারীব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥
তিন জনার ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দুহেঁ ভোজন করিতে॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল পঞ্চ উপবাস।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে॥
আচার্য্য কহে তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল মূল খাও কভু উপবাসী॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও ছাড় লোভ মন॥
নিত্যানন্দ বলে যবে কৈলা নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাহারে কিছু পাইয়া পীরিত॥

---

* মৃৎকুণ্ডিকা—মৃৎপাত্র।

† দুগ্ধলকলকী—দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ।

ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মানের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াহ ঝুঠ॥
এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন।
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য করেন পূরণ॥
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু বলেন আর কত করিব ভোজন॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখানে যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা॥
নানা যত্ন দৈন্যে প্রভুকে করাল ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥
নিত্যানন্দ কহে আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত গায় লঞা আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুঠা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোর কৈল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুঠা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে॥
নিত্যানন্দ বলে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুঠা কৈলে কৈলে অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব শ্রুতিধর্ম্ম॥
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাত লঞা করাল শয়ন॥
লবঙ্গ এলাচী বীজ উত্তম রসবাস।
তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস॥
গন্ধ চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি মালা আনি দিল হৃদয় উপর॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হইয়া প্রভু বলেন বচন॥
বহুত নাচাইলে তুমি ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
গৌর দেহকান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল॥
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

তথাহি পদং।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥
এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
আলিঙ্গন করে প্রভু বলেন বচন॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া॥
এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহ বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ॥

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা ।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে ।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥
আচার্য্য উঠাল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন ।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ বচন ।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেক রোদন ॥

তথাহি পদং ।

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে ।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু মন জরে ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ না পাঞি ।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঞি ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥
নির্ব্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য ।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥
জর জর কৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে ।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে ॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥
বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল ।
বুঝান না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া ।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥
পঞ্চদিন উপবাসে করিয়া ভোজন ।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥
তবু ত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া ॥
আচার্য্য গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন ।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাল শয়ন ॥
এইমত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন ।
এইরূপ করি করে প্রভুর সেবন ॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা ।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বাল বৃদ্ধ ।
সব লোক আইল হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ।
শচী মাতা লঞা আইলা অদ্বৈত ভবন ॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া ।
কাঁন্দিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়া ॥
দুহাঁর দর্শনে দুহেঁ হইল বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥
অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাঞি ।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিলা দরশন ।
তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ ।
কান্দিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই ।*
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥
জানি বা না জানি যদি করিলু সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঞি রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব ॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ।
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর ॥
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইল সত্বর ॥
একে একে মিলিল প্রভুর সব ভক্তগণে ।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে প্রভু পায় মহাসুখ ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর ।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর ॥

---

* আই—জননী।

বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাসি॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্য মন্দিরে হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য গোসাঞি কৈল সমাধান॥
আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়॥
যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রলয়॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাঞি কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণু পাশে মাগে এই বর॥
বাল্য কাল হৈতে তোমার যে কৈল সেবন।
তার প্রতিফল মোরে দেহ নারায়ণ॥
যে কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি শরীরে॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষভাবে দৈন্যভাবে হইল বিহ্বল॥
শ্রীনিবাসাদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন॥
শুনি শচী সবাকারে করিল মিনতি।
নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্রে মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন॥
যাবৎ আচার্য্য গৃহে নিমাঞির অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবাকারে মাগোঁ দান॥
শুনি সব ভক্তগণ করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার॥
মাতার ব্যগ্র দেখিয়া প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি বলিলা বচন॥
তোমা সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিলুঁ বিঘ্ন কৈল বিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্ম স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচী পাশ আচার্য্যাদি করিল গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল॥
তিঁহ যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ॥
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি॥
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন।
বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি বুলিলা বচন॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা লাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব॥

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ আরাধন ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি সবায় দিব দরশন ॥
এত বুলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥
সবা বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন ॥
নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥
মুঞি অধম না পাইমু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যকুল হয় মন ॥
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥
তবেত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই চারি কর কৃপা ত করিয়া ॥
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত গৃহে না কৈল গমন ॥
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্ত সব।
প্রতি দিন করে আচার্য্য মহা মহোৎসব ॥
দিনে কৃষ্ণরস কথা ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আগমনে ॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করিয়া পূর্ণ হৈল নিজ সুখ ॥
এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ মিলে।
বঞ্চিলা কথোক দিন মহা কুতূহলে ॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে ॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥
কভু বা তোমরা করিবা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড় হাত।
আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥
জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে পরাণ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবর্ত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন ॥
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারি জন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভুছত্রভোগ পথে ॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস
কারণাদ্বৈতগৃহবিলাসো নামঃ
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

যস্মৈদাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং গোপীনাথ
ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।

শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃসন্ যৎপ্রেম্না
তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন ।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন ॥
এ সকল লীলা শ্রীবাস বৃন্দাবন ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য বিহার ।
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি ।
দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহাঁ করিল বর্ণন ।
সূত্র রূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তাঁর সূত্রে আছে তিঁহো না কৈল বর্ণন ।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার ।
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার ॥
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে ।
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্ত্তন কুতূহলে ॥
ভিক্ষা লাগি এক দিন এক গ্রাম গিয়া ।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে ।
তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণাতে ॥
রেমুণাতে গোপীগণ পরম মোহন ।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে ।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথেতে ॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন ।
বহু নৃত্য গীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণে ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণে ॥
নানা রূপে প্রীতি কৈল প্রভুর সেবন ।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীরলোভে রহিলা প্রভুর তথা ।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম ।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেইত আখ্যান ॥
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রি দিন জ্ঞান ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥
শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি ।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥
গোপ বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা ।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া ॥
পুরী এ দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান ।
মাগি কোন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান ॥
বালক সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস ।
কেমতে জানিলে আমি করি উপবাস ॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি ।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥
কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ দুগ্ধাহার ।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার ॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল ।
স্ত্রীগণ সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাল ॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব ।
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ডটী লইব ॥
এত বলি গেলা বালক না দেখিয়ে আর ।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল ।
বাট দেখে সে বালক পুনঃ না আইল ॥*
বসি নাম লয় পুরী নাহি নিদ্রা হয় ।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয় ॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া ।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥

---

* বাট—পথ অর্থাৎ পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সেই বালক আর আসিল না ।

কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাড় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি তাহাঁ করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে করোঁ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন॥
বহু দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী॥*
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে।
ভালে আইলা তুমি আমা কাড় সাবধানে॥
এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল স্থির।
আজ্ঞা পালন লাগি হইলা সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা।
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লেহ দুয়ার করিতে॥
শুনি লোক তার সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥
ঠাকুর দেখিল মাটী তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥
আবরণ দূর করি করিল চিহ্নিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া।
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া॥
নব শত ঘটজল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল।
ভোগ সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥
তুলসী আদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক॥
অমঙ্গলা দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া।
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু আইল॥
সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল॥
আরাত্রিক করি কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম সমর্পণ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥
বন্য শাক ফল মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
কেহ বড়া বড়ি কোড়ি করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥

---

* শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥
তার পাশে রুটীরাশি পর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জন ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনি নব পাশে ধরি আনি ॥
হেন মতে অন্নকূট করিলা সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালের কৈল সমর্পণ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল।
বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত স্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই ॥
এক দিন উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল ॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ার সঞ্চয়।*
আরতি করিল লোকে করে জয় জয় ॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥
তৃণটাটি দিয়া চারিদ্দিক আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥
পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥
সবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ॥
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ পাইল ॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥
পুনঃ দিন শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ করাইয়া করাল জলপান ॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥
একৈক গ্রামের লোক লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥
পূর্ব্ব দিন প্রায় বিপ্র ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
আশ পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইল নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর ॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
দশ সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥
গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরীগোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥
এইমত বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরীগোসাঞি দেখিল স্বপন ॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ॥

---

* বিড়া—তাম্বূলবিটীকা অর্থাৎ পানের খিলি।

মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে ॥
স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥
সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড় দেশে করিল গমন ॥
শান্তিপুর আইল অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণ পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥
রেমুনাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া হৈল বিহ্বল মন ॥
নৃত্য গীত করি জগমোহনে বসিলা।*
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা কৈল অনুমানে ॥
যেমত ইহাঁ ভোগ লাগে সকল শুনিব।
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে ॥
সান্ধ্যভোগে লাগে ক্ষীর অমৃতকেলী নাম।
দ্বাদশ মৃতপাত্র ভরি অমৃত সমান ॥
গোপীনাথের ক্ষীর প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥
অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু স্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈল কারে কিছু না বলিলা আর ॥
অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহা মানি অপরাধে ॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরের শয়ন ॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বলিলা বচন ॥
উঠহ পূজারী কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥
মাধব সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিলা বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সে ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥
ক্ষীর লেহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥
এত বলি নমস্কার করিলা গমন।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল ॥*
প্রতি দিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন ॥

---

* জগমোহন—দেবালয়ের যে অংশে শ্রীবিগ্রহ থাকেন, সেই অংশের বহির্ভাগের নাম জগমোহন।

* ঠিকারি—খণ্ড।

ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি।
দিনে লোকভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা ক্রমে শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহা সুখ পায়॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেম প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গোড়াইয়া॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥
জগন্নাথ সেবক যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল সব গোপাল বৃত্তান্ত॥
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে॥
ঘাটিদানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে।
রাজলেখা দিল পুরীগোসাঞির করে॥*
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কত দিনে রেমুণাতে উত্তরিলা গিয়া॥
গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিল অপার॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন॥
গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথ অঙ্গে সব করহ লেপন॥
গোপীনাথ আর আমার এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেলা গোসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন॥
ইহাঁ চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥
পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন॥
এই মত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল।
তিন বার স্বপ্নে আসি যারে আজ্ঞা কৈল॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিল॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥

---

* ঘাটিদানী—ঘাটের ঘাটোয়াল। রাজপাত্র—রাজপুরুষ। রাজলেখা—রাজার স্বাক্ষরিত পত্র।

কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী গোসাঞিঁর প্রেম উথলিল ॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥
মহাদয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন।
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা ॥
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥
ভোগে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায় ॥
মণেক চন্দন, তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহাঁ এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া ॥
ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ জগাতি অপার।[*]
কেমতে চন্দন দিব নাহি এ বিচার ॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে।[†]
তথাপি উৎসাহ বড় চন্দন লঞা যেতে ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এক স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥
এই তার গাঢ়প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আইল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান ॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয়া কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতেহোঁ আমা সবার নাহি অধিকার ॥
এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥

ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভ মণি।
রসবাক্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥
এই শ্লোক করিয়াছে রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন ॥[*]
শেষ কালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশতাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্রপুরী বাক্যং।

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোক কাতরং দয়িতভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥২॥

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা ॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায় ॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বোলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বুকে অশ্রুধার ॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥[†]
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥[‡]
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সারি আরতি বাজিল ॥

---

[*] জগাতি—দুর্গম বন।

[†] বট—কড়ি।

[*] চৌঠ জন—চতুর্থ ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা, মাধবেন্দ্রপুরী ও মহাপ্রভু ভিন্ন অন্য কেহ এই শ্লোকের আস্বাদন করিতে অধিকারী নহে।

[†] নির্ব্বেদ—আপনার প্রতি অবজ্ঞা। জাড্য—অবসন্নতা ও এই জাড্যই মোহের পূর্ব্ব ও শেষ অবস্থা।

[‡] প্রেমনাট—প্রেমনৃত্য।

ঠাকুর শয়ন করাঞা পূজারি হৈল বাহির।
প্রভুর আগে আনি দিলা প্রসাদ বার ক্ষীর ॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥
সাত ক্ষীর পূজারিকে বাহুড়িয়া দিল।[§]
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাঁটিয়া খাইল ॥
গোপীনাথ রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা।
মঙ্গল আরতি দেখি প্রভাতে চলিলা ॥
এই ত আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্ত প্রেম সীমা॥
শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরীগোসাঞির গুণ।
ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী চরিতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারম্ভ।

পদ্ভ্যাংচলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবা হি শতাহগম্যং।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেদ্ভুতেহহং তং
সাক্ষিগোপালমহং নতোহস্মি ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণাম ॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন ॥
কটক আইলা সাক্ষীগোপাল দেখিতে।
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে ॥
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষীগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥
সাক্ষীগোপালের কথা শুনি লোক মুখে।
সেই কথা কহেন প্রভু শুনে মহাসুখে ॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দুহেঁ করিলা গমন ॥
গয়া বারাণসী প্রয়াগ সকল করিয়া।
মথুরাতে আইলা দুহেঁ আনন্দিত হঞা ॥
বন যাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥
কেশিতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥
গোপাল সৌন্দর্য্য দুহাঁর মন নিল হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি ॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রায়।
আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায় ॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥
বিপ্র বলে তুমি মোর বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলা ॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যা দান॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ॥

[§] বাহুড়িয়া--ফিরাইয়া।

মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধন বিদ্যাহীন॥
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণসেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য়॥
বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি ইথে কি বিস্ময়॥
ছোট বিপ্র বলে তোমার স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহু ত বান্ধব॥
তা সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যা দান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে॥
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন জন॥
তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল॥
ছোট বিপ্র বলে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদি অন্যথা দেখি॥
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরু বুদ্ধে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥
দেশে আসি দুই জনে গেলা নিজ ঘরে।
কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তরে॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিবে নিশ্চয়॥
একদিন নিজ লোক একত্র করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
শুনি সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না বলিহ আর॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস॥
বিপ্র বলে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যাদান॥
জ্ঞাতি লোক কহে মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥
বিপ্র বলে সাক্ষী বোলায়া করিবেক ন্যায়।
জিতে কন্যা লবে মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ যায়॥
পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥
নাহি কহি না কহি এ মিথ্যা বচন।
সবে কবে মোর কিছু নাহিক স্মরণ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হইল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইল শরণ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিন লঘু বিপ্র তাঁর ঘরে আইল॥
আসিয়া পরম ভক্তে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তার পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি॥
অরে অধম মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চন্দ্র যেন চাহে ত ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥
সব লোক বিপ্রে তবে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥
এহোঁ মোরে কন্যা দিতে করেছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন পুছ ইহার ব্যবহার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেন না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ॥

এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্যছল পাঞা।
প্রগলভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া ॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন ॥
আর সঙ্গে কেহ নাহি এই সঙ্গে একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ॥
সব ধন লঞা কহে চোরে লইল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভ্রমে ধন লোভে ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন ॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা ॥
তবে মুঞি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন ॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিলুঁ তুমি করহ স্বীকার ॥
তবে আমি কহিলাম শুন মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥
কন্যা তোরে দিলুঁ দ্বিধা না করহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥
তবে ইহোঁ গোপালেরে আসিয়া কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিলাম তাঁর পদে প্রণত হইয়া ॥
যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায় হইও সাবধান ॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥
তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ॥
তবে কন্যা দিব আমি জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে এই ভাল বাত হয় ॥
বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ বড় দয়াবান।
অবশ্য মোর বাক্য তিহোঁ করিবে প্রমাণ ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
এই বুদ্ধে দুই জন হইলা সম্মতে ॥
ছোট বিপ্র বলে পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন ॥
তবে সব লোক মেলি পত্র ত লিখিল।
দুহাঁর সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার কভু নাহি মন।
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে অসত্য বচন ॥
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী নাহি দেয় তার পাপ হয় ॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণে ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥

বিপ্র বলে যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে ।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক শুনে ॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথায় না শুনি ।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্যকরণ ॥
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে ।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সে স্থানে ॥
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা ।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীত করিবা ॥
এক সের অন্ন রান্ধি করহ সমর্পণ ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ ।
তাঁর পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন ।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন ॥
এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা ।
গ্রামের নিকটে আসি মনেতে চিন্তিলা ॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥
সাক্ষাতে দেখিলে মনে প্রতীত না হয় ।
ইহা যদি রহে তবু নাহি কিছু ভয় ॥
এত ভাবি শেষ বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিয়া গোপালদেব তথাই রহিল ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে তুমি যাহ নিজ ঘর ।
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর ॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥
শুনিয়া সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে ॥
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত
প্রতিমা চলিয়া আইলা শুনিয়া বিস্মিত ॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা ।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষ্য দিল ।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যা দান কৈল ॥
সবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর ।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥
দুহাঁ সত্যে তুষ্ট হৈলাম দুহেঁ মাগ বর ।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর ॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে ।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে ॥
গোপাল রহিলা দুহেঁ করেন সেবন ।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক জন ॥
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
সাক্ষীগোপাল বুলি তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥
এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষী গোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ॥
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম ।
সেই দেশ জিতি নিল করিয়া সংগ্রাম ॥
সেই রাজা জিনি নিল তার সিংহাসন ।
মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন ॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্তরাজ ।
গোপালচরণে মাগে চল মোর রাজ ॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপাল লইয়া সেই কটক আইল ॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য সিংহাসন ।
কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন ॥
তাহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে ।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥
তাহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় ॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাত ॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে ।
রাত্রি শেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥

বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়া ছিল বহু যত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি সেই নারী রাজাকে কহিল।
রাজা সহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষীগোপাল নাম হৈল খ্যাতি॥
নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল চরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত সহিত॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে যেন দুহে এক মূর্ত্তি॥
দুহেঁ এক বর্ণ দুহেঁ প্রকাণ্ড শরীর।
দুহেঁ রক্তাম্বর দুহেঁ স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দুহেঁ কমলনয়ন।
দুহাঁর ভাবাবেশে দুহেঁ চন্দ্রবদন॥
দুহাঁ দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥
এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দের হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা।
তাহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড॥
শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা॥
নীলাচলে আসি মোর সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে॥
মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি যাহ আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥
ইহোঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে তিহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রোধ তিঁহো এহোত ডরায়॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে দুহাঁর পদে যার ভক্তি ধীর॥
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণনং নামঃ পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ
কুতর্ককর্কশাশয়ং ।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা
ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ।
পড়িছা মারিতে তিঁহো কৈল নিবারণ ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥
বহুক্ষণে চেতন নহে ভোগের কাল হৈল ।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥
শিঘ্র পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া ।*
ঘরে [illegible] পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা আগেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার ।
এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রণয় ।
নিত্য সিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয় ॥
অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিচার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া ॥
তাহা শুনি লোক কহে অন্যোন্য বাত ।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥
শুনি সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ॥
নদীয়ানিবাসী বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্ব আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তার হইল বিস্ময় ॥
মুকুন্দ তাহারে দেখি কৈল নমস্কার ।
তিঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে ।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য্য কৈল
নমস্কার ।
সবে মেলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার ॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবা লঞা ॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে ।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে ॥
অন্যোন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল ॥
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেল আপন ভবন ॥
তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন ।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইল তোমার দর্শন ॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥
এত শুনি গোপীনাথ সবারে লইয়া ।
সার্ব্বভৌম ঘরে গেল হরিষিত হঞা ॥
সার্ব্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল ॥
সার্ব্বভৌমে জানায়া সবা নিল অভ্যন্তরে ।
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে তিঁহো কৈল
নমস্কারে ॥

---

* পড়িছা—প্রহরী পাণ্ডাগণ।

সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈলা দুঃখ হর্ষ মন।
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে ॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥
সবে মেলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে প্রভুর স্থানে ॥
উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বুলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলী ॥
সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥
সমুদ্র স্নান করি প্রভু শীঘ্র আইলা।
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা ॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥
সর্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ॥*
পীঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে ॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥
এত বলি পীঠা পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা ॥
আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্য লইয়া।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥
নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল ॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল ॥

গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাই কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥
গোপীনাথচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ মিশ্র পদবী মিশ্র পুরন্দর ॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র।
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি ॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত লঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরত সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ দাস ॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্য কহে কিছু বিনয় বচন ॥
তুমি জগদ্‌গুরু, সর্ব্ব লোক হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহাঁ আগমন।
সর্ব্ব প্রকারে করিবে আমার পালন ॥
আজি যে হইল আমার বড়ই [illegible] ॥
তাহাতে করিলা তুমি আমার অবহিত ॥
ভট্ট কহে একলে তুমি না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে ॥
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব ॥
গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব্ব সমাধান ॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাস দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥

---

* লাফরা ব্যঞ্জন—লাউ মিশ্রিত তরকারী বিশেষ।

মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তারে বলিলা বচনে॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাড়ে ইহার উপর॥
কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥
গোপীনাথ কহে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর নাম কেশবভারতী মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম কহে ইহাঁর নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা॥
অতএব বড় সম্প্রদায় নাহিক অপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহাঁকে আমি বেদান্ত শুনাইব॥
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিব উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দুহেঁ দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইহাঁর না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা॥
[illegible] বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে॥
শিষ্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টা বিংশতিঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়,
প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো,
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥২॥

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমারে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
আচার্য্য কহে বস্তু বিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহা প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবুত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া এই বলি ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম বলিল বচন॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্র দৃষ্টে কহি কিছু না লইহ দোষ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাঞি॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু নাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম॥
প্রতি যুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ কামং,
স্বেনৈবলাভেন সমং প্রশান্তং।
বিনোপসর্পত্যপরংহি বালিশঃ,
শ্বালাঙ্গুলেনাপিতিতর্ত্তিসিন্ধুং ॥৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে
নবম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনু যুগং
তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং
গতঃ ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব একাদশ স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়েঽষ্টা-
বিংশতিঃ শ্লোকে জনকং প্রতি
করভাজন বাক্যং।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥৫॥

তত্রৈব পঞ্চমাধ্যায়ে উনত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং
প্রতি করভাজন বাক্যং।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি
সুমেধসঃ ॥৬॥

মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতি শ্লোক।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তি
পরায়ণঃ ॥৭॥

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
উষর ভূমেতে যেন বীজের রোপন।
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে যষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষড়-
বিংশতি শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য দক্ষবচনং।

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদ সংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈযাং মুহুরাত্মমোহং,
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে ॥৮॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যোয়ে
তৃতীয়ঃ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি
শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

যুক্তঞ্চসন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু
দুর্ঘটং ॥৯॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞিের স্থানে।
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥
প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥
গোসাঞিের স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্য নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যাথা ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মত কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥
আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্য করুণা করে কি দোষ ইহাতে ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥
বেদান্ত পড়াতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা ॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্ত্তব্য তুমি মোরে যেই কহ ॥
সপ্ত দিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥

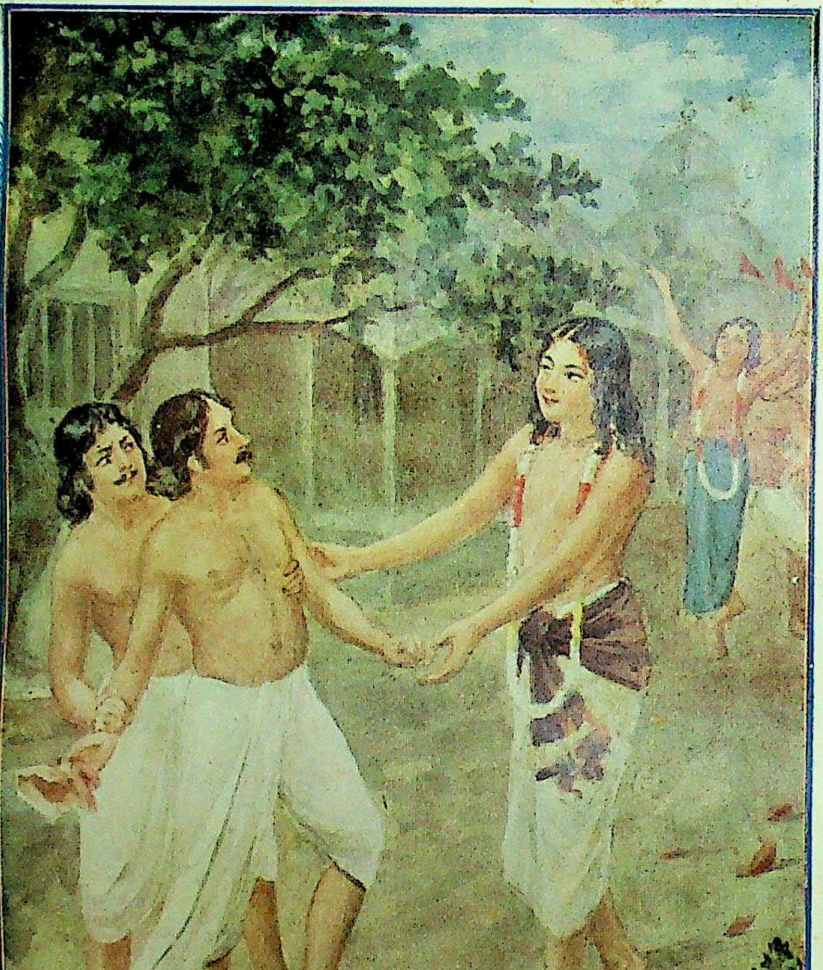

জগাই মাধাই উদ্ধার।

[১১৭ পৃষ্ঠা।

ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি ।
বুঝ কি না বুঝ ইহা জানিতে না পারি ॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন ।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করি যে শ্রবণ ॥
সন্ন্যাসী ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি ।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি ॥
ভট্টাচার্য্য কহে বুঝি হেন জ্ঞান যার ।
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার ॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি ।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ।
তোমায় ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য করে কহে প্রকাশিয়া ।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখান ।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥
উপনিষদ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাস সূত্রে সব কয় ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা ॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময় ।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয় ॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়ে ।
লক্ষণা করিতে স্বতঃ প্রমাণ নাহি হয়ে ॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান ।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে
একবিংশাঙ্কধৃত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রং ।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং,
প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥১০॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন ।*
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান অনেক হৈতে যবে কৈল মন ।
প্রাকৃত শক্তিকে তখন কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন ।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥†
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায় ।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে এক-
ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ
ব্রজৌকসাং ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥১১

আপনি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ ।
মুখ্যা ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার ।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয় ॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিনটী কারকের চিহ্ন দ্বারা আমরা ব্রহ্মের স্বরূপত উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই । যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাকে অপাদান, যাহা দ্বারা স্থিত অর্থাৎ জীবিত থাকে, তাহাকে করণ, এবং যাহাতে অবস্থান অর্থাৎ লয় হয়, তাহাকে অধিকরণ কহে । বিশ্বের এই তিন প্রকার অবস্থা ঈশ্বর হইতে নিরন্তর ঘটিতেছে, এই জন্যই তাঁহাকে তিন কারক বলা হয় ।

† অপ্রাকৃত—অপাঞ্চভৌতিক

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদিক-
মিত্যস্য ব্যাখ্যায়াঃ ধৃত বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়
সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্টিতম শ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া
শক্তিরিষ্যতে ॥১২॥

তথাহি দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়াঙ্কধৃত বহু রূপ
ইতস্য চক্রবর্ত্তী কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতৌ বিষ্ণুপুরাণীয়
ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়স্যৈক ষষ্টিতম শ্লোকৌ।

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ-
সর্ব্বগা।
সংসারতাপনখিলা নবাপ্নোত্যত্র সন্ততান ॥
তয়াতিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ
সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১৩॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি-
লহর্য্যাং প্রথম শ্লোকঃ ব্যাখ্যায়াং ধৃত বিষ্ণু-
পুরাণীয় প্রথমাংশস্য দ্বাদশাধ্যায়ৈক-
চত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা
সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-
বর্জ্জিতে ॥১৪॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি ॥
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥
মায়াধীশ মায়া বশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ করহ অভেদ ॥
গীতা শাস্ত্রে জীব রূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতিয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি-
রষ্টধা ॥১৫॥

তত্রৈব পঞ্চম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে
জগৎ ॥১৬॥

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥
শ্রীবিগ্রহ না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ে ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
পরিণামবাদ ব্যাসের সূত্রের সম্মত ।*
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥
ব্যাস ভ্রান্ত বুলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥†
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে ঈশ্বর মাত্র হয় ॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ব বেদ জগতে উৎপত্তি ॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥
এইমতে কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ।‡
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥

---

* পরিণামবাদ—বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তিকে পরিণাম কহে।

† বিবর্ত্তবাদ—কোন পদার্থের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি না হইলেও যে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিবৎ অনুমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত।

ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কিছু কহে সকলি কল্পনা।
স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্যে না করে লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনাম কথনে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকেঃ শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥১৭॥

তত্রৈব উত্তরখণ্ডে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকঃ।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥১৮॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম শ্লোকেঃ সৌনকাদিন্ প্রতি সূত বাক্যং।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ॥১৯॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে মন হয়॥
প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান॥
নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখা করিতে ঐছে নাহি কার শক্তি॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥
ভট্যাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল॥
আত্মারাম শ্লোকে একাদশ পদ হয়।*
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥
তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥
ভগবান তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন॥
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিন হরে সিদ্ধ সাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনাধিকার॥
ইহোঁতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্ম নিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
নিজ রূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি পড়ি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভু কৃপায় তাঁর স্ফূরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আর বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥

---

* একাদশ পদ, যথা—(১) আত্মারামাঃ, (২) চ, (৩) মুনয়ঃ, (৪) নির্গ্রন্থাঃ, (৫) অপি, (৬) উরুক্রমে, (৭) কুর্ব্বন্তি, (৮) অহৈতুকীং, (৯) ভক্তিং, (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ, (১১) হরিঃ।

শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুরগণ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভট্টাচার্য্য প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লোহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা॥
অরুণোদয়কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥
বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইলা দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দুঁহেতে বসিলা।
মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভু হাতে দিলা॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন।
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
ভক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি নিল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥

তথাহি পদ্মপুরাণঃ।

শুষ্কং পর্য্যষিতং বাপিনীতম্বা দূরদেশতঃ॥
প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল
বিচারণাঃ॥২০॥

তত্রৈব।

ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ॥২১॥

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জনে ধরি দুহেঁ করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দুহাঁ স্পর্শে দুহেঁ ফুলে মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দুহেঁ আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহানি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে এক-চত্বারিংশৎ শ্লোকেঃ নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকং।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥২২॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিলাভিমানে॥
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রে অন্য না করে ব্যাখ্যান॥

গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া ।
হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া ॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে ।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে ॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি ।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি ॥
ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন ।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশ বিলাসে দ্বিচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বৃহন্নারদীয়ং ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা ॥২৩॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাল করিয়া বিস্তার ।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে আমি পূর্ব্বে কহিল ।
শুনি ভট্টাচার্য্য তোমার সেই ত হইল ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে ।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক অন্ধে ।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
কহিল করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন ॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা ।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাঞি আনিলা ।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা ॥
নিজ দুই শ্লোক লিখিল তালপাতে ।
প্রভুকে দিহ বুলি দিল জগদানন্দ হাতে ॥
প্রভুস্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ-পত্রী
লঞা ।*
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা ॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল ।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্রী চিরিয়া ফেলিল ।
ভিত্তে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্ক ধৃতৌ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত শ্লোকৌ ।

বরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ,
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥২৪॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ,
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২৫॥

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠমণি হার ।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন ।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম ॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু আগে আইলা ।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা ।
শ্লোক শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো
মুক্তি পদে স দায়ভাক্ ॥২৬॥

প্রভু কহে মুক্তিপদ ইহাঁ পাঠ হয় ।
ভক্তিপদ কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি সম নহে মুক্তিফল ।
ভগদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি ।
তাঁর মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥

---

* প্রসাদ-পত্রী—মহাপ্রসাদ ও ভট্টাচার্য্য লিখিত শ্লোকদ্বয়যুক্ত তালপত্রী ।

যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বর সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে
একাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেববাক্যঃ।

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্ব-
মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ॥২৭॥

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্ত্যে কিম্বা সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে।
তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহন না যায়ে॥*
যদ্যপিহ মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়ি বৃত্তে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥
মুক্তি শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥
লোহাতে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভু পদে আসি॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
ইবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা বিবরণ॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন।
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম মিলন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
জ্ঞান কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারণো নামঃ ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং
দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্য গীত কৈল॥

---

* আশ্লিষ্যদোষে—দ্ব্যর্থবিশিষ্ট অর্থদোষে।

চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজগণ আসি কহে বিনয় কহিয়া।
আলিঙ্গন করি বসায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি ॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহা আমি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগো এক দানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥
বিশ্বরূপ সিদ্ধপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা সবে শুকাইল মুখ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥
এক দুই সঙ্গে চলু না পড় হঠরঙ্গে।*
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমা সঙ্গে ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্ত্তন আমার ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আজ্ঞা লঞা আইলে অদ্বৈতভবন ॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস ধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥
আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥
ইহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিন কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥
ইহা সবার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে।
দোষ রূপ ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন সহন ॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তার শক্ত্যে সহন না যায় ॥
গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিতে তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।*
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যে হউক কর্ত্তব্য আমার ॥
কিন্তু এক নিবেদন করো আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে সবে এই মাত্র ॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গণনে।+
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥

---

* হঠরঙ্গে—কোন প্রকার বিপদ।

* নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পণ্ডিত এই চারিজন সঙ্গে যাইবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন।

+ মহাপ্রভু নিরন্তর হরিনাম জপ করিতেন, এবং দুই হস্তের অঙ্গুলীপর্ব্বে জপ সংখ্যা রাখিতেন; এই হেতু দুই হস্ত বদ্ধ বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহা সঙ্গে করি লেহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥
তবে তার বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাহা সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম ঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি তবে আসনে বসিল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাহারে।
তোমার ঠাঁঞি আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে নেউটি আসিব॥‡
শুনি সার্ব্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহু জন্মের পুণ্যফলে পাই তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিলে গমন।
দিন কথো রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈলা মন।
রহিল দিবস কত না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহ পাক করি প্রভুকে করান ভোজন॥
তাহার ব্রাহ্মণী তার নাম ষাঠির মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিঁহো আশ্চর্য্য তার কথা।
আগেত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
একে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার॥
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তারে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা॥
দর্শন করি ঠাকুর পাশ আজ্ঞা মাগিলা।
পূজারী মালা প্রসাদ প্রভুকে আনি দিলা॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ দেশ চলে গৌরহরি॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজগণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সমুদ্রতীরে তারে আলালনাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কাহলেন আচার্য্য গোপীনাথে।
চারি কৌপীন বহির্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে অপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো এক জন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তারে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে ইবে জানিনু তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন।
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করহ আশীর্ব্বাদ।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদ॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প সম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

তথাহি ভবভূতি কৃত বীরচরিত্রস্যোত্তর চরিত্রে
তৃতীয়াঙ্কে ত্রয়োবিংশ শ্লোকঃ।

---

‡ নেউটি—ফিরিয়া।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥২॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্য উঠাইলা ॥
তার লোক সঙ্গে তার ঘরে পাঠাইলা ॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥
সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁহে বহু স্তুতি কৈলা ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কথোক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যত জন ॥
চৌদিকেতে সব লোক বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ করুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর ॥
কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ আবাল।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপ আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে ॥
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।*
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া ॥
মধ্যাহ্ন করিতে আইল দেবতা মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল দ্বারে ॥
তবে দুই প্রভুকে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল ॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কলরব করে ॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায় ॥
এইরূপে সেই ঠাঁঞি ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞি রহিলা।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বাক্যং।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥৩॥

এই শ্লোক পথে পড়ি চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বলে হরি হরি ॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরে কৃষ্ণ।
প্রভু পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণং ॥
কথোক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তার দর্শন কৃপায় হয় তার সম ॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥

---

* অতিকাল—অতি বিলম্ব।

সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন ॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥
প্রভুর দর্শনে হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগত ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্ব লোক বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥
নবদ্বীপে সেই শক্তি না হৈল প্রকাশ।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশ।
প্রভুকে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয় ॥
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥
প্রথমেই করিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাব দক্ষিণ ভ্রমণ ॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে ॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈল।
দেখি সর্ব্ব লোক চিত্তে চমৎকার হৈল ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে ॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি ॥
কৃষ্ণ নাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥
এইমত পরম্পর দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥
যেই গ্রামে যান তাঁরা এই ব্যবহার।
এক ঠাঁঞি কহিল না কহিব আরবার ॥
কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
ঘরে আনি প্রভু কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল স্ববংশ সহিত করিল ভক্ষণ ॥
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির শেষান্ন স্ববংশে খাইল ॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধর্ম্ম ॥
কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে।
সহিতে নারিম তোমার বিরহ তরঙ্গে ॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণ নাম নিরন্তর নিবা ॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করায় এই শিক্ষা ॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর আইলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয় ॥
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ তাতে কীড়াময় ॥†
অঙ্গে হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠায় ॥
রাত্রেতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মভবন ॥

---

† কীড়াময়—কীটময়।

প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া।
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা॥
প্রভু স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীত্যধ্যায়ে
চতুর্দ্দশঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরুক্মিণী
প্রেরিত ব্রাহ্মণবাক্যং।

ক্বাহং দরিদ্রং পাপীয়ান, ক্ব কৃষ্ণঃ
শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং, বাহুভ্যাং
পরিরম্ভিতঃ ॥৪॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
ইবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশ কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে অঙ্গীকার॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃত পদ হৈল প্রভুর নাম॥
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম আগমন।
কূর্ম্ম দরশন বাসুদেব বিমোচন॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি॥
ইথে অপরাধ মোর না লইও ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বাসুদেবোদ্ধার
নামঃ সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্ত।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে,
স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বীতীর্ণৈ-
স্তজ্জত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে কত দিনে গেলা॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথমঃ
শ্লোকস্থ শ্রীধরগোস্বামি কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ।

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং
নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥২॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্বিদিগ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে॥

পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব লোক গণে।
গোদাবরীতীরে প্রভু আইলা কতো দিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তিঁহো স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দরায় আইলা সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহো কহে হও মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুহাঁ আলিঙ্গিয়া দুহেঁ ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি কৈল সম্বরণ॥
সুস্থ হঞা দুহেঁ সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করেছে যতনে॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইনু দরশন॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় সদয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে প্রথমঃ
শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥
আকৃতে প্রাকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥

অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ।*
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে ।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥
এই যত দুহেঁ স্তুতি করে দুহাঁর গুণে ।
দুহেঁ দুহাঁর দরশনে আনন্দিত মনে ॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তার বৈষ্ণব জানিয়া ।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন ।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥
রায় কহে আইলে যদি পামর শোধিতে ।
দর্শন মাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন ।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায় ।
তথাপি দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥
প্রভু যাই সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল ।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া ।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥
নমস্কার কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে ।
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে সেই স্থানে ॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে
অষ্টমঃ শ্লোকঃ ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষ-
কারণং ॥৪॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর ।
রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্য সার ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব
মদর্পণং ॥৫॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর ।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তিসাধ্য সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি-
স্বকান্ ।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স
চ সত্তমঃ ॥৬॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশোধ্যায়ে ষষ্ঠষষ্টি
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥৭॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর ।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রাভক্তি সাধ্য সার ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে
পরাং ॥৮॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর ।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে
তৃতীয়ঃ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনং ।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তিসন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং ।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাং ॥৯॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর ।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার ॥

---

* মায়াবাদী—অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্ট ।

তথাহি পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত রামানন্দ
রায় কৃত শ্লোকঃ।

নানোপচার কৃত পূজনমাত্মবন্ধোঃ,
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠাপিপাসা,
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥১০॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃত তস্যৈব শ্লোকঃ।

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতামতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটি সুকৃতৈ ন লভ্যতে ॥১১॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একা-
দশঃ শ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসোবচনং।

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে
॥১২॥

তথা গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্ত নিঃশেষমনোরথান্তরঃ ॥
কদাহমৈকান্তিক নিত্য কিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং ॥১৩॥

প্রভু কহে এহো হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশোধ্যায়ে দশমঃ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥১৪॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশোধ্যায়ে সপ্ত-
ত্রিংশৎ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতবাক্যং।

নন্দ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং
হরিং ॥১৫॥

তত্রৈব নবমোধ্যায়ে পঞ্চদশঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুকদেববাক্যং।

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ
সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপবি-
মুক্তিদাৎ ॥১৬॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্যসার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ে
চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপী প্রতি উদ্ধববাক্যং।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠঃ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥১৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোধ্যায়ে
দ্বিতীয় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

তাসামাবির ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ ॥১৮॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম্য ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব-
লহর্য্যাং দ্বাবিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং।

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি
কস্যচিৎ ॥১৯॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্ব রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে
বৈসে ॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ময়িভক্তির্হিভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং
মদাপনঃ॥২০॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোধ্যায়ে
দ্বাবিংশতি শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥২১॥

যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধুর্য্য।*
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

তথাহি তত্রৈব রাসে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতোযথা
॥২২॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে॥
এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে
একচত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং
তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত
বল্লভা॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশোধ্যায়ে
পঞ্চবিংশতিঃ শ্লোকে শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য
কস্যাশ্চিত গোপিকায়াবচনং।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়ামনয়-
দ্রহঃ॥২৪॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণ ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈল প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপী যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা প্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া॥
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বিতীয় সর্গে দ্বিতীয়
শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং।

ইতস্ততস্তামনুসৃত্যরাধিকা,
মনঙ্গবাণ ব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥২৫॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বিতীয় সর্গে প্রথম শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যং।

কংসারিরপি সংসার, বাসনা বদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে, তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥২৬॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে মন যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটি গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মুহূর্ত্তে রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

---

* ধুর্য্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

পুস্তকালয়

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ কথনে
ত্রয়শ্চত্বারিংশঃ শ্লোকে শ্রীরূপ-
গোস্বামি বাক্যং।

অহেরিব গতিঃপ্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান
উদঞ্চতি ॥২৭॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে ॥
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাঁহো রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
তাহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে ॥
সেই সব তত্ত্ব বস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ॥
এবে সে জানিল সেব্য সাধন নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্ব রূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ এই নিরূপিতে নারে ॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও সেই কহি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল ॥
তিঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা ॥
তোমার ঠাঞি আইলাম তোমার মহিমা
শুনিয়া।
তুমি মোর স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে লয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণরাধাতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেইমত নাচাও সেইমত নাচিবার ॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতরী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হই সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ
কারণং ॥২৮॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন ॥*
পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে
তৃতীয়ঃ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবচনং।

---

* কামবীজ—ক্লীঁ। কামগায়ত্রী যথা—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ। বৃন্দাবনে প্রাকৃত মদনের অধিকার নাই, এই জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নবীন মদন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কামবীজ ও কামগায়ত্রী সহযোগে ইঁহার আরাধনা করিতে হয়।

তাসামাবির ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ ॥২৯॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্য-
লহর্য্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাকং।

অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচিরুদ্ধ
তারকাপালিঃ।
কলিত শ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্
বিধুর্জ্জয়তি ॥৩০॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে প্রথমসর্গে দ্বাদশ শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যং।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমীন্দিবর,
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈর-
নঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ,
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ শৃঙ্গারং সখি মূর্ত্তি
মানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥৩১॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবত্যধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি
ভূমাপুরুষবাকং।

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা,
ময়োপনীতা ভুবিধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরা সুরান্,
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তিমে ॥৩২॥

তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষোড়শোধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেববিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রি রেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৩৩॥

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টবিংশতি শ্লোকে
মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অপরিকলিতপূর্ব্বং কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মমগরীয়ানেব মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপিহন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥৩৪॥
এই ত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা তত্ত্বরূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকং
ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়
সপ্তমোধ্যায়স্য ষষ্ঠিতম শ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি-
রিষ্যতে ॥৩৫॥
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি-
লহর্য্যাং প্রথম শ্লোকঃ ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য
প্রথমাংশীয় দ্বাদশোধ্যায়স্য পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকঃ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্ব-
সংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-
বর্জ্জিতে ॥৩৬॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠত্ব
কথনে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যং।

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥৩৭॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বা-
রিংশ শ্লোকঃ।

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৩৮॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখি তার কার্য্যব্যূহ রূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরোগে দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীগণ প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধর্ম্মিল্ল বিন্যাস।*
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে পরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।+
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্র রত্ন হৃদয় তরল॥
মধ্যবয়স সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় সোম রস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশ সর্গে দ্বাবিং-
শাধিকশত শ্লোকে শ্রীরাধা কুন্দবল্ল্যোরুক্তি
প্রত্যুক্তি।

কাকৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতিরাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং
কুচেঽস্যাঃ, বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে
রাধিকৈকা ন চান্যা॥৩৯॥
যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলাবিলাস শিক্ষে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ রাধাপ্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়া দুহাঁর বিলাস মহত্ত্ব॥

---

* ধর্ম্মিল্ল বিন্যাস—বেণী রচনা।

+ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি—নায়ক সকাশে নায়িকার যুগপৎ হর্ষাদি বিবিধ ভাবের আবির্ভাব।

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত ॥
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥৪০॥

তথাহি তত্রৈব।

অকস্মাদেকস্মিন্ পথিসখীময়া যামুনতটং,
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ।
সদৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিংবা করুতনহি জানে তত
ইদৎ, মনোমে ব্যালোলং ক্বচন গৃহবর্ত্ত্যেন নয়তি ॥৪১॥

রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

বাচাসূচিত শর্ব্বরীরতিকলা প্রাগল্‌ভ্যয়া
রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলি মকরী পাণ্ডিত্য
পারং গতঃ কৈশোরং সফলী করোতি
কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥৪২॥

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥
যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥
এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥

তথাহি গীতং।

পহি লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুই মন মনোভাব পেশল জানি ॥
এ সখী সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি কিছুরল জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকো মিলনে মধ্যেত পাঁচ বাণ ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাব কথনে দশাধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যঃ।

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য
ক্রমাদ্যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জ কুঞ্জরপতে নির্দ্ধূত-ভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারু কৃতী ॥৪৩॥

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥
রায় কহে যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে হয় কোন ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ॥
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে সপ্তদশ শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি নান্দিমুখী বচনং।

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীর্বিবেশঃ,
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং
রসজ্ঞঃ ॥৪৪॥

তথাহি তত্রৈব শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি
নান্দিমুখীং বচনং।

মহাভাবোজ্জ্বল চিন্তা রত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাং।
সখিপ্রণয় সগন্ধ বরোদ্বর্ত্তন স্বপ্রভাং ॥৪৫॥
সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে ষোড়শ
শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি নান্দিমুখীং বচনং।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী
নামশক্তেঃ,
সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দল পুষ্পাদি-
তুল্যা স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈ
রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি
যত্তন্নচিত্রং ॥৪৬॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম।
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তি-
লহর্য্যাং পঞ্চদশাধিক শতাঙ্কধৃত গৌতমীতন্ত্রং।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ
প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-
প্রিয়াঃ ॥৪৭॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোত্রিংশোধ্যায়ে
বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ,
শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৪৮॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
দেব ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
রাগানুমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন প্রায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা সেই ভজে ॥
ভাবযজ্ঞ দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে-
উনবিংশতি শ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ।

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মু-
নয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ড বিষাক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ-
সুধাঃ ॥৪৯॥
সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাব অনুগতি।
সমা শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ॥
অঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমোধ্যায়ে ষোড়শ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাকং।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকা-
সুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতা-
মিহ ॥৫০॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধি দেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখী ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ে
চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীপ্রতি উদ্ধববাক্যং।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠঃ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥৫১॥

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দুহেঁ গেলা॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া॥
মোরে কৃপা করি তোমার ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥
তোমা বিনা অন্য নাঞি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাঞি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥
প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইলে মন॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা॥
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥
নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এত বলি দুহেঁ নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥
অন্যোন্যে মিলি দুহেঁ নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা॥
প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবে কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥
সম্পর্ত্ত্যের মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তি বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম সেই যার মুক্তশিরোমণি॥
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতে মর্ম্ম॥
শ্রেয় মধ্যে কোন্ শ্রেয় জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয় নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাঁহা নিত্য লীলা রাস॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ রসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাহাঁ দুহাঁর গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥
এইমত দুইজনের কৃষ্ণকথা রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হৈল রাত্রি শেষে ॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥
ইষ্ঠ-গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈল প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ে
প্রথমশ্লোকে ব্যাসদেববাক্যং।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ
স্বরাট্, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিস-
র্গোঽমৃষা, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥৫২॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ॥
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিলো তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
ইবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপ রূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাতে এক প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ে
চতুশ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি
হরিবাক্যং।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষু ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৩॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ে পঞ্চম
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব
পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টত-
নবো ববৃষুঃ স্ম ॥৫৪॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফূরয় ॥
রায় কহে প্রভু মোরে ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি ॥
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার ॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্য জন ॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্য
জন ॥

তাঁর তাবে ভাবিত করি আত্মমন ।
তবে কৃষ্ণমাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥
গুপ্তে রাখিহ কাঁহা না করিহ প্রকাশ ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল ।
অতএব তোমায় আমায় এই সমতুল ॥
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
নিগূঢ় ব্রজের রসলীলার বিচার ।
অনেক কহিল তার না পাইল পার ॥
তামা কাসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামণি ।
কেহ যেন পোঁতা কাঁহা পায় এক খানি ॥
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্তু পায় ।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥
আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা ।
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
এত বুলি রামানন্দ করি আলিঙ্গন ।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান ।
তারে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত ।
প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজ মত ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন ।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥
সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন দুগ্ধপূর ।
রামানন্দচরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥*
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন ।
ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন ॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥
রসতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে ।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিত্তে ॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহু দূর ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার ।
যার মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে ।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দ রায় সঙ্গোৎসব নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্থ ।

নানামত গ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্য জনদ্বিজান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল ।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥

---

* খণ্ড—শর্করা ।

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থ গমন হয় ফেরাফেরি ॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে পায় দরশন।
যে গ্রামে রহে সেই গ্রামের যত জন ॥
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি ॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥*
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণ নামে ॥

তথাহি।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
পাহিমাং ॥২॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিল প্রয়াণ।
গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গাস্নান ॥†
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোক কৃষ্ণ নাম লওয়াইল ॥
রামদাস মহাদেব করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি।
সিদ্ধিবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
যেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়।
রাম নাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥
সেই দিন তাঁর ঘরে রহি ভিক্ষা করি।
তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥
স্কন্ধক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্ধ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥
পুনঃ সিদ্ধিবট আইলা সেই বিপ্রঘরে ॥
সেই বিপ্র কৃষ্ণ নাম লয় নিরন্তরে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রাম নাম।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে রাম নাম দূরে গেলা ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে
অষ্টম শ্লোক স্তথা তত্রৈবচ উত্তরখণ্ডে
দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্র
নাম স্তোত্রে শেষ শ্লোকঃ।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে
চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিচত্বা-
রিংশ শ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধর গোস্বামি ধৃতঃ
মহাভারতস্য উদ্‌যোগ পর্ব্বীয়ৈক সপ্তত্য-
ধ্যায়স্য চতুর্থ শ্লোকঃ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভি-
ধীয়তে ॥৩॥

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবম
শ্লোক স্তথা তত্রৈবচ উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ে
শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্র নাম স্তোত্র নাম শেষ শ্লোকঃ।

---

* শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

† গৌতমী গঙ্গা—গোতমী নদীর শাখা বৈণগঙ্গা। গোতমী—গোদাবরী।

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে ।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥৪॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসৈকাদশ বিলাসে অষ্টপঞ্চাদশাধিক দ্বিশতাঙ্ক ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং ।

সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৫॥

এই বাক্যে কৃষ্ণ নামের মহিমা অপার ।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥
ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই ।
সুখ পাঞা রাম নাম রাত্রি দিন গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল ।
তাঁহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল ।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে ।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব দরশনে ॥
তাহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রামে ।
ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহা করিলা বিশ্রামে ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে ।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে ॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ ।
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সর্ব্ব দেশ ॥
তার্কিক মীমাংসক যত মায়াবাদীগণ ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবেই প্রচণ্ড ।
সর্ব্ব মত দুষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে ।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ ।
এইমত বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ ॥
পাষণ্ডীগণ আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে ।*
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল বলিতে ॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে ।
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে ।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রশ্ন সব উঠাইল ।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবায় পাইল পরাজয় ।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয় ॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা ।
সব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা ॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া ।
প্রভু আগে নিল মহাপ্রসাদ বলিয়া ॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল ।
ওষ্ঠে করি থালি সহ অন্ন লঞা গেল ॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন অমেধ্য হইয়া ।†
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটি গেল ।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ ॥
তুমিত ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি ।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি ॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন ।
সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥

---

* শাস্ত্রোদ্গ্রাহ—শাস্ত্র বিচার ।

* নবমত—(১) ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু । (২) জগৎ অস্তিত্বহীন, উহা অবিদ্যাজাত । (৩) অহংতত্ত্ব । (৪) পরলোক ও আত্মার ক্রমোন্নতি । (৫) বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উপায় । (৬) নির্ব্বাণতত্ত্ব । (৭) বৌদ্ধ দর্শন । (৮) বেদ প্রভৃতি অপৌরুষেয় নয় । (৯) সগুণ ও নির্গুণবাদ ।

† অমেধ্য—অপবিত্র ।

গুরুকর্ণে কহে সবে কৃষ্ণ রাম হরি ।
চেতন পাইয়া আচার্য্য বলে হরি হরি ॥
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করেন বিনয় ।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন ।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন ॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে ।*
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি বেঙ্কটারে চলে ॥†
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন ।‡
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥
স্বপ্রভাবে লোক সব করাঞা বিস্ময় ।
পানা নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥
শ্রীনৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল ।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥
শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব দরশন ।¶
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল নারায়ণ ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল ।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তি-স্থানে ।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল প্রণামে ॥
পক্ষি তীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন ।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিলা গমন ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি ।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌরহরি ॥§
শিয়ালী-ভৈরবী দেবী করি দরশন ।*
কাবেরীর তীর আইলা শচীর নন্দন ॥
গোসমাজ-শিব দেখি আইলা বেদাবন ।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল বন্দন ।
অমৃতলিঙ্গ শিব দেখি বন্দন করিল ।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব হইল ॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন ।
শ্রীবৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহা গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর ।†
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন ।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥‡
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন ।
দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥
নিজ ঘরে লঞা কৈল পাদ প্রক্ষালন ।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন ।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন ॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে ।
কৃষ্ণ কথা কহি কৃপায় উদ্ধার আমারে ॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথারসে ।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন ।
প্রতি দিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥
সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক ।
দেখিবারে আইসে লোকে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥

---

* ত্রিপদী ত্রিমল্লে—মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ত্রিপতির নামক পর্ব্বত ।

† মান্দ্রাজের প্রায় চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে বেঙ্কট বা বেঙ্কটার নামক পর্ব্বত ।

‡ ত্রিপতির নামক পর্ব্বতে একটী শ্রীরাম বিগ্রহ বিরাজিত আছেন ; রামানুজ ঐ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ।

¶ শিবকাঞ্চী—মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত, চেঙ্গলপট্ট জেলার পেলার নামক নদীতীরে 'কাঞ্চিপুরম' নামে যে নগর আছে, তাহারই নাম শিবকাঞ্চী ।

§ চেঙ্গলপট্ট জেলাতেই পীতাম্বর শিব অধিষ্ঠিত ।

* শিয়ালী নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত । ঐ স্থানে শিয়ালী-ভৈরবী নাম্নী দেবী আছেন ।

† এইরূপ জনশ্রুতি যে, কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে এই সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল ।

‡ শ্রীরঙ্গদ্বীপ মদুরার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত । কাবেরী নদীর দুইটী শাখা শ্রীরঙ্গদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে । উক্ত স্থানে শ্রীরঙ্গনাথ নামে বিগ্রহ বিরাজিত আছেন । ইহা রামানুজ-[illegible] ।

লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুকে দেখিতে॥
কৃষ্ণ নাম বিনা কেহ নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কথোক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি করে গীতা আবর্ত্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোক করে উপহাসে॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিতমনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিল তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর।
বসি আছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পঠোঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুপদে ধরি বিপ্র করেন রোদন॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে তার মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাল শিক্ষণ।
এই বাত কাহাঁ না করিহ প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুসঙ্গ কভু না ছাড়িল॥
এই মত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণ কথানন্দ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন॥
নিরন্তর তার সঙ্গে হৈল সখ্যভাগ।
হাস্য পরিহাস দুহেঁ সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং।

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্
সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৬॥

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ এক স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বাত্রিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

সিদ্ধান্তস্তত্বভেদেপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥৭॥

কৃষ্ণ সঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেন কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপী প্রতি উদ্ধববাক্যং।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহিতকণ্ঠঃ,
লব্ধাশিষাং য উগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং ॥৮॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইল কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে উনবিংশতি শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতি।

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগ যুজো, হৃদি য
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃস্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড বিষাক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রি সরোজ-
সুধাঃ ॥৯॥
শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইঁহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গভীর ॥
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার
লীলামর্ম্ম ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাহার চরণ ॥
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তারে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে নাহি সম্বন্ধ মানন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায়ে শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমোধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং
গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি-
মতামিহ ॥১০॥
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥
ব্যুহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপীরাগানুগতা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস বিলাস।
অতএব নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥[†]
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণবের ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥
এই তার গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস দ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না করিহ সংশয়।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ ॥
অতএব লক্ষ্মী আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োধ্যায়ে অষ্টবিংশতি শ্লোকে সৌনকাদিন প্রতি সূতবচনং।

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তুঃ ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে
যুগে ॥১১॥
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক সে হয় প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ॥

[†] গোপীদেহ না হইলে অন্য দেহে কৃষ্ণসঙ্গমপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রুতিগণও গোপীকারাগানুবর্ত্তী হইয়া গোপীদের ন্যায় দেহ লাভ করিয়া কৃষ্ণসহ রতিক্রীড়ায় সমর্থ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী নিজ দেহে কৃষ্ণসঙ্গমলাভের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। এই জন্য বেদব্যাস উপরোক্ত শ্লোক বর্ণনা করিয়াছেন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহর্য্যাং দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥১২॥

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপীকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥

তথাহি ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে ত্রয়োদশ শ্লোকে সূর্য্য-পত্নী সর্ব্বণাং প্রতি বিশাখাবাক্যং।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুষো ভাবস্য
কস্তাং কৃতী বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ পদবী
সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্
ভুজৈ র্জিষ্ণুভির্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং
রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥১৩॥

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥
দুঃখ না ভাবিহ ভট্ট কৈল পরিহাস।
শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস ॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি জানিহ স্বরূপ ॥
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরেতে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং উন-চত্বারিংশাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনং।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথা-

ভট্ট কহে কাহাঁ আমি জীব পামর।
কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি ॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন ॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যার রূপগুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥
ইবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে কৃপা করি ॥
এত বলি ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥
প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গ লীলা করে শচীর নন্দন ॥
ঋষভ পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি।*
নারায়ণ দেখি তাঁহা নতি স্তুতি করি ॥
পরমানন্দপুরী তাহাঁ রহে চাতুর্ম্মাস।†
শুনি মহাপ্রভু গেলা গোসাঞির পাশ ॥
পুরীগোসাঞি প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল
আলিঙ্গন ॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দুহেঁ রহে এক সঙ্গে ॥
পুরীগোসাঞি বলে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে ॥
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥

---

* ঋষভ—নীলগিরির একটী শৃঙ্গের নাম ঋষভ।

† পরমানন্দপুরী—চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর [illegible] [illegible] ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লইয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে॥*
শিব দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিনদিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত বার্ত্তা কহে দুই জন॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্ট গোষ্ঠী।
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরীকামকোষ্ঠী॥†
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।‡
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।§
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র পাক নাহি করে॥
মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে লোক নাহি হয়॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥
তার উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে॥
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে।
প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখ কেনে করহ হুতাশ॥
বিপ্র কহে মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কাণে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু বলে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শনে।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণে॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন॥
দুর্ব্বেসনে রঘুনাথে কৈল দরশন।
মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামে করিল বন্দন॥
সেতুবন্ধ আসি কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।‡
রামেশ্বর দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥
বিপ্র সভায় শুনে তাহাঁ কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা উপাখ্যান॥

---

* শ্রীশৈল—নীলগিরির অন্যতম শৃঙ্গ।

† কামকোষ্ঠি—বর্ত্তমান “কম্বুকোনম্” নামক নগর পূর্ব্বকালে “কামকোষ্ঠি” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত।

‡ দক্ষিণ মথুরা—পুরাকালে এই নগরী প্রভূত সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। পাণ্ড্যরাজগণ ইহার অধিপতি ছিলেন। এক্ষণে ইহা “মদুরা” নামে অভিহিত।

§ এইরূপ প্রবাদ যে, ভিগে নদীই পূর্ব্বে “কৃতমালা” নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

‡ সেতুবন্ধ তীর্থ ভিগে নদীর সমুদ্রসঙ্গম স্থানে অবস্থিত। “পম্বেন” নামক যে প্রণালী ভারতবর্ষ ও রামেশ্বর দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তাহাই পুরাকালে “ধনুস্তীর্থ” বলিয়া খ্যাত ছিল। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রদেশ দ্বারা সাগরবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে এই তীর্থের উদ্ভব হয়। রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হইলে ঐ “পামেন” [illegible] পার হইতে হয়।

CC-0. In Public Domain [illegible] Haridwar

পতিব্রতা শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সতী রামের গৃহিণী ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ ॥
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র দিল ॥
নূতন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে দেয়াইল।
প্রতীত লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল।
পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্র সেই পত্র আনি দিল ॥

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে।

সীতায়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনং।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নি পুরং
গতা ॥১৫॥

তথাহি তত্রৈব।

পরীক্ষা সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তা
দননীয়ৎ ॥১৬॥

পত্র পাঞা বিপ্রের আনন্দিত হৈল মন।
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥
বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ॥
মহা দুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে ॥
এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি ॥
পাণ্ডুদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণীতীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে ॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখিল সীতাপতি ॥
চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥
মলয় পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যা কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥
আমলিতলাতে দেখি শ্রীরাম গৌরহরি।
মল্লার দেশে আইলা যথা ভট্টমারি ॥§
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইল বেতাপানি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহিত তাঁহা কৈল দরশন ॥
স্ত্রীধন দেখাইয়া তারে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশ্যে প্রভু আইলা সত্বরে ॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসী ॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইল সবে চারিদিগে ধাঞা ॥
তারি অস্ত্র তারি অঙ্গে পড়ে হাতে হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে ॥
ভট্টমারি ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন ॥
সেই দিন চলি আইলা পয়স্বিনীতীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥

---

§ মল্লার দেশ মালাবারের উপকূলে অবস্থিত; উহা একণে মালাবার দেশ বলিয়া খ্যাত।

কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
অতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকে হৈল মহা চমৎকার।
সর্ব্বলোকে কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুঁথি তাঁহা পাইল॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বিকার॥
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমাতত্ত্ব পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি লইল লিখিয়া।
অনন্তপদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥*
দিন দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পয়োষ্ণি আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ॥†
সিংহারি মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে।‡
মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥§
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাহাঁ তত্ত্ববাদী।
উড়ুপ কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হৈলা
প্রেমোন্মাদী॥¶
নর্ত্তক গোপাল দেখি পরম মোহনে।
মধ্বাচার্য্য স্বপ্ন দিয়া আইলা তার স্থানে॥
গোপীচন্দন তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
মাধ্বাচার্য্যে ঠাঞি কৃষ্ণ আইলা কোনমতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহা সুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহু প্রভু নৃত্যগীত কৈল॥
তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানে বহুত করিল শ্রদ্ধাকার॥
বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি॥
তা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাহা সবা সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা ফলের পরম সাধন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়েঽষ্টাদশ
শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-
নিবেদনং॥১৭॥

তথাহি তত্রৈব।

ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥১৮
শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চ পুরুষার্থ পুরুষার্থের সীমা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ে
অষ্টত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি
যোগেন্দ্রবাক্যং।

---

* "অনন্তপদ্মনাভ" নামক স্থানে মাধবাচার্য্য প্রথমে দীক্ষিত হন।

† মাধবাচার্য্য প্রতিষ্টিত আটটী দেব মন্দিরের একটীর নাম পয়োষ্ণি।

‡ সিংহারি—শৃঙ্গগিরির এক নাম সিংহারি। ইহা কোচিন দেশে তুঙ্গভদ্রাতীরে অবস্থিত। এই স্থানে শঙ্করাচার্য্য একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

§ কৃষ্ণানদীর একটী বিস্তৃত শাখার নাম তুঙ্গ-ভদ্রা। তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটী শাখার মিলনে উহার উৎপত্তি।

¶ সমুদ্রকুল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে পয়স্বিনী নদীতীরে "উদিপি" নামক দেবমন্দির। ঐ মন্দিরে মাধ্বাচার্য্য "উড়ুপ" নামা কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

CC-0. In Public Domain. Guruku Haridwar

এবং ব্রত স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা,
জাতনুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৯॥

কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশোধ্যায়ে ষট্ষষ্টি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥২১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশতিতমাধ্যায়ে নবম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজয়তে ॥২২॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উনত্রিংশোধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাং ॥২৩॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত স্বজনার্থদারান্,
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্,
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥২৪॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥২৫॥

মুক্তি কর্ম্ম দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থান তুমি সাধ্য সাধন ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না করিলা তেঁই সাধ্য সাধন লক্ষণ ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধে।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধে ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে ॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গু তীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥
ত্রিতকূপ-বিশালার করিল দর্শন।
পঞ্চাপ্সরা তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়ণি।
শূর্পারক তীর্থে আইলা ন্যাসী-শিরোমণি ॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি দেখে ক্ষীর ভগবতী।
নাঙ্গগণেশ দেখি দেখে চোরা পার্ব্বতী ॥
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ ॥§

---

§ বোম্বাইয়ের অন্তর্গত শোলাপুরের অনতিদূরে ভীমানদীতীরে পাণ্ডারপুর অবস্থিত। উহাই পূর্ব্বে পাণ্ডুপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে বিঠ্ঠল দেবের মন্দির আছে।

প্রেমাবেশে কৈল বহু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি তথা এক শুভ বার্ত্তা পাইল ॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র গৃহে বসিয়াছে দেখিল তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড প্রণাম।
অশ্রু পুলক কম্প সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠহ শ্রীপাদ বুলি বলিলা বচন ॥
শ্রীপাদ ধরহ মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥
এত বুলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥
ক্ষণেকে আবেশ করি দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥
অদ্ভুত প্রেমবন্যা দুঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি দুঁহে আনন্দে বসিল ॥
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্র দিনে।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে ॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিলা জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কন নবদ্বীপ নাম ॥
শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী ॥
জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্টে তাঁহা যে খাইল ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥
রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্র সম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে ॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥
এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠি করি।
দ্বারিকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥
দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করি বিঠ্ঠল দর্শন ॥[*]
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্বাতীরে।[†]
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দিরে ॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥[‡]
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল ॥
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাতে হৈতে হয় কৃষ্ণ শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে সিয়বধি ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহা যত্ন করি দুই পুঁথি আইলা লঞা ॥
তাপী স্নান করি আইলা মহেশ্মতীপুরে।[¶]
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥
ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।[§]
ঋষ্যমুখ গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ দেখে কানন ভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্ধান হৈল ॥
শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তিকার হয় বিনা এক রাম ॥

---

[*] ভীমা নদীর অপর নাম ভীমরথী।

[†] কৃষ্ণা নদীর অপর নাম কৃষ্ণবেন্বা।

[‡] বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

[¶] তাপ্তী নদীর অপর নাম তাপী।

[§] উজ্জয়িনী নগরীর নিকট যে কালীসিন্ধু নাম্নী নদী প্রবাহিতা, তাহাই পূর্ব্বে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে খ্যাত ছিল। উক্ত নদী বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃতা।

প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।*
পঞ্চবটী আসি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥
নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥
সপ্ত গোদাবরী আইলা তীর্থ বহুতর।†
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভু আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তারে উঠাইয়া॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন॥
কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া॥
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥
প্রভু কহে তুমি যে প্রেম সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুস্তকে সেই রস সাক্ষী দিলে॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিয়া লোক আইল সকল॥
লোক দেখি রামানন্দ গেল নিজ ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কৈল জাগরণ॥
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রি দিনে॥
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥
রামানন্দ কহে প্রভু তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনয় করিয়া॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে।
চলিবার উদ্যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে॥
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহলে॥
দিন দশ ইহা সবার করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈল আগমন।
সেই পথে চলিলা দেখি সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ॥
যাহাঁ যায় লোক উঠে হরিধ্বনি করি।
দেখি আনন্দিত মন হৈলা গৌরহরি॥
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণ বোলাইল॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিল প্রেমে থেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ॥
নাচিতে চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগি পাঞা॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ ক্রন্দন॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে॥
জগন্নাথ দরশনে প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল আইলা সবে প্রসাদমালা লঞা॥
মালা প্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি প্রভুর মিলিলা চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥

---

* পম্পা সরোবর বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

† গোদাবরীর সাতটী শাখা যথা—(১) বাণগঙ্গা, (২) উর্দ্ধা, (৩) পাণিগঙ্গা, (৪) মঞ্জিরা, (৫) পূর্ণা, (৬) ইন্দ্রবতী, (৭) গোদাবরী।

প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা।
পীঠা পানা আদি জগন্নাথ যে খাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন॥
প্রভু তারে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈনু পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখি এক জন॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থযাত্রা কথা এই কৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যায় আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যমখণ্ডে দক্ষিণদেশে
তীর্থ ভ্রমণং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যান্য জীবয়ৎ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু যবে চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা বোলাইল সার্ব্বভৌমে॥‡
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তিহঁ পুছিল তাঁহারে॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তিহঁ মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈল কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাও মোরে তাঁর দরশন॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটনা না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিহঁ রহেন নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তিহঁ রাজ দরশনে॥
তথা প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তিহঁ দক্ষিণ গমন॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়
অষ্টম শ্লোকে বিদুরঃ প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্যং॥

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
গদাভৃতা॥২॥

---

‡ রাজা প্রতাপরুদ্র গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজা। ইনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধগণকে উৎকল রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইঁহার গুরুর নাম [illegible] জীর মন্দির ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

CC-0. In Public Domain. [illegible] Haridwar

বৈষ্ণবের হয় এক স্বভাব নিশ্চল ।
তিহঁ জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে।
পায় পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিহঁ স্বয়ং ঈশ্বর তন্ত্র ।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তেহঁ নহে পরতন্ত্র ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহা যত্ন কৈল ।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব রাখিতে নারিল ॥
রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি ।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি ॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন ।
একবার দেখি করি সফল নয়ন ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিহঁ আসিবে অল্পকালে ।
রহিতে তাঁরে একস্থান চাহিয়ে বিরলে ॥
ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জনে ।
এমত নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে ॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন ।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন ॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান ।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হৈব অবস্থান ॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥
সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল ।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন ।
সবে আসি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥
প্রভু সহিত আমা সবার করাহ দর্শন ।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর দর্শন ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাব সবারে ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ।
জগন্নাথ দর্শন কৈল মহারঙ্গে ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥
দর্শন করিয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র ঘরে ॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িলা প্রভুর চরণে ।
গৃহ সহিত আত্ম তারে কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইল ।
আত্মসাত করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে ।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥
সুখী হৈলা দেখি প্রভু বাসার সংস্থান ।
যেইত বাসায় হয় সর্ব্ব সমাধান ॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু যোগ্য তোমার বাসা ।
তুমি অঙ্গীকার কর কাশীমিশ্রের আশা ॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার ।
যেই তুমি কহ সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি ।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে ।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥
তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার ।
তৈছে এই সব সবা কর অঙ্গীকার ॥
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন ।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণ বেত্রধারী ।
শিখিমাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী ॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব প্রধান ।
জগন্নাথের মহাসোয়ার ইঁহ দাস নাম ॥
মুরারিমাহাতি ইঁহ শিখিমাহাতির ভাই ।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাঞি ॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ ।
বিষ্ণুদাস ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥
এ সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥
তবে সবে ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ হঞা ।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাহার মহিমা লোকে কহনে না যায়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
তবে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ॥
নিজগৃহে বৃত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিনু আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিব সেবনে॥
আত্মীয়তা জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবা।
যেই যবে ইচ্ছা তবে সেই আজ্ঞা দিবা॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ তুমি নহ পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার স্ববংশে কিঙ্কর॥
দিন পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করাইল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুন ইহার চরিত্র।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইঁহায় আনিল উদ্ধারিয়া॥
ইবে আমি ইঁহা আনি করিয়া বিদায়।
যাহাঁ যাহ আমা সনে নাহি আর দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর॥
গৌড়দেশ পাঠাইতে চাহি এক জন।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিবে গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া॥
আর দিন প্রভু স্থানে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই এক জন॥
তোমার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই॥
এক জন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে সেই কর যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণ দাস।
নবদ্বীপে গেল তিঁহ শচী আই পাশ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল শচী মাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া করে নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনি আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য গীত হুঙ্কার কৈল॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ॥

CC-0. In Public Domain idwar

শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
সবে মেলি গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন ।
আচার্য্য গোসাঞি সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥
দিন দুই তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল ।
নীলাচলে যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল ॥
সবে মেলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া ।
নীলাদ্রি চলিব শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী ।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা সবে আসি ॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে ।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥
সে কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী ।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী ॥
আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম ।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥
প্রভুর আগমনে তেঁহ তাহাঞি শুনিল ।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকর নাম ।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা পয়াণ ॥
সত্বরে আসিয়া তিঁহ মিলিলা প্রভুরে ।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি ।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচল পুরী ॥
দক্ষিণ হৈতে শুনি তোমার আগমন ।
শচীর আনন্দ আর যত ভক্তগণ ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ।
তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম তুরিতে ॥
কাশীমিশ্রের আবেশে নিভৃতে এক ঘর ।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর ॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর ।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর ॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তার নাম পূর্ব্বাশ্রমে ।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া ।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥
চৈতন্যানন্দ গুরু আজ্ঞা দিলেন তাহারে ।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥
পরম বিরক্ত তেহঁ পরম পণ্ডিত ।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত ॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণে ।
উন্মাদে করিল তিহঁ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্র-ত্যাগ রূপ ।
যোগ্যপট্ট না নিল নাম হইল স্বরূপ ॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে ।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার সনে ।
নির্জ্জনে রহয়ে লোক সবা নাহি জানে ॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে ।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে ॥
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আর রসাভাস ।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ সম ॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা ।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে বিংশতি
শ্লোকে আকাশে লক্ষং বদ্ধা শ্রীস্বরূপ
গোস্বামিবাক্যং ।

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া, শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥৩॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥
কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোরে ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িল।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা ॥
তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী গোসাঞি কৈল তারে প্রেম আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দিল তারে নিভৃতে বাসা ঘর।
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি দিল এক কিঙ্কর ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত সঙ্গে।
বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥
হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন ॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল তোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকটে যাই সেবিহ তাঁহারে ॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা পদে ধাঞা।
গোসাঞি কহেন পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাল তোমারে ॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরীগোসাঞি শূদ্র সেবক কাহেতো রাখিলা ॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র ॥
ঈশ্বরের কৃপায় জাতি কুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে ॥
স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥
মর্য্যাদা হইতে কোটি সুখস্নেহ আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম শ্রবণে ॥
এত বুলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥
তাহারে আপন সেবা করিতে যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায় ॥
ভট্ট কহে গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান।
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে শাস্ত্র প্রমাণ ॥

তথাহি রঘুবংশে চতুর্দ্দশ সর্গে সীতাবনবাসপ্রসঙ্গে
ষট্‌চত্বারিংশৎ শ্লোকঃ।

স শুশ্রুবান্মতরি ভার্গবেণ, পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাংহ্যবিচারণীয়া ॥৪॥

তথাহি বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশতি সর্গে শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাস প্রসঙ্গে
নবম শ্লোকঃ।

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়াকার্য্যা মহাত্মনঃ
শ্রেয়োহ্যেবং ভবত্যাশ্চমমচৈব বিশেষতঃ ॥৫॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥
ছোট বড় কীর্ত্তনিয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ তাঁরে যদি আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তিহঁ যাব তাঁর ঠাঞি॥
এত বলি মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দভারতীর আগে।
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥
দেখিয়াত ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাঞি।
মুকুন্দেরে পুছে কাহাঁ ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে তেঁহ নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেন পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচার।
মোর চর্ম্মাম্বর এই নাভায় ইহারে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিলা বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিক্ষাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাঙ চিত্তে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল॥
তুমি গৌরব্রহ্ম তেঁহ শ্যামবরণ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগত তারণ॥
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তোমার গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন অচল॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া।
ইহার সনে আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমারে শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এইত কারণ॥

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে শতাধিকোনপঞ্চাশদধ্যায়ে সহস্রনাম্নি একনবতি শ্লোকঃ।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ॥৬॥

এই সব নামের ইহঁ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর দ্বিভুজ অঙ্গদ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥
গুরু শিষ্যের ন্যায়ে শিষ্য সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে এহ নহে অন্য হেতু হয়॥
ভক্ত ঠাঞি হার তুমি এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিনু মুঞি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে মুখে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥
বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার।
ইহাঁ দেখি সেই দশা হইল আমার॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাং বিংশত্যাঙ্কধৃতঃ বিল্বমঙ্গল শ্লোকঃ।

অদ্বৈতবীথী পথিকৈরূপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।

শঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন, দাসীকৃতাগোপবধূ বিটেন ॥৭॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেহ সাক্ষাৎ দরশন ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥
এত বুলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা।
ভারতী গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥
রাম ভট্টাচার্য্য আর ভগবান আচার্য্য।
প্রভুপাশে রহিলা দুহেঁ ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজস্থানে ॥
প্রভুকে করান লঞা ঈশ্বর দরশন।
লোক ভিড় আগে সব করি নিবারণ ॥
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাহাঁ হয় ॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখিল নিজস্থানে ॥
এইত কহিল প্রভুর বৈষ্ণবমিলন
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ, কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না, চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে ॥
অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে ॥
প্রভু কহে কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হইলে নয় ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায় ॥
উৎকণ্ঠা হঞাছে তোমা মিলিবারে চায় ॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব বাক্যং।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য,
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥২॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব বাক্যং।

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥৩॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা।
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা দর্শনে চলিলা ॥

রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে ।*
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙ্গে ॥
রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
রায় সঙ্গে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার ।
সর্ব্ব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার ॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল ।
তোমার ইচ্ছায় রাজা বিষয় ছাড়াইল ॥
আমি কহি আমা হৈতে না হয় বিষয় ।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল ।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশ ।
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন ।
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্যচরণ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ।
তাঁরে যেই ভজে তার সফল জীবনে ॥
পরম কৃপালু তিঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন ॥
যে তাঁহার প্রেম আর্ত্তি দেখিনু তোমাতে ।
তাঁর এক প্রেমলেশ নাহিক আমাতে ॥
প্রভু কহে তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান ।
তোমাকে যে প্রীত করে সেই ভাগ্যবান্ ॥
তোমাকে যে এত প্রীত হইল রাজার ।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশোধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং ।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু সম্মতি ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা সদ্‌গুণৈরণং ।
মর্য্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনং ॥৫॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিববাক্যং ।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশতি শ্লোকে মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরবচনং ।

দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মস্থ ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৭॥

পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ ।
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন ।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমলনয়ন ।
রায় কহে ইবে যাই পাব দরশন ॥
প্রভু কহে তুমি কি কার্য্য করিলে ।
ঈশ্বর না দেখি কেনে আগে এথা আইলে ॥
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি ।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী ॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইলা ।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈলা ॥
প্রভু কহে শীঘ্র গিয়া কর দরশন ।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন ॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে ।
রায়ের প্রেমভক্তিরীতি বুঝে কোন্ জনে ॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ।
সার্ব্বভৌম নমস্করি তাহারে পুছিলা ॥
মোর লাগি প্রভুপদে কৈলে নিবেদন ।
সার্ব্বভৌম কহে কৈনু অনেক যতন ॥
তথাপি না করে তেঁহ রাজদরশন ।
ক্ষেত্র ছাড়িবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥

---

* গঙ্গাবংশীয় রাজগণের উপাধি গজপতি ।

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অবতার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে সপ্ততি
শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্রবাক্যং।

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতিন্ সবীক্ষতে হন্ত তথাপি নোমাং।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি, নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥৮॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা মোর না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁ বিনা ছাড়িব জীবন ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥
তেঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর প্রভু দেখিবেক যায় ॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণরাসপঞ্চধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে যাই মহাপ্রভুর ধরিতে চরণ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণ নাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেমগুণ।
প্রভু আগে কহিলেন প্রভুর ফিরি গেল মন ॥
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥
রাজা প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয়।
স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় দুঃখ ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া।
আলালনাথ গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥
পাছে প্রভুর নিকটে আইলা ভক্তগণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে ॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজা ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥
হেন কালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহা ভাগবত ॥
নরেন্দ্র আসিয়া সবে হৈলা বিদ্যমান।
তাহা সবারে চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান ॥
রাজা কহে পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব।
বাসা দিয়ে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব ॥
মহাপ্রভুরগণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাকে ॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥
আমি কাহ নাহি চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবাকে করাবে পরিচয় ॥
এত বুলি তিনজন অট্টালী চড়িলা।
হেন কালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইলা ॥
দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন।
মালা প্রসাদ লঞা যায় যাহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে।
রাজা কহে এই কোন্ চিনাহ আমারে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর হয় ইহঁ দ্বিতীয় কলেবর ॥

দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহাঁ দুহাঁ দিয়া ।
মালা পাঠাইয়াছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পাইল ।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি তাঁরে দিল ॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে ;
তারে নাহি চিনে আচার্য্য পুছিল দামোদরে ॥

দামোদর কহে ইঁহার গোবিন্দ নাম ।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান ॥
প্রভুসেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ।
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিল ॥
রাজা কহে যারে মালা দিল দুই জন ।
কহ আচার্য্য তেজ বড় মহান্ত কোন্ জন ॥
আচার্য্য কহে ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য ।
মহাপ্রভুর মর্ম্মপাত্র সর্ব্ব শিরোধার্য্য ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহঁ পণ্ডিত গদাধর ॥
আচার্য্যরত্ন ইঁহ পণ্ডিত পুরন্দর ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ পণ্ডিত শঙ্কর ॥
এই মুরারি গুপ্ত ইঁহ পণ্ডিত নারায়ণ ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥
এই হরি ভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥
রাঘব পণ্ডিত ইঁহ আচার্য্যনন্দন ।
শ্রীমান পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥
শুক্লাম্বর দেখ এই শ্রীধর বিজয় ।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় ॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান ।
রামানন্দ আদি সব দেখ বিদ্যমান ॥
মুকুন্দ দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন ।
চৈতন্যের গণ সব চৈতন্যজীবন ॥
রাজা কহে দেখি মোর হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥
কোটি সূর্য্য সম সব উজ্জ্বল বরণ ।
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন ॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি ।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন ।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সঙ্কীর্ত্তন ॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ ।
কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেইত সুমেধা আর কলিহত জন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৯॥
রাজা কহে শাস্ত্র প্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ ।
তবে কেনে পণ্ডিত সবে তাহাতে বিতৃষ্ণ ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপা লেশ হয় যারে ।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে ॥
তাঁর কৃপা নহে যারে পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥১০॥
রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ।
চৈতন্যের বাসা গৃহে চলিল ধাইয়া ॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেম রীত ।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তারে সঙ্গে লঞা ।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥

রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
প্রসাদ লইয়া সঙ্গে চলে পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ চাহি কহ কি কারণ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইল জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তারা লঞা॥
রাজা কহে উপবাস করে তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইবে অন্ন পান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধে॥
বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কেনে করিব উপোষণ॥
পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ অন্ন আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয় ছাড়ে বেদ লোক ধর্ম্ম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশোধ্যায়ে
ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে প্রাচীনবর্হিনং
প্রতি শ্রীনারদ বাক্যং।

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্ম ভাবিতঃ।
সজহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং॥১১॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে আইলা।
কাশী মিশ্র পড়িছা পাত্র দুঁহে আনাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুরগণে॥
সবারে স্বচ্ছন্দবাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ নহে যেন বাদ॥
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুহেঁ সাবধান হঞা।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত জানিয়া॥
এত বুলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইলা বৈষ্ণব মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দুঁহে দেখে দূরে প্রভুর বৈষ্ণব সম্মিলন॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে বহু রঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥
শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
একে একে সর্ব্ব ভক্তেরে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিল গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান॥
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ॥
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল।
আপনি স্বহস্তে সবারে মাল্য গন্ধ দিল॥
ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে॥
অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমারাগমনে॥
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপিহ ভক্ত সঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত সঙ্গে করে নৃত্য বিবিধ বিলাস॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা॥
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥
বাসু কহে মুকুন্দ পাইল তোমা সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হঞা মুকুন্দ ইবে হইল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ॥
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥

স্বরূপের কাছে আছে লেহ তা লিখিয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥
প্রত্যেকে বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হইনু বিক্রিত ॥
শ্রীবাস কহে এত কেন কহ বিপরীত।
কৃপা মূল্যে চারি ভাই তোমাতে বিক্রিত ॥
শঙ্কর দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
ইবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥
শিবানন্দ কহে প্রভু তোমার আমাতে।*
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতি
শ্লোকে শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবং প্রতি
শিবানন্দ সেন বাক্যং।

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্তশ্চিরায়মেকূল-
মিবাসিলব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং
পাত্র মিদং দয়ায়াঃ ॥১২॥

প্রথমে মুরারি গুপ্তে প্রভু না মিলিয়া।
বাহিরেতে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা ॥
মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহু জন ॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা কহিতে ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু মুঞিত পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে এই কলেবর ॥
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥
এত বুলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
গঙ্গাদাস হরিভট্ট আচার্য্য পুরন্দর ॥
প্রত্যক্ষে সবার প্রভু করি গুণ গান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥
সবারে সম্মানি প্রভু হইলা উল্লাস।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস ॥
দূরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথপ্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা ॥
মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথপ্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে ॥
হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাঙ।*
তাঁহা পড়ি রহো একা কাল গোয়াঙ ॥
জগন্নাথ সেবক মোরে স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি সুখ বড় পাইলা।
যথাযোগ্য সবাসনে আনন্দে মিলিলা ॥
প্রভু পদে দুইজনে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥
সবার করিয়াছি বাসাগৃহ স্থান।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ বৈষ্ণব লঞা।
যাঁহা যাঁহা কহে বাসা তাঁহা দেহ যাঞা ॥

---

* কুমারহাট গ্রামে বৈদ্যবংশে শিবানন্দের জন্ম। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কবিকর্ণপুর।

* টোটা—উদ্যান।

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইহোঁ করিবে সমাধানে॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে॥
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসি তাঁহা করিব স্মরণ॥
মিশ্র কহে সব তোমার চাহ কি কারণে।
আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মনে॥
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যে চাহি সেই আজ্ঞা দেহ কৃপা করি॥
এত কহি দুইজন বিদায় করিল।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে নিল॥
গোপীনাথ দেখাইল সব বাসাঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া॥
মহাপ্রভু কহে শুন সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন॥
সমুদ্রস্নান করি কর চূড়া দর্শন।
তবে আজি ইহাঁ আসি করিবে ভোজন॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসা স্থান দিলা॥
মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে।
হরি দাস করে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য গুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থস্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োস্ত্রিংশোধ্যায়ে
সপ্তম শ্লোকে কপিলাদেবং প্রতি
দেবহূতি বচনং।

অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে
বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম
গৃণন্তি যে তে॥১৩॥

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তারে দিল বাসা স্থানে॥
এই স্থানে রহ কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতি দিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঁই তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাস মিলি সবে পাইল আনন্দ॥
সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজ স্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাস আইলা করিতে ভোজন॥
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥
অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
উর্দ্ধহস্তে বসি রহে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥
তোমা সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীরগণ।
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্নলঞা।
পুরী ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা
করিয়া॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিলা।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা॥

CC-0. In Public Domain ... Collection.

আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥
স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবে পরিবেশে তিন জনে আনন্দ ॥
নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া ।
মধ্যে মধ্যে হরি কহে আনন্দিত হঞা ॥
ভোজন সমাপ্ত হৈল কৈল আচমন ।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা ।
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে ।
প্রভু মিলাইল তারে সব বৈষ্ণবগণে ॥
সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয় ।
কীর্ত্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥
সন্ধ্যামধ্যে নৃত্য করে শচীর নন্দন ।
ধূপ দীপ জ্বালি আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন ॥
পড়িছা আসি সবারে দিল মাল্য চন্দন ।
চারিদিগে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল ।
হরিধ্বনি করে সবে বলে ভাল ভাল ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ।
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম উথলি চলিল ।
নীলাচলবাসী লোক ধাইয়া আইল ॥
কীর্ত্তন দেখি সবার মনে হৈল চমৎকার ।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া ।
প্রদক্ষিণ করি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায় ।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥
অশ্রু পুলক স্বেদ গম্ভীর হুঙ্কার ।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥
পিচকারী ধারা জিনি অশ্রু নয়নে ।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে ॥
বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ ।
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন ॥
চারিদিগে নাচে সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায় ।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা ।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥
এক সম্প্রদায় নাচে নিত্যানন্দ রায় ।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায় ॥
আর সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর ॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন ।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন ॥
চারিদিগে নৃত্য গীত করে যত জন ।
সবে কহে প্রভু করে আমারে দর্শন ॥
চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে ।
কেমনে চৌদিগে দেখে ইহা নাহি জানে ॥
পুলিন ভোজন যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে ।
চৌদিগের সখা কহে আমারে নেহালে ॥
নৃত্য করিতে যেই আসে সন্নিধানে ।
মহাপ্রভু করে তারে প্রেম আলিঙ্গনে ॥
মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসঙ্কীর্ত্তন ।
দেখি প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল জন ॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্বে ।
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ সহিতে ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥
কীর্ত্তন সমাপ্তি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি ।
সর্ব্ব বৈষ্ণবে লঞা আইলা বাসা চলি ॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে ।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন রঙ্গে ॥
এইত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস ।
যেবা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াকীর্ত্তন
বিলাস বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্থ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মাত্মবৃন্দৈঃ, সম্মার্জ্জয়ন্
ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ, কৃষ্ণোপবেশৌপ-
য়িকং চকার ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল ॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তা সবারে করিহ নিবেদন ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভু পদে করিবে বিনয় ॥
তা সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু কৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী ॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ বিবরণ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন ॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভু পদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥
সবে কহে প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি দুঃখ সে মানিবে ॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব কহিব রাজ ব্যবহার ॥
এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে ॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখিয়ে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ ॥
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিত্তে ॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী
হৈতে ॥
কানে মুদ্রা লই মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥
তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটকেতে গিয়া ॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি
রাজারে।
দামোদর কহে যবে মিলি তবে তারে ॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমাকে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তারে তাহাও দেখিব ॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে তুমি স্নেহ বশ।
তাহা স্নেহ করাবে তোমায় তাহার পরশ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র ॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে [illegible] কর রাজ দরশন ॥

CC-0. In Public Domain. [illegible] Collection

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥*
এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজাকে পাঠাল ॥
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপনি মিলন লাগি কহিতে লাগিলা ॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥
এক সঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥
প্রভু পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বার বার ॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুন।
রাজ প্রীতি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন ॥
উৎকণ্ঠেতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥
রামানন্দে প্রভু পায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাও চরণ ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ॥
রাজার মিলন ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ।
পরলোক রহুঁ লোকে করে উপহাস ॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র ॥
প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায় ॥
রায় কহে কত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান।
তাহারে মিলন কৈল এক রাজ নাম ॥
তথাপি তোমার যদি আগ্রহেতে হয়।
তবে আনি মিলাহ তুমি তাহার তনয় ॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ এই শাস্ত্রে বাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥
তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞা আইলা ॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
কিশোর বয়স দীর্ঘ কমলনয়ন ॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে তিঁহ হৈল উদ্দীপন ॥
তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা ॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপবালকগণ যমুনাতীরবর্ত্তী উপবন মধ্যে গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া রামকৃষ্ণের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ঐ যে অদূরে ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ সস্ত্রীক আঙ্গিরস-যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা উঁহাদিগের নিকট খাদ্য প্রার্থনা কর।" গোপবালকগণ বিপ্রগণের নিকট যাইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহারা তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। তখন গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই বিষয় জানাইলে তিনি পুনরায় রমণীগণের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা পতি প্রভৃতি গুরুজনের তিরস্কার ও গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি সহ রামকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। উক্ত রমণীগণের মধ্যে একজনকে তাঁহার স্বামী গৃহাবরুদ্ধ করিয়া রাখাতে তিনি রামকৃষ্ণ দর্শনে যাইতে না পারিয়া গৃহমধ্যে অবস্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন।

এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥
কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি কৈল তাঁরে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥
প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল ॥
বিদায় হঞা রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিঞা ॥
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন।
প্রভু ভক্তগণ মধ্যে হৈলা এক জন ॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভু নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥
এই মত নানারঙ্গে দিন কত গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥
প্রথমেই কাশী মিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা পাত্রে সার্ব্বভৌমে বোলাইয়া নিল ॥
তিন জন পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল ॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই সেই শীঘ্র করিবারে ॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন।
এই এক লীলা করয়ে তোমার মন ॥
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আমি সব ইহা আনি দিয়ে ॥
নূতন এক শত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি ॥
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিলা শোধন ॥
ভিতর মন্দিরে উপর সকল মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি পুনঃ স্থাপন করিল ॥
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥
চারিদিগে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে ॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন লয়েন কৃষ্ণ নাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করি নিজ কাম ॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥
ভোগমন্দির শোধন করি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥
তৃণ ধূলী ঝিঁকুরী সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণ ধূলী বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন।
তৃণ ধূলী দেখিলে জানিবে পরিশ্রম ॥
সবার ঝাট্যানা বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥
এইমত অভ্যন্তর করিলা মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥
তৃণ ধূলী কাঁকর সকল কর দূর।
ভালমতে শোধন কর প্রভুর অন্তঃপুর ॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দোসর শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥
আর শত জন শত ঘট জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥

CC-0. In Public Domain. Gu Haridwar

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তিগৃহ মধ্যে সিংহাসন ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
প্রভু আগে জল আনি দেয় ভক্তগণ ॥
কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে ॥
কেহ লুকাইয়ে করে সেই জলপান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান ॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল নিজ নিজ মন ॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥
শত শত জন জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে ॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত স্বরূপ ভারতী পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে লঞা আইল ॥
জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ ॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সব কাম ॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে প্রেমাবেশে করেন শত জনের কাম ॥
স্বহস্তে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করান শিক্ষণ ॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রসংশন।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভৎসন ॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিক্ষাহ অন্যেরে।
এইমত ভালকর্ম্ম সেই যেন করে ॥
এই কথা শুনিয়ে সবে সঙ্কোচিত হঞা।
ভালমতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া ॥
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন।
ভোগমন্দির তবে কৈল প্রক্ষালন ॥
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ।
পাকশালা আদি করি করিল প্রক্ষালন ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধুয়াইল ॥
হেনকালে গৌড়িয়া এক সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল ॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈল ॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
ধর্ম্ম সংস্থাপন লাগি বাহিরে মহারোষ ॥
শিক্ষা লাগি স্বরূপে ডাকি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইল।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥
এই অপরাধে মোর কাহাঁ হৈবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক দুর্গতি ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া
ঢেকা মারি পুরির বাহির কৈল লঞা ॥
পুনঃ আসি প্রভুপায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল ॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ কাঁকর কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব ॥
এইমত সব পুরী করিলা শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন ॥

প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানি বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥
এইমত পুরদ্বার আগে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥
নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহ সম॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ॥
মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুর সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥
এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় জানিয়া॥
আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তায়ে আজ্ঞা দিল গৌড়ধাম॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করে হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তব্যস্তে আচার্য্য তারে কৈল কোলে।
শ্বাস রহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল।
উঠহ গোপাল করি উচ্চৈঃস্বর কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা॥
তীরে উঠি পরেন প্রভু শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেবে নমস্করি গেলা উপবন॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা॥
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চাশত লোকে যত করয়ে ভোজন॥
তত অন্ন পিঠাপানা সব পাঠাইল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী মহানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করাচার্য্য আর রাঘব বক্রেশ্বর॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডার উপরে বৈসে লঞা ভক্তগণ॥[*]
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্ত সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে॥
স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাত জন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥
পুলিন ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যেই কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অস্থির।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পিঠাপানা অমৃত গুটীকা দেহ ভক্তগণে॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়।[+]
তাহারেতো সেই দিয়ায় স্বরূপ দ্বারায়॥

---

[*] পিণ্ডা—বারান্দা।

[+] যারে যেই ভায় অর্থাৎ যিনি যাহা ভালবাসেন।

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥
যদ্যপি দিলেন প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥
পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তার আগে কিছু খান মনে এই ত্রাস ॥
স্বরূপ গোসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥
এত বলি আগে কিছু করেন সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥
এইমত দুই জন করে বারবার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার ॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসায়েছে বাম পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥
সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন ॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম প্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু আজ্ঞা মানি ॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব যত ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি ॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয় ॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে ইবে সদা হরে কৃষ্ণ হরি ॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গ সুধা সমুদ্র তরঙ্গে ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥
ভক্ত মহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তের নাম লঞা।
পিঠাপানা দেয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুই জনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই ॥
অদ্বৈত কহে অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি।
ভোজন করিলে জানি হবে কোন গতি ॥
প্রভুর সন্ন্যাসী উহার নাহি অপচয়।
অন্ন দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥
নান্নদোষেণ মস্করী এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
আমিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষ স্থান ॥
জন্ম কুল শীল না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পংক্তি বড় অনাচার ॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য।
তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনা দ্বিতীয় নাহি মানে।
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥
এইমত দুইজনে করে বোলাবলি।
ব্যাজস্তুতি করে দুঁহে যেন গালাগালি ॥*
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাম লইয়া ॥
মহাপ্রসাদ দেন মহা অমৃত সিঞ্চিয়া ॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥
তবে মহাপ্রভুর সব নিজভক্তগণে।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিল মাল্যচন্দনে ॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জনে।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজনে ॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥
ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনে পাইল ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
ধোয়াপাখলা নাম কৈল এই লীলা ॥
আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।¶
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান ॥

---

* ব্যাজস্তুতি—নিন্দা দ্বারা স্তুতি বা স্তুতি দ্বারা নিন্দা।

¶ প্রতি বর্ষে স্নান যাত্রা অবসানে জগন্নাথ মুর্ত্তির অঙ্গরাগে

পক্ষদিন দুঃখি লোক প্রভু অদর্শনে।
দর্শন করিলা লোক সুখ পাইল মনে॥
মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দর্শনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইয়া॥
প্রভুর আগে পুরীভারতী দুঁহার গমন॥
স্বরূপ অদ্বৈত দুঁহে পার্শ্বে দুই জন॥
পাছে পাছে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ ভবন॥
দর্শন লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাত্রা করে শ্রীমুখ দর্শন॥
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ় তৃষ্ণা পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন যুগল।
নীলমণি দর্শন কান্তি গণ্ড ঝলমল॥
বান্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হাসিতে কান্তি অমৃত তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ সুন্দর কান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি ভক্ত ভৃঙ্গ নেত্র করে মধুপানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না যায় অন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে সর্ব্বক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন॥
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন॥
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভু লঞা গেলা॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচাগৃহ মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহ
মার্জ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রেন নর্ত্তয়ঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি
বিস্মিতঃ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি এক মন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন॥
আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।*
জগদানন্দ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন॥
অদ্বৈত নিতাই আদি যত ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন।
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেত মত্ত হাতী।†
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ॥
কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ়দ্দড় তূলি সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তূলি হৈতে ত্বরায় আর তূলি আনে॥

হয়। ঐ সময় পঞ্চদশ দিন দর্শন বন্ধ থাকে। যে দিন জগন্নাথের চক্ষুদান দেওয়া হয়, সেই দিবসের উৎসবের নামনেত্রোৎসব। কেহ কেহ ইহাকে "নবযৌবন দর্শন" বলিয়া থাকেন।

* পাণ্ডু—হাত ধরিয়া টানা। পাণ্ডুবিজয়—রথারোহণার্থ মন্দির হইতে জগন্নাথের নির্গমনকে "পাণ্ডুবিজয় কহে।

† দয়িতাগণ—পাণ্ডাগণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan Haridwar

প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড ॥
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥
মহাপ্রভু মণিমা মণিমা করে ধ্বনি।
নানা বাদ্য কোলাহল কিছুই না শুনি ॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন ॥
চন্দন জলেতে করে পথ নিসিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ সিংহাসনে ॥
উত্তম হইয়া করে রাজা তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে ॥
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সেই সেবা হৈতে ॥
রথের সাজন দেখি লোক চমৎকার।
সব হেমময় রথ সুমেরু আকার ॥
শত শত সুচামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানাচিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥
তাহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥
সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।
দুইদিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।§
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে না চলে কারো বলে ॥

তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য চন্দন ॥
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
শ্রীহস্ত স্পর্শে দোঁহার হইল আনন্দ ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস যাহা মুখ্য দুই জন ॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন।
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাটিয়া ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান ॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥
অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈলা আর সম্প্রদায় ॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন কীর্ত্তন ॥
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায় ॥
মাধব বাসুদেব ঘোষ দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥
কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের আর সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সব গায় ॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥

---

§ গৌড় অর্থাৎ গৌড়দেশীয় মল্ল।

জগন্নাথের চারিপাশে সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই পাশে এক সম্প্রদায় ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥
বৈষ্ণবের ঘটা মেঘে হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দ সব বর্ষে নেত্রজল ॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জগন্নাথ বলে হস্তযুগ তুলি ॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥
সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমার দয়ায় ॥
কেহ লিখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধভক্তি ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
সংকীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে শরীর যার হৈল প্রেমময় ॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা
সার্ব্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥
যারে তাঁর কৃপা সেই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন।
সেইত প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন ॥
সাক্ষাৎ না দেয় দেখা পরোক্ষেতে দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময় ॥
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচেন নিজ ভক্তগণ ॥
কভু এক মূর্ত্তি কভু হয় বহু মূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥
লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥
ভক্তগণ অনুভাবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥[ণ]
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন।
তাঁর আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ॥
আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিগে গায় ॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে উনত্রিংশোধ্যায়ে
অষ্টচত্বারিংশ শ্লোক তথাহি হরিভক্তিবিলা-
সস্য তৃতীয় বিলাসে একষষ্ঠাঙ্ক ধৃত
মহাভারতঞ্চ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো
নমঃ ॥২॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাধিকশতাঙ্ক ধৃত মুকুন্দদেব
বাক্যং।

[ণ] রাসলীলাকালে প্রত্যেক গোপীকাই যেমন মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটেই আছেন, ভক্তেরাও প্রত্যেকে সেইরূপ জানিলেন যে প্রভু তাহার সন্নিকটেই রহিয়াছেন।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোহসৌ,
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে চতুর্বিংশতি শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুর
বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥৪॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিষষ্টিতমাঙ্ক ধৃত
শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত শ্লোকঃ।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন
শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থোযতির্ব্বা ॥
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ
পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥৫॥

এত পড়ি পুনরপি করিল প্রণাম।
যোড় হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান ॥
উদ্দণ্ডে নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার ॥*
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সাগর শৈল মহী করে টলমল ॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হাত প্রসারিয়া ॥
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥
প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস হরিবোল বলে বার বার ॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল ॥
কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মণ্ডল হইয়া করে লোক নিবারণ ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।§
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে ॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥
ভাগ্যবান তুমি ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকে হৈল চমৎকার।
অন্য আছুক জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥
রথ স্থির হৈল আগে না করে গমন।
অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥
সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল ॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
এতেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জ জ গ গ জজ গগ গদ্গদ বচন ॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥
দেহ কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম ॥

---

* অলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার।

§ হরিচন্দন—উৎকলাধিপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

কভু স্তব্ধ প্রভু কভু ভূমিতে লোটায়।
শুস্ককাষ্ঠ সম পদ হস্ত না চলয় ॥
কভু ভূমি পড়ি কভু শ্বাস হয় হীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥
কভু নেত্র নাসা জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণ প্রেমারসে তেঁহো মহা ভাগ্যবান ॥
এইমত তাণ্ডব নৃত্য কৈল কতক্ষণ।
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥

তথাহি পদং।

সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ॥
এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে গায়।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥
গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥
এইমত গৌর শ্যাম দুঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু হৈলা ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশ প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং অশীত্যধিক ত্রিশতাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকা বচনং ॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র-
ক্ষপাস্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার
লীলাবিধৌ রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৬॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ নাহি জানে আর ॥
এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিলা।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইলা ॥
অবশেষ রাধাকৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ॥
ইঁহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি ॥
এই রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখ সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে ॥
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্র মধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥
স্বরূপ গোসাঞি জানে না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥
স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্য মধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

আহুশ্চতে নলিননাভপদারবিন্দং যোগেশ্ব-
রৈর্হৃদি বিচিন্ত্য মগাধবোধৈঃ।

সংসার কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং, গেহং
জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥৭॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ।

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে মনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহে তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ধ্রু॥
পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
আমায় ঐছে করিতে না যুয়ায় ॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি
লাগাইতে, যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া
মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদ কমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটি, তার মধ্যে কুটি
নাটি, শুনি গোপীর আর বাড়ে রোষ ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্র-জলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লেহ তার পার ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সে ব্রজের ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমতে পাসরিলা ॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে সে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস ॥
না দেখি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে
আসি, কেন জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে
মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥
তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি সকল ব্রজের সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ ॥

পুনর্যথা রাগঃ।

শুনিয়া রাধিকা রাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত মন।
ব্রজ লোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী
মানি, করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন ॥
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর এ সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি
দিনে, মোর দুঃখ না জানে কোনজন ॥ধ্রু॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণ সম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল
বশে, আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥
প্রিয়া প্রিয় সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুহেঁ রাখে প্রাণ ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয় হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি
নারায়ণ, তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি

[২৩]

তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই যদু-
পুরী, তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম
হয়ে, সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা
সনে, প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংস পক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাম আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যেবা স্ত্রী পুত্র ধন, করি বাহ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া।
তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবন্ধু তোমা সনে,
বিলসিব রজনী দিবসে ॥
এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোধ্যায়ে
একত্রিংশ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং
মদাপনঃ ॥৮॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাঞা ॥
স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায় বাক্য মন ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন ॥
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হঞা ॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান ॥
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়ন যুগল ॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল ॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝনাবাত তৎক্ষণে উঠিল ॥
আনন্দ উন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ।
নানা ভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ ॥
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী স্বভাব প্রাবল্য ॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥
দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত মন।
প্রেমামৃত বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥
জগন্নাথ সেবক যত রাজ পাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল ॥
আনের কি কাজ জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলিলা মন্থর ॥
কভু সুখে নৃত্য রঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী ॥
এইমত নৃত্য প্রভু করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ী স্পর্শ হইল আমার ॥

আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান।
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি ছিল অন্য স্থান॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবনে।*
প্রসন্ন হঞাছে তারে মিলিবার মনে॥
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমায় উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হঞা।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥
ঠেলিতে চলিল রথ হড় হড় করি।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি॥
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথাগ্রে আইলা।
জগন্নাথ আগে নৃত্য করিতে লাগিলা॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি স্থানে।†
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাইনে বামে॥
বামে বিপ্র শাসন নারিকেল বন।
ডাইনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ।
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥
নানা দেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে উদ্যানের বনে।
যে যাহা পায় লাগায় নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময়ে লোকের মহা ভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া॥
নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম॥
এইত কহিল প্রভুর মহা সংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করেন নর্ত্তন॥
রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছেন
বর্ণন॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে সপ্তম
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মীস্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদং॥৭॥

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং
নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

* রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেবের রথ সম্মুখে হাড়ির ন্যায় পথ সম্মার্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া চৈতন্যদেব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া তৎসহ মিলিত হইতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু পাছে ভক্তেরা তাঁহার অনুকরণ করিয়া বিষয়ী লোকের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিলেন।

* "বলগণ্ডি" নামক স্থানে জগন্নাথের মাসীর আলয়। ইনি এই স্থানে পিষ্টক না খাইয়া [illegible]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মী বিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যাঁর গৌর প্রাণধন ॥
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়হাত হঞা।
প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥
আঁখি মুদি প্রভুপ্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতিনৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন ॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

জয়তি তেঽধিকং জন্মানাব্রজঃ, শ্রয়ত ইন্দিরাশশ্বদত্রহি ॥
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষুতারকাস্ত্বয়িধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥২॥

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলে প্রভু বলে বার বার ॥
তব কথামৃত শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন ॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৩॥

ভূরিদা ভূরিদা করি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে ইহা হয় কোন জন ॥
পূর্ব্ব সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল ॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সকল ॥
প্রভু কহে কে তুমি করিলা মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কারে না কহিবে এই নিষেধ করিল ॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস ॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিতমনে ॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা করিল গমন ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠাল রাজা বহুত করিয়া ॥
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাই অন্ত ॥*
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল ।†
নানাবিধ কদলিক আর বীজ তাল ॥

---

* নিসকড়ি—সকড়ি বা পক্কান্ন ভিন্ন।

† পৈড়—সুপক্ক।

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর ।
বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর ॥
মনোহরা লাড়ূ আদি শতেক প্রকার ।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার ॥
অমৃত মণ্ডা সেবতী আর কর্পূরকুপী ।
রসামৃত সর ভাজা আর সরপুপী ॥
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী ।
ডালিমা মরিচালাড়ূ লবাঙ্গ অমৃতি ॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার ।
বিয়ড়ি কদমা তিলখাজার প্রকার ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার ।
ফুল ফল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥
দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী ।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥
লেম্বু কুলি আদি নানা প্রকার আচার ।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন ।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন ।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥
কেয়াপত্র দ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত ।
একেক জনে দশ দোনা দিল এক পাত ॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায় ।
তা সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইল ।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিল ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ।
স্বরূপ গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥
আপনে বৈসেন প্রভু ভোজন করিতে ।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা ।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করিতে আচমন ।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে ।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করায়ে ভোজনে ॥
কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি ।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥
হরিবোল বলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায় ।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥
ইহাঁ জগন্নাথের রথ চলন সময় ।
গৌড় সব রথ টানে আগে নাহি যায় ॥
টানিতে না পারে গৌড় রথ ছাড়ি দিল ।
পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥
মহা মল্লগণ দিল রথ চালাইতে ।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে ॥
ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত হাতীগণ ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥
মত্ত হস্তীগণ টানে যত তার বল ।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল ॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা ।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার ।
রথ নাহি চলে লোক করে হাহাকার ॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ।
নিজগণে রথ কাছি টানিবারে দিল ॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥
ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায় ।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায় ॥
আনন্দে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি ।
জয় জগন্নাথ বহি আর নাহি শুনি ॥
নিমিষেকে গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোক চমৎকার ॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে ।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥
পাণ্ডু বিজয় তবে করে সেবকগণে ।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে ॥
সুভদ্রা বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা ।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥

আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেম সাগরে ভাসিল॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল॥
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য নব জন নব দিন যে পাইল॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি করিল বণ্টন॥
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥
এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ সাত॥
কভু অদ্বৈত নাচায় কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥
নানোদ্যানে ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করে জলখেলা॥*
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া।
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডুক বাদ্য সবে বাজায় করতাল॥
দুই দুই জনে মেলি করে জলরণ॥
কেহ হারে কেহ জিনে প্রভু করে দর্শন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলকেলি করে দুই জনে॥
শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার হৈল শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দুহেঁ প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ড শৈল ইহার কা কথা।
শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ শয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ী লীলা প্রভু করে প্রকটন॥
অদ্বৈত নিজ শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পুরী ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্নে আসি হৈল দর্শন নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিলা শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লঞা॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥

---

* ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি এই সরোবর খনন করান, তজ্জন্য ইহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এই সরোবর গুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকট অবস্থিত।

প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন ।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায় ।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে ।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ।
দিগ বিদিগ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥
এই মত কতক্ষণ করি বনলীলা ।
নরেন্দ্র সরোবর গেলা করিতে জলখেলা ।
জল ক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে ॥
ভোজনলীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাত ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম ।*
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥
হোরা পঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥
কল্য হোরাপঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয় ।†
ঐছে উৎসব কর যেন প্রভু নাহি হয় ॥
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ।
চিত্র বস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে ॥
ধ্বজবৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডন ।
নানা বাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজন ॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥
সেইত করিহ প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া করে যৈছে দরশন ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা ॥‡
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে ॥
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া ।
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা ॥
রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ।
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারিকা বিহার ।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার ।
বৃন্দাবন দেখিতে হয় উৎকণ্ঠা অপার ॥
বৃন্দাবন সম সব উপবনগণ ।
তাহা দেখিবারে হয় উৎকণ্ঠিত মন ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল ।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি দিনে ।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ।
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার ।
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥
প্রভু কহে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন ।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন ॥
গোপীসঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে ।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব ।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধ ভাব ॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন ।
সুবর্ণের চৌদোলা করিয়া আরোহণ ।
ছত্র চামর ধ্বজা পতাকারগণ ।
নানা বাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥
তাম্বুলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর ।
সাথে দাসী শত যার দিব্যভূষাম্বর ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার ।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥

---

* পুষ্পারাম—ফুলের বাগান ।

† রথোৎসবের পর পঞ্চমীতে "হোরা পঞ্চমী" নামক উৎসব সম্পন্ন হয় ।

‡ যে স্থানে গুণ্ডিচা-মন্দির অবস্থিত, সেই স্থানের নাম সুন্দরাচল ।

জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধন ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করি যেন লয় নানা ধনে ॥
অচেতনবৎ তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড বচনে ॥
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভুরগণ মুখে হস্ত দিয়া ॥
দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাহোঁ দেখি শুনি নাই আর ॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লেখে মলিন বদন ॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপ গণে মান রসের নিধান ॥
ইহোঁ সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজিয়া ॥
প্রভু কহে কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপী মান নদী শত ধার ॥
নায়িকার স্বভাব প্রেম বৃত্তি বহু ভেদ।
সেই ভেদ নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ।
সম্যক্ গোপীকার মান না যায় কথন ॥
এক দুই ভেদে করাই দিগ্‌দরশন ॥
মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা।
এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরা-ধীরা ॥*
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকট আসিতে করে আসন প্রদান ॥
হৃদয়ে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥
সরল ব্যবহার করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠবাক্যে করে প্রিয় নিরসন ॥†
অধীরা নিষ্ঠুরবাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলের তাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥
ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন নায়িকা ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ ॥‡
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের প্রিয় বাক্য শুনি হয় পরসন্ন ॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।§
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥
কেহ প্রখরা কেহ মৃদু কেহ হয় সমা।¶
স্ব স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেমসীমা ॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দিব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ ॥
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ।
একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর বোলে বার বার ॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর ॥
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোপীকাপ্রবীণ ॥
গোপীকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে
ষড়্‌বিংশতি শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকদেববাক্যং।

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্য-
কামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ, সর্ব্বাঃ
শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥৪॥

---

* ধীরা—অপরাধী কান্তের প্রতি যে নায়িকা উপহাসের সহিত বক্রোক্তি প্রয়োগ করে। অধীরা—যে নায়িকা ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক কান্তের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষা প্রয়োগ করে। ধীরা-ধীরা—যে নায়িকা অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে প্রিয় প্রতি বক্রোক্তি করে।

† পরিহাস পূর্ব্বক কান্তকে প্রত্যাখ্যান করা।

‡ মুগ্ধা—যে নায়িকা অপরাধী কান্তের প্রতি সজলনয়নে চাহিয়া থাকে, প্রিয় বা অপ্রিয় কোন ভাষাই প্রয়োগ করিতে পারে না, কেবল অধোবদনে থাকে।

§ প্রগল্‌ভা—যে নায়িকা পূর্ণযৌবনা, বিপরীত রতিতে বাসনা, মদান্ধা, রসাভায পূর্ব্বক কান্ত প্রতি আক্রমণকারী।

¶ প্রখরা—যে নায়িকা দম্ভ সহকারে কটূক্তি করে এবং যাহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ ।[*]
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী ।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন-খনি ॥
বয়সে মধ্যমা তিহোঁ স্বভাবেতে সমা ।[†]
গাঢ় প্রেম ভাব তিহোঁ নিরন্তর বামা ॥
বামা স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর ।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর ॥

তথাহি উজ্জল নীলমণৌ শৃঙ্গার ভেদ কথনে ত্রয়শ্চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং ।

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা
ভবেৎ ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান
উদঞ্চতি ॥৫॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ সাগর ।
কহ কহ কহে প্রভু বলে দামোদর ॥
অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম ।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দশবান্ হেম ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে ।
নানাভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥
অষ্টসাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারি আর ।
সহজপ্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত ।
বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত ॥
এত ভাব-ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণ সুখাব্ধি তরঙ্গ ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ ।
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন ।
দানঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে ।
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম ।
প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারি মূল কারণ ॥

তথাহি উজ্জল নীলমণৌ বিভাব কথনে একসপ্ততি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং ।

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং ।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥৬॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয় ।
অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব হয় ॥
গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত ।
ক্রোধ অসূয়া হয় আর মন্দস্মিত ॥
নানাস্বাদ অষ্টভাব একত্র মিলন ।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন ।
দধি খণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর ।
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥
এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন ।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥

তথাহি দানকেলি কৌমুদ্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং ।

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ-
পক্ষাঙ্কুরা কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিক-
তোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতি ।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারো-
ত্তরা রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ
শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥৭॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে অষ্টাদশ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং ।

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল চলন্নেত্রং
রসোল্লাসিতং হেলোল্লাসচলাধরং
কুটিলিতভ্রু যুগ্মমুদ্যৎস্মিতং ।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমাদানন্দং তমবাপ
কোটিগুণিতং যোহভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥৮॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন ।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ॥

---

[*] বামা—যে নায়িকা সর্ব্বদা মানগ্রহণোৎসুকা, মান লাঘবে ক্রুদ্ধা, নায়কের অবশীভূতা, তাহার নাম বামা। দক্ষিণা—যে নায়িকা মানগ্রহণে অসহা এবং নায়কের অনুনয়ে প্রসন্না হয়, সেই নায়িকার নাম দক্ষিণা।

[†] মধ্যমা—যে নায়িকার নবীন যৌবন, কাম ও লজ্জা যুগপৎ সমান, কোথাও মৃদুতা এবং কোথাও বা কর্কশতা লক্ষিত হয়, তাহার নাম মধ্যমা।

বিলাসাদির ভাব ভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবন যায়।
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পায় ॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বৈলক্ষণ।
সে বৈলক্ষণের নাম বিলাসভূষণ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাব কথনে সপ্তষষ্টি
শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্টং বিলাসঃ
প্রিয়সঙ্গজং ॥৯॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এক ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে একাদশ
শ্লোকে গ্রন্থকারস্থবাক্যং।

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা
গতিরভূত্তিতরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং
শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ
প্রিয়মুদে ॥১০॥

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তাভাবের নাম ললিতালঙ্কার ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাব কথনে পঞ্চসপ্ততি
শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদু-
দীরিতং ॥১১॥

ললিত ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দুঁহো দুঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে চতুর্দ্দশ শ্লোকে
গ্রন্থকারস্য বাক্যং।

হ্রিয়া তীর্যগ্‌গ্রীবা চরণকটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিত-
তনুঃ প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতা-
লঙ্কৃতিযুতা ॥১২॥

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সখ্য মানে।
কুট্টমিত নাম এই ভাব বিভূষণে ॥

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে ত্রিসপ্ততি
শ্লোকে তল্লক্ষণে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎ-প্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং
কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥১৩॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ।

পাণিরোধমবিরোধিত বাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ-
মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারি শুষ্ক
রুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥১৪॥

এইমত আর সব ভাববিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্র বদন ॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥
বৃন্দাবনে সম্পদ দেখ পুষ্প কিশলয় ॥
গিরিধাতু শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা ফলময় ॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেল জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥

তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি ।
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥
এই কর্ম্ম করে কহায় বিদগ্ধ শিরোমণি ।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর নিজগণ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি ।
ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।
চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥
সব ভৃত্যগণ কহে যোড় করি হাত ।
কালি আনিয়া দিব তোমার জগন্নাথ ॥
তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর ।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর ॥
দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণে ।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস ॥
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদস্বভাব ।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব ॥
দামোদর স্বরূপ ইঁহ শুদ্ধ ব্রজবাসী ।
ঐশ্বর্য্য না জানে রহে শুদ্ধ প্রেমে ভাসি ॥
স্বরূপ কহে শ্রীবাস শুন সাবধানে ।
বৃন্দাবনে সম্পদ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু ।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ তার এক বিন্দু ॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান ।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ।
চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন ।
পুষ্প ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥
অনন্ত কামধেনু তাঁহা ফিরে বনে বনে ।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥
সহজে লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত ।
সহজ গমন করে নিত্য প্রতীত ॥
সর্ব্বত্র জল যাহা অমৃত সমান ।
চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে
দ্বিষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ ।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্প-
তরবো, দ্রুমাভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী
তোয়মমৃতং ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়
সখী, চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি
তদাশ্বাদ্যমপি চ ॥১৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তি-
রস সামান্য নিরূপণে বিভাব লহর্য্যাং ধৃত
বিল্বমঙ্গলং শ্লোকঃ ।

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং,
শৃঙ্গার পুষ্প তরবস্তরবঃ সুরাণাং ।
বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু,
বৃন্দানিচেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতি ॥১৬॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস ॥
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল ।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ।
রসাবেশে প্রভু নৃত্য স্বরূপের গান ।
বোল বোল বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ ॥
ব্রজরসগীত শুনি প্রেম উথলিল ।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর ।
প্রভু নৃত্য করে হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি প্রভু শ্রান্ত হৈল ।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি ।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি ॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ ।
নিকটে না আইসে কিছু রহে দূর দেশ ॥

নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্ত্তন ॥
ভঙ্গি করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যান।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন স্নান ॥
জগন্নাথ প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥
সবা লঞা নানা রঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥
জগন্নাথ দেখি করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥*
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য ভোজন।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্ট দিন।
আর দিন জগন্নাথ ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি গেল ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥
এত বলি দিল তারে ছিণ্ডা পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান।
দশ মূর্ত্তি হঞা যিঁহো সেবে ভগবান ॥
ভাগ্যবান সেই সত্যরাজ রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥
প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লঞা ভক্তগণে ॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলা অনন্ত অপার।
সহস্র বদনে যার নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী যাত্রা দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকং।
অঙ্গী কুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্য গীত রঙ্গে ॥
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য গীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন ॥
উপল ভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয় ॥
ঘরে বসি করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥
গলে মালা মাথায় দিল তুলসী মঞ্জরী।
যোড়হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥

---

* নরেন্দ্র নামক দীর্ঘিকা।

পূজাপাত্রে পুষ্প তুলসী শেষে যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্য পূজিল ॥

তথাহি—

রাধেকৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।
যোঽসি সোঽসি নামে নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে ॥২॥

যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভু নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বার বার ॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥
একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব ॥
চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহা রঙ্গে ॥
কৃষ্ণজন্ম যাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥
দধি দুগ্ধভার প্রভু নিজ স্কন্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি ॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহাতি হঞাছেন ব্রজেশ্বরী ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ॥
ইঁহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥
অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥
শিরের উপরে সম্মুখে পৃষ্ঠে দুই পাশে।
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥
আলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সর্ব্ব লোক চিত্তে চমৎকার হয় ॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দুহাঁর গোপ ভাব গূঢ় ॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথ প্রসাদ বস্ত্র এক লঞা আসি ॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুগণেরে পরাইল ॥
কানাঞি খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন ॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
মাতা পিতা জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈল ॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
বিজয়া দশমী লঙ্কাবিজয়ার দিনে।
বানর সৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥
কাঁহা রে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় কহে বার বার ॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলি ॥
উত্থান দ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল ॥
সবারে কহিল প্রতি বৎসর আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালে করিহ কৃষ্ণভক্তি দান ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥

রামদাস গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব॥
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে করি আমি নিজ ধর্ম্মনাশ॥
তাঁর প্রেম বশ আমি তাঁর সেবাধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে না করিহ রোষ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে।
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তিহোঁ তাহা সত্য নাহি মানে॥
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ড সার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন॥
নিমাঞি নাহিক এথা কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্য পাত্র দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত॥
কিবা মোর মন কথায় ভ্রম হঞা গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥
কিবা আমি অন্ন পাত্রে ভ্রমে না বাড়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল॥
অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজনে।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মনে॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা রোদন॥
তাঁর প্রেমে আনি আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে সুখ মানে বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইল প্রীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা॥
রাঘব পণ্ডিত কহে বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হব তোমার বশ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্ব জন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা কড়ি নারিকেল বিকায় তথা॥
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি পণ।
দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতি দিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেলজল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য করি শত পাত্র পূরিত॥
শস্য সমর্পণ করি বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥

এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল ॥
দ্বারের উপর ভিতে তিহোঁ হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল।
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে গতায়াতে।
তার পদধূলী উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম সেবা জগৎ জিনিয়া ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥
বহু মূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমত চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥
এইমত পিঠাপানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম।
কাশমর্দ্দি আচারাদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সর্ব্ব দ্রব্য সার ॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সাবধান ॥
পরম উদার ঞিহোঁ যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥
গৃহস্থ হয়েন ঞিহোঁ চাহিবে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ নাহি হয় ॥
ইহার ঘরের আয় ব্যয় তোমার স্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥
প্রতি বর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥
গুণরাজ খান্ কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর ॥
তবে আর রামানন্দ সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে ॥
প্রভু কহেন কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ॥
সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
আনুসঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টদশাঙ্ক ধৃত শ্রীধরস্বামি
কৃত শ্লোকঃ।

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং
চাংহসামাচাণ্ডালমমূকলোক সুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং
মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব
ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥৩॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব করিহ তাহার সম্মান ॥

খণ্ডের মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন ।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন ॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন ।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয় ।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন আমার পিতা হয় ।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে ।
অতএব পিতা রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে ॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয় ।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চ মুখ ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম ।
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজসেবা ।
অন্তরে প্রেম ইহা জানিবেক কেবা ॥
এক দিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে ।*
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে ॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি ।†
রাজশিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হৈল মরণ ।
আপনে নামিয়া তবে করাল চেতন ॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি ।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা পাই নাই ॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি ।
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে ।
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে ॥
রঘুনন্দন-সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ।
দ্বারে পুষ্করিণী তার ঘাটের উপরে ॥
কদম্বের এক বৃক্ষ ফুটে বার মাসে ।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে ॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন ।
তোমার কার্য্য ধর্ম্ম ধন উপার্জ্জন ॥
রঘুনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবন ।
কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন ॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে ।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে ॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই ।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥
দারুজল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ।
দরশন স্নানে করে জীবের মুকতি ॥
দারুব্রহ্ম রূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম সম ॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন ।
বাচস্পতি কর জল ব্রহ্মের সেবন ॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন ।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহি শুন ভক্তগণ ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার ।
পরম মধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয় ।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব রসময় ॥
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ন-রত্নাকর ।
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর ॥
মধুরচরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস ।
চাতুর্য্য বৈদগ্ধে করে যার লীলা রাস ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥
এই মত বার বার শুনিয়া বচন ।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর ।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তি রাত্রিকালে ।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিকলে ॥

---

* টুঙ্গি—গৃহ ।
† আড়ানি—বৃহৎ হাতপাখা ।

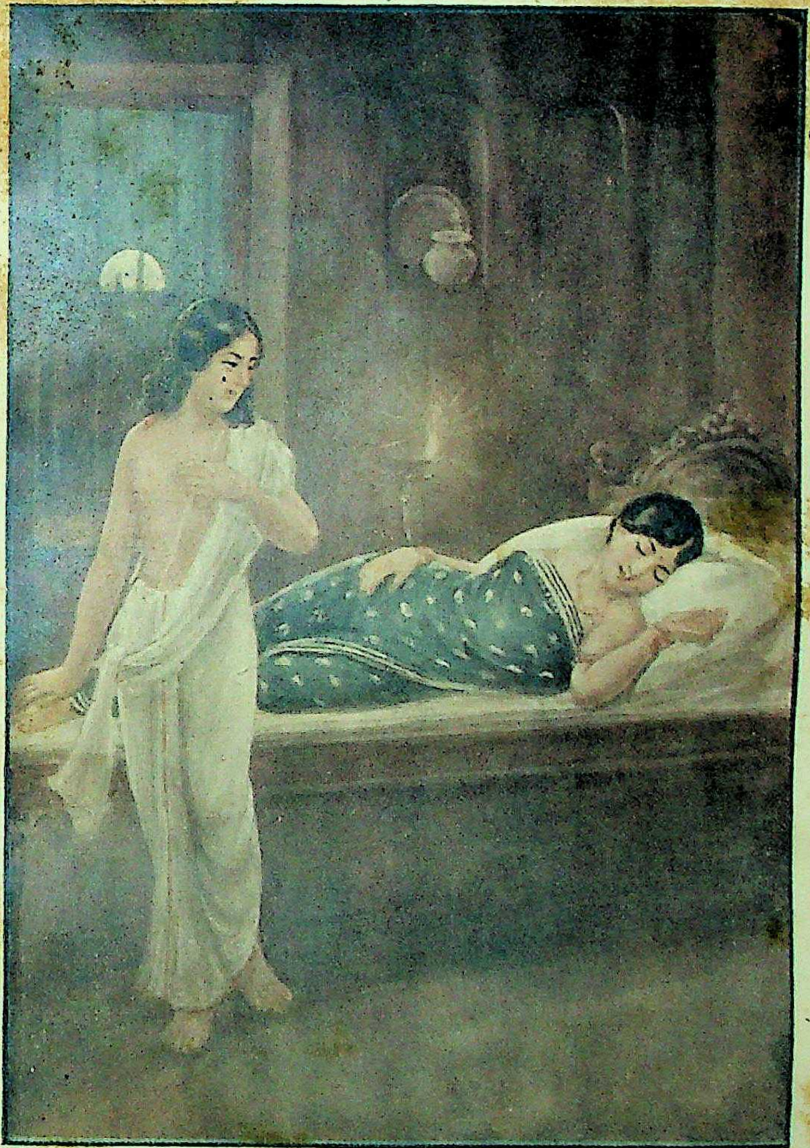

শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ।

[১২২ পৃষ্ঠা।

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রে করেন জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ন না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইল॥
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভুপায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন যা যায়॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হঞা সহস্রবদন॥
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্ব জীব পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীব পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব রোগ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা॥
তোমার বিচিত্র নহে তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য বাঞ্ছাপূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগ হবে সবার উদ্ধার॥
অগমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপ ফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হইল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে
ষষ্টিতম শ্লোকঃ।

যস্ত্বিন্দ্র গোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম,
বন্ধানুরূপ ফলভাজন মাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম॥
একই ডুম্বরবৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই কারণাব্ধি যার নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই পূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ায় হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥
কোটি কামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তশীতিতমোধ্যায়ে
দশম শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ।

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং,
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে,
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥৫॥

এইমত সর্ব্ব ভক্তের কহে সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হইল মন ॥
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যারে করাইল আবাসে ॥*
পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দরশন নিত্য প্রাতঃকালে ॥
এক দিন প্রভু পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন ॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি ॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিংশ দিন।
প্রভু কহে এ নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥
সার্ব্বভৌম কহে পুনঃ দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশ দিন বলি কহে বিনতি করিয়া ॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল।
পাঁচ দিন তার ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল ॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন ॥
পুরীগোসাঞির পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে ॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান কবিতে নারি অপরাধ পাই ॥
তুমিহ নিজ ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদরে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
যাঠির মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহা ভক্ত তিহোঁ স্নেহেতে জননী ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তারে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে যাঠির মাতা পাক চড়াইল ॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাক ফলাদিক আনিল আহরি ॥
আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
যাঠির মাতা বিচক্ষণ জানে পাকের মর্ম্ম ॥
পাকশালা দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয় ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন ভট্ট নূতন করিয়া ॥
বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালায় এক দ্বার অন্ন প্রবেশিতে ॥
বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়া পাতে।
তিন মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিগে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥
কেয়াপত্র কলাখোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥
দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল ॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার ॥

---

* যমেশ্বর—পুরীর একটী স্থানের নাম

নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥
ভ্রষ্ট মাষ মুদ্গসূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥
কাঁজি বড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকী ॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি ॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারী।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসীমঞ্জরী ॥
অমৃত গোটিকা পিঠাপানাদি আইল।
জগন্নাথ প্রসাদ সব পৃথক ধরিল ॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে।
কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়া যাতে তুলসীমঞ্জরী ॥
ভাগ্যবান তুমি তোমার সফল উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগায়াছ এতাদৃশ ভোগ ॥
অন্নের সৌরভ্য বর্ণ অতি মনোরম।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহাঁ করিয়াছেন ভোজন ॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান ইহার অবশেষ পাব ॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যেই খাবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥
না মোর উদ্যোগ না মোর গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই তাহা জানে ॥
এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাবে পীঠে বসিতে কাহা অপরাধ ॥
প্রভু কহে ভাল কৈলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্যে আস্বাদয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোধ্যায়ে এক-
ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং।

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তবমায়াং
জয়েম হি ॥৬॥

তথাহি এক্তেক অন্ন খায়ন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায় ॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
একেক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥
দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষীর ঘরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি
গোপগণ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে একগ্রাসী ॥
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক গ্রাস মাধুকুরী কর অঙ্গীকার ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে ॥
হেনকালে অমোঘ ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তিঁহো ষাঠি কন্যার ভর্ত্তা ॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥

তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন ।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বারো জন ।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল ।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ।
পলাইল অমোঘ তার লাগি না পাইল ॥
তবে গালি পাশ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥
শুনি যাঠির মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে ।
যাঠিরাণ্ডী হউক ইহা বলে বারে বারে ॥
দুহঁার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ।
দুহঁার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥
আচমন করিযা ভট্ট দিল মুখবাস ।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে ।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে ॥
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল ।
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল ॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥
প্রভুপদে বহু আত্মনিবেদন কৈল ।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য যাঠীর মাতা সনে ।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে ॥
চৈতন্য গোসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হৈতে ।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে ॥
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন ।
দুই যোগ্য নহে দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥
পুনঃ সেই নিন্দুকের মুখ না দেখিব ।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব ॥
যাঠিরে কহ তারে ছাড়ুক সে হইল পতিত ।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥

তথাহি শ্রুতি ।

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা
প্রিয়সত্যবাক্ ।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিঞ্চ পতিতং
ত্যজেৎ ॥৭॥

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল ।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল ॥
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য ।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণে ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি একচত্বারিংশাধিক
দ্বিশতাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং
প্রতি ভীমবাক্যং ।

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং ॥৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থোধ্যায়ে ত্রিংশ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতি-
ক্রমঃ ॥৯॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে ।
প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে ।
আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে ।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে ॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া ।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণহৃদয় ।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয় ॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইহঁা বসাইলে ।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয় ।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয় ॥
উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণ নাম ।
আচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান ॥

শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥
কম্প অশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ স্বরভঙ্গ॥
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোরে প্রভু দয়াময়॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥
সার্ব্বভৌমগৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর॥
অপরাধ নাহি তুমি লও কৃষ্ণ নাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম স্থান॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর কেনে কর রোষ॥
উঠ স্নান কর দেখ জগন্নাথমুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥
প্রভুপদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেনে জীয়াইলা॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু তোমার বালক।
বালক দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে।
স্নান করি মুঞি তাহা আসিছো এখনে॥
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাঞি রহিবা।
ইহঁ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর দর্শনে।
ভট্ট স্নান স্মরণ করি করিল ভোজনে॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহা শান্ত॥
ঐছে চিত্রলীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত।
সার্ব্বভৌম প্রেম যাহা হইলা বিদিত॥
ষাঠীমাতা প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সে চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়॥

রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জনা স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দুঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন॥
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন।
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহা শীত॥
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিব সবার হৈল মন॥
সবে মেলি গেলা অদ্বৈত অচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্ব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাসা স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তিহোঁ চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন বাসা স্থান॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীরপ্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন।
তাহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য্য মনে বাড়িল আনন্দ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা॥
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা॥
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচল॥
আঠার নালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাত দিয়া॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি বড় সুখ পাইল॥
তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু বাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন॥
নরেন্দ্র আসিয়া তাহা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা॥

সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন ভবন॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসা স্থান।
তাহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তন বিলাস॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কাল যবে আইল।
সবা লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে।
বাপীতীরে তাহা যাই করিলা বিশ্রামে।
রাঢ়ী এক বিপ্র তিহোঁ নিত্যানন্দ দাস।
মহা ভাগ্যবান তিহোঁ নাম কৃষ্ণ দাস॥
ঘট ভরি প্রভুর তিহোঁ অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল॥
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান স্নেহেতে জননী॥
আচার্য্যরত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া॥
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তজা পড়ে কেহ বুঝিতে নারে॥
তার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তারে বিদায় দিল॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর কর্ত্তব্য আমার সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা নাম সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
তিহোঁ কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন॥
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তারা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর মন্ত্র বৈষ্ণবতম॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥
স্বরূপ সহিতে তার হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনায় কৃষ্ণকথা একত্রই স্থিতি॥
গদাধর পণ্ডিতে তেহোঁ পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন ষষ্ঠির দিনে যাত্রা যে দেখিল॥

জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া॥
দুই ভাই চড়ায় তারে হাসিয়া হাসিয়া॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে॥
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চ বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা॥
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দুহেঁ করহ সম্মতি।
তোমা দুহাঁ বিনা মোর নাহি অন্য গতি॥
গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়ান॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া গৌড়িয়া ভক্তে যত্নে নিবারিলা॥
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।
প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা॥
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া॥
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।
সঙ্গের ভক্তগণ আসি তথাই মিলিলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়ান॥
শুনি অনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠি পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু কৃপা অশ্রু তার দেহে হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা॥
ঐছে তাহারে কৃপা কৈল গৌড়রায়।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা নাম হৈল যায়॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসি রাজা আজ্ঞপত্র লেখাইল।
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল॥
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্ব্ব কাজ॥
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
যাঁহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে॥

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি ।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা তাঁহা যেন মরি ॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস ।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল ।
হস্তী উপর তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল ॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা ॥
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান ।
মহিষীসকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদীপার ।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্দ্বার ॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল ।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে দিনে
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু জনে ॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি ।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন ।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন ॥
প্রভু সঙ্গে পুরী গোসাঞি স্বরূপদামোদর ।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ ।
প্রধান করিল সবার কে করে গণন ।
গদাধর পণ্ডিত তবে সঙ্গে চলিলা ।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥
পণ্ডিত কহে যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল ।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥
প্রভু কহে ইহঁ কর গোপীনাথ সেবন ।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা তৎপাদ দর্শন ॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ ॥
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর ।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥
আই দেখিতে যাব না যাব তোমা লাগি ।
প্রতিজ্ঞাসেবা ত্যাগদোষ তার আমি ভাগী ॥
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক চলিলা ।
কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইলা ॥
পণ্ডিতের গৌরব প্রেম বুঝন না যায় ।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥
তাহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ ॥
তাহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ ॥
প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ ।
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দূর দেশ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল ।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌম আজ্ঞা দিলা
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ।
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ॥
ভক্ত কৃপায় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমোধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং ।

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥২॥

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥
এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা ।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥

প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত ধর্ম্ম হানি প্রভুর না যায় সহন॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায়॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে॥
প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য গৃহে নানা দ্রব্য করয়ে সেবন॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্রদেশ সীমা প্রভু চলি আইলা।*
তথা রাজা অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তিঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তাহা সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥
সেই কালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর॥
প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন পাশ গিয়া॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥
এত কহি সেই চর হরি-কৃষ্ণ গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস-উড়িয়া স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়া কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয়॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে কহয়॥
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যার জগৎ তারিল॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভুর দর্শন॥
প্রতীত করিয়া যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম॥
অধম যবনকুলে কেন জন্মাইলে।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইলে॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণসন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥

---

* ওড্রদেশ—উৎকলের প্রাচীন নাম ওড্র বা ওড়্র।

এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুর করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥
ইহার যে এই গতি কি ইহার বিস্ময়।
তোমার দর্শন প্রভাব এইমত হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতীবাক্যং।

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপিক্কচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥৩॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ-হরি ॥
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার ॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবহিংসা করেছি অপার।
সে পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার ॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈঞা ॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকোলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥
মহাপাত্র মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি যায় ॥
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে কালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য ॥
সেই নৌকা চলি প্রভু আইলা পাণিহাটী।
নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা শাটী ॥
প্রভু আইলা বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল স্থল ॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোক-ভিড় কষ্টে সৃষ্টে আইলা ॥
এক দিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস ॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥
বাচস্পতি গৃহে প্রভু যে মতে রহিলা।
লোক-ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ॥
মাধব দাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দর্শন ॥
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা।
শান্তিপুরাচার্য্য গৃহে ঐছে আইলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥
তবে রামকেলি গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥
সূত্র মধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিল ॥

পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় ভ্রাতৃ ব্যবহার॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছে সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুই জনে॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা॥
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
তার পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তারে হৈলা প্রসন্ন॥
আচার্য্যপ্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল॥
বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে॥
একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাইতে দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মন কথা কহে॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।
শিক্ষা রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছলে সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুল সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তার পিতা মাতা বড় সুখ পাইল।
তাহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥
ইঁহা প্রভু একেক করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ভক্ত জন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥
সবা সহিত ইহাঁ আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥
ইহাঁ হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা নিল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন॥

প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল ॥
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল ॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখী আদি যত ভক্তগণ ॥
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলী গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম ॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে ॥
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল তাহারে ॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিব কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥
এত কহি আমি যবে বিদায় তারে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল ॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ॥
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশাল গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে ॥
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে এক জন ॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে ॥
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥
ধিক্ ধিক্ আপনারে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে ॥
নির্ব্বিঘ্নে ইবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে।
সবে মেলি যুক্তি দেহ হইয়া পরসন্ন ॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া ॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থগণ ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে ॥
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন।
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কথন না যায় বিস্তার ॥

সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক লীলার তিঁহ নাহি পায় অন্ত ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমন-বিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈনখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণ-জল্পিনঃ ॥১॥

জয় জর গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
কেহ যদি সঙ্গে লৈতে পাছে উঠি ধায়।
সবাকে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায় ॥
প্রসন্ন হৈঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ ॥
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দুহাঁর শুন এক নিবেদনে।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিল আপনে ॥
আমা দুহাঁর মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর দয়াময় ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র এক জন ॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাহো না লইব।
এক জনে নিলে অন্যের মনে দুঃখ হব ॥
নূতন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই তবে লই এক জন ॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥
প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে ॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য ॥
ইঁহা সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন দুঃখ ॥
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি নিল ॥
পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ॥
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥
স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ॥
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥
নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহা ভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥
এক দিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ॥
আবাসে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥

প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান ।
মত্ত হস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥
প্রভু জলকৃত্য করে আগে হস্তী আইলা ।
কৃষ্ণ কহে বলি প্রভু জল ফেলি ধাইলা ॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায় ।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায় ॥
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চীৎকার ।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন ।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ ॥
ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু সঙ্গে ॥
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশোধ্যায়ে
একাদশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং।

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত বিচিত্র বেশং ।
আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥২॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত ।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাত ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি হৈল ।
বৃন্দাবন গুণবর্ণন শ্লোক পড়িল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ে
পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকবাক্যং ।

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তরর্ষণা-
দিকে ॥৩॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল ।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে ।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্য চুম্বন ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ।
তা সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া ।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হঞা ॥
হরি বোল বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি ।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত ।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি ।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন ॥
সবে কৃষ্ণ-হরি বলি নাচে কান্দে হাসে ।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হৈল সর্ব্ব দেশে ॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সঙ্ঘট্টের ত্রাসে ।
প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে ॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে ।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশে গিয়া ।
লোক নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড ।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ।
চৈতন্য গূঢ় লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন ।
শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবর্দ্ধন ॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী ।
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল ।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল ॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্যস্থানে ।
কেহ দুগ্ধ দধি কেহ ঘৃত খণ্ড আনে ॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন ।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥

ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জল পাত্র বহির্ব্বাস॥
নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিন বার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলাম বহু দেশ।
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথ আনি আমায় বড় সুখ দিল॥
পূর্ব্ব বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হইল মন॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥
কৃপার সমুদ্র দীন হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্য আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তিঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে প্রভু ভিক্ষা কৈলা॥
অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান॥

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রথম
শ্লোকব্যাখ্যারম্ভে তৃতীয় শ্লোকে
শ্রীধরস্বামিবাক্যং।

মূকং করোমি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে
গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥৩॥

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকা আসি॥
সেই কালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস।
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র বড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সন্মান॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা॥
মিশ্রের সখা তিঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারানসী বাস॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি কৈল আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥

আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসীস্থানে ।
মায়া-ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে ॥
ষড়্দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥
শুনি মহাপ্রভু যাবে শ্রীবৃন্দাবন ।
দিন কত রহি তাঁর ভৃত্য দুই জন ॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে ॥
মহারাষ্ট্র বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয় প্রভু নাহি মানে ।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে ॥
এইমত প্রতি দিন করেন বঞ্চন ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া ।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার ।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ।
তাঁহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন ॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ।
সকল দেখিয়ে তাথে অদ্ভুত কথন ॥
তাহা দেখি জ্ঞান হয়ে এই নারায়ণ ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে ।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহ্বা তাঁর গায় ।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায় ॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন ।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন ॥
জগতমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম ।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম ॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি ।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা ।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা ॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক ।
কেশবভারতী-শিষ্য লোকপ্রতারক ॥
চৈতন্য নাম তার ভাবকগণ লঞা ।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া ॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে ।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল ।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে সে হইল পাগল ॥
সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী ।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হইতে উঠি গেল ॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন ।
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা ।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল ।
সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল ॥
তোমার দোষ করিতে করে নামের উচ্চার ।
চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিনবার ॥
তিন বারে কৃষ্ণ নাম না আইল তার মুখে ।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে ॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি ।
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে কৃষ্ণ হরি ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী ।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশ বিলাসে উনসপ্ত-
ত্যধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং।

নামচিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নাম-
নামিনোঃ ॥৫॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-
ভক্তিলহর্য্যাং ষড়শীতি শ্লোকে শ্রীরূপ
গোস্বামিবাক্যং।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্-
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুর-
ত্যদঃ ॥৬॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশোধ্যায়ে দ্বিপ-
ঞ্চাশৎ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
প্যজিত রুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥৭॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমোধ্যায়ে দশম
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো
হরি ॥৮॥

ইহ সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ে
ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি
ব্রহ্মবাক্যং।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক মিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৯॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদীগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে ॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা
যাব।
অল্প স্বল্প মুল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥
সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিলা।
দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইলা ॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥
প্রয়াগ আসিয়া প্রভু কৈল নদীস্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান ॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥
এই মত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মথুরা চলিতে প্রেমে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥
পূর্ব্বে যেমন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা
পশ্চিম দেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনাদর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥

মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান ।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম ॥
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার ।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলী ।
হরি কৃষ্ণ কহ দুঁহে বোলে বাহু তুলি ॥
লোক হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল ।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥
লোকে কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময় ।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥
যাহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা ।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লঞা ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইহোঁ কৃষ্ণ অবতার ।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥
কৃপা করি তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয় ।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥
শুনি প্রভু কৈল তার চরণবন্দন ।
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায় ।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা ।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া ॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥
কৃষ্ণপ্রেম তাঁহা যাঁহা তাহার সম্বন্ধ ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমের কাঁহা নাহি গন্ধ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে সম্বন্ধ কহিল ।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে ।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন ।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন ॥
পুরীগোসাঞি তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা ।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়োধ্যায়ে দ্বাবিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে ॥১০॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥
তথাপি পুরী দেখি তায় বৈষ্ণব আচার ।
শিষ্য করি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥
মহাপ্রভু তারে যদি ভিক্ষা মাগিল ।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ।
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার ।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ॥
মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন ।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন ॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ ।
সব এক মত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্মস্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার ।
পুরীগোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার ॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী প্রকরণে ধৃতহিমাদ্রিনিবন্ধীয় ব্যাসবচনং ।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১১॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
মধুপুরীর লোক সব দেখিতে আইল ॥

লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন ।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরিধ্বনি ।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধ্বনি ॥
যমুনার চল্লিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান ।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥
স্বয়ম্ভু বিশাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর ।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল ॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ।
সেই ত ব্রাহ্মণ প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥
মধুবন তাল কুমুদ বহুল বন গেলা ।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া ।
প্রভুকে বেড়য় আসি হুঙ্কার করিয়া ॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন ।
প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥
কষ্ট সৃষ্টে ধেনুগণ রাখিল গোয়াল ।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে ।
ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে ॥
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায় ।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায় ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ ॥
ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায় ।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায় ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম ।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥
তাসবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে ।
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন ।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে ।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি ।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন ।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন ॥
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন ।
তাঁহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে ।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশ সর্গে উনত্রিংশ শ্লোকে শারিকাং প্রতি শুকবাকং ।

সৌন্দর্য্যং ললনাদিধৈর্য্যদলনং লীলা রমা
স্তম্ভিনী, বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ
পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায় মস্মৎ-
প্রভুর্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাং কৃষ্ণো
জগন্মোহনঃ ॥১২॥

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন ।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশ সর্গে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যং ।

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা,
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী ।
গুণানি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে,
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥১৩॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন ।
তবে আর শ্লোক শুন করিল পঠন ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ং ।

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে ।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ
॥১৪॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস ।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস ॥
রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ
॥১৫॥

শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুসন্তর্পণ॥
আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভুকর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যায় গড়াগড়ি॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল।
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
বোল বোল করি উঠে করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্র গুণ প্রেম বাড়ে মথুরাদর্শনে।
লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্র লিখিল সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভুর যতেক বিকার।
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিক দরশন॥
জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-গমনং নাম। সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গ পরিতোঽভ্রমৎ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
রাধাকুণ্ড বার্ত্তা প্রভু পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে একচত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণবচনং।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥২॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলী করে তীরে রাসরঙ্গে।
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥

কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সপ্তমসর্গে একাধিক-
শতশ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং।

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ
স্বৈগুর্ণৈর্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং
প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং
সকৃৎ স্নানকৃৎ, তস্যা বৈমহিমা তথা
মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥৩॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল ॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমন সরোবর।
তাঁহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম ॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিম দলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য
শুনিয়া ॥
প্রভুপ্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥
সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব ॥
গোপাল রায়ের দর্শন কেমনে পাইব ॥
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয় ভঙ্গী উঠাইলা ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারস্য।

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সম-
দর্শয়ৎ ॥৪॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল ॥
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও এক জন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলি গ্রামে থুইল ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজার হৈল পলাইল সর্ব্বজন ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে একবিংশোধ্যায়ে
অষ্টাদশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্য্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥৫॥

গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাঁহা শুনিল গোপাল গাঠুলী গ্রাম ॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাব-
লহর্য্যাং ষড়বিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো
গিরিঃ ॥৬॥

এই মত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দে-কোলাহলে লোক বলে হরি হরি ॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥
এই মত গোপালের করুণ স্বভাব।
সেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় ভাব ॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে।
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥
বৃদ্ধকালে রূপ গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিঠলেশ্বরঘরে ॥
তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরায় রঞা ॥
সঙ্গে গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি আর লোকনাথ ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোসাঞি ॥
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ ॥
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস।
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে ॥
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে।
এক মাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে।
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে ॥
প্রভুর গমনরীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেই মত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল ॥
তাহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া ॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥
দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্টকলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিনমূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গস্পর্শন ॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির বন আইলা ॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে
বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুজরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূপ্যাদি ভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৭॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা ॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহ বন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন ॥
জমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরানগরে।
জন্মস্থান দেখি রয়ে সেই বিপ্রঘরে ॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রুর-তীর্থে রহিল আসিয়া ॥
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালীয় হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশি তীর্থ আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥

চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলতলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি যমুনার নীর॥
তেঁতুলতলেতে বসি করেন সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোকভীড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবাকে উপদেশ করে নাম সংকীর্ত্তন॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম॥
কেশি স্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলি তলায় গোসাই দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করে নমস্কার॥
প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণবকিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বলে হরি॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্রপ্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
এক দিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করিল লোক চরণবন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে করিলে গমন॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালি-শিরে নৃত্য করে ফণী রত্ন জলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইল দর্শন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য করাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাত্রা করি কৃষ্ণ দরশনে॥
তবে তারে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিহ কালি রাত্রে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভুস্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া॥
দূরে হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়॥
কিন্তু কাহো কৃষ্ণ দেখে কাহো ভ্রম মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে॥

প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোকে কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ ॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীবে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়পষ্ট্যাগিরেত্যস্ত ব্যাখ্যায়ং
ধৃতসর্ব্বজ্ঞ সূক্তং।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরা-
করঃ ॥৮॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথম বিলাসে এক-
সপ্তত্যঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-
ধ্রুবং ॥৯॥

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীব মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি ॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগত পাগল ॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগৎ ॥
দর্শনে আছুক কার্য্য যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে ॥

তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে
সপ্তম শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতীবাক্যং।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ-স্মরণাদপি ক্বচিৎ
শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥১০॥

এইমত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥
এইমত কত দিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥
এক দিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য এক মাত্র করেন গ্রহণ ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
প্রাতঃকালে অক্রূর আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥
এক দিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলকদর্শন পাইল ॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভুরে উঠাইল ॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥

আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে ॥
লোকের সংঘট্টে আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই।
গঙ্গাতীরপথে যাই তবে সুখ পাই ॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ॥
মাঘ মাস লাগিল এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিন পায়ে ॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পোঁছহ প্রয়াগে করহ সূচন ॥
গঙ্গাতীরপথে সুখ জানইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে ॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়।
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥
তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই মকরে গঙ্গাস্নান পাই ॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি ॥
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন ॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া ॥
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া।
প্রেমিক কৃষ্ণদাস আর সেই ত ব্রাহ্মণ ॥
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন।
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা ॥
বসিলা সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া।
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ ॥
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন।
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ॥
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেণা পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতূরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইয়া ॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া কাঁপিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড় ॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাৎসার দোহাই
চল তুমি আমি শিকদার-পাশ যাই ॥
এ যতি আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎসাহার আগে আছে আমার শতজন ॥
এই যতি ব্যাধে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব হইব সম্বিত ॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে ॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুই জন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিন জন ॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরকী আছে দুই শত কামানে ॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি ॥

গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার ॥
শুনিয়া পাঠানমনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন ॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হইল ॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে এই ঠক পাঁচ জন ॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া ॥
প্রভু কহেন ঠক নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন ॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন ॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে তাতে লোকে কহে পীর ॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া ॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন ॥
যেই যেই কহিল প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহা স্তব্ধ হৈল ॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপ নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর ॥
সচ্চিদানন্দদেহ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার ॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি তাঁর চরণসেবন ॥
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে ঈশ্বর তাঁহার সেবন ॥
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান ॥
নিজ শাস্ত্র দেখি তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষ নির্ণয় করিয়া ॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয় ॥
নির্ব্বিশেষ গোসাঞি লঞা করেন ব্যাখান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান ॥
সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর ॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান ॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥
প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান
অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভুত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥

পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্ব তীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগে পয়ান ॥
সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা ॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ॥
ম্লেচ্ছ দেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন।
সেই সেই প্রেমে মত্ত করে সংকীর্ত্তন ॥
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥
বৃন্দাবনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ॥
দিগ্-দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলে ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান ॥
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত আনন্দে ভাসে যার এক বিন্দু ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন-বিলাসো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলীবার্ত্তাং,
কালেন লুপ্তাং নিজ শক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ,
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলী গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কটুম্ব ভরণে ॥
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে ॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুই জন।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥

শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥
এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে ॥
লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে এক জন।
আচম্বিতে গোসাঞি সভাতে কৈল আগমন ॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল ॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান ॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার ॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥
হেনকালে গেল রাজা উঠিয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥
তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা দেখিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥
তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা ॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞি ॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে ॥
দশ সহস্র মুদ্রা তাঁহা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে ॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥
অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা ॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
গঙ্গাযমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরি ধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥

শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল দুই জন॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্ক ধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যম্।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহং॥২॥

এই শ্লোক পড়ি দুঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুহাঁর মাথায় ধরিল চরণ॥
প্রভুকৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে
নমঃ॥৩॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গে দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং।

যোঽজ্ঞান মত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্ন-
প্যকরোৎ প্রমত্তং।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহহং শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥৪॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিলা॥
রূপ কহেন তিঁহো বন্দী রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে॥
প্রভু কহেন সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইল॥
ত্রিবেণী উপর প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥

সেকালে বল্লভভট্ট রহে আডৌলী গ্রামে।
মহাপ্রভু আইল শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥
তিঁহো দণ্ডবৎ কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল॥
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাহারে মিলাইল॥
দুই ভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥
ভট্টে বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥
ইহা না স্পর্শিহ ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥
ইহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি॥
ইহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতীবাক্যম্।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥৫॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবেশ হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি হরিভক্তি সুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকঃ।

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি
নাস্তিকঃ॥৬॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে
একাদশ শ্লোকঃ।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্র জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥

প্রভুর প্রেমাবেশে আর প্রভাব শক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার॥
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল॥
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈলা।
আউলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহে যতনে।
রূপগোসাঞি দুইভাইর করাইল ভোজনে।
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥
আসি তিঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলি প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দ প্রণামে প্রথমাঙ্ক ধৃত
রঘুপত্যুপাধ্যায় শ্লোকে তস্যৈব বাক্যং।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে
পরং ব্রহ্ম॥৮॥

আগে কহ প্রভু বাক্য উপাধ্যায় কহিল।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং একনবত্যঙ্কধৃতরঘুপত্যুপাধ্যা-
য়োক্তশ্লোকে তস্যৈব বাক্যং।

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা
প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং
ব্রহ্ম॥৯॥

শুনি মহাপ্রভু ইহা প্রেমাবেশ হৈলা।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈলা॥
প্রভু কহেন কহ তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইহোঁ কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার।
প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়॥
শ্যামমেব পরং রূপং কহে উপাধ্যায়।
শ্যামভক্তের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়॥
পুরী মধুপুরী বরা কহে উপাধ্যায়।
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়॥
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়।
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এষ পরো রসঃ কহে উপাধ্যায়॥

প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদ স্বরে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিসপ্ততিতমাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্রপুরী-
কৃত শ্লোকং।

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো
রসঃ ॥১০॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভভট্ট তাহা সব করে নিবারণ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে
প্রয়াগে চালাব ইহাঁ না দিব রহিতে॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া॥
লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি
সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপহৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্ব তত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥*

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে চতুরধিক-
শততম শ্লোকে দ্বয়োর্ম্মিলনে সার্ব্বভৌমং প্রতি
বার্ত্তাহারিবাক্যং।

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥১১॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে সপ্ততি শ্লোকে রূপানুগ্রহে
প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং।

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি
মুক্তো, গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত
এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে,
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ
দেবঃ ॥১২॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে শক্তি-
সঞ্চারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌমবাক্যং।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে,
প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে,
ততান রূপো স্ববিলাসরূপে ॥১৩॥

এইমত কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ।
অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরি।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম সংকীর্ত্তন প্রেমে নহে কোন দিনে॥

---

* রূপের মিলন গ্রন্থ।—কবিকর্ণপুর রচিত সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন ॥
এই কথা শুনি মহান্তের সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাহে কি বিস্ময় ॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তি-
সামান্যলহর্য্যাং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপ-
গোস্বামিবাক্যং।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য-
দেবস্য ॥১৪॥

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥

তথাহি শ্রুতি ব্যাখ্যাধৃত শ্লোকঃ।

কেশাগ্রশতভাগস্থ শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃসূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি
চিৎকণঃ ॥১৫॥

তথাহি পঞ্চদশ্যাং ত্র্যশীতিতমঃ শ্লোকঃ।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ো ইতি চাহ
পরা শ্রুতিঃ ॥১৬॥

তথা শ্রুত্যধ্যায়স্য পরিমিতেত্যস্য
তোষণ্যাং ধৃতাশ্রুতিঃ।

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং
মম ॥১৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে
ষড়বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তহি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ,
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥১৮॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জল-স্থলচর ভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মচারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয় এক জন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে তৃতীয়
শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতবাক্যং।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি
মহামুনে ॥১৯॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী সেচে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥

তারে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তি যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এই তপরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

তথাহি ললিতমাধবে পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে
পৌর্ণমাসীবাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থবাক্যং।

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব
তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন
প্রয়াতি॥২০॥

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির করিয়ে লক্ষণ।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম॥
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥*

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-
লহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রং।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
২১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উনত্রিংশোধ্যায়ে
দশম শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষো-
ত্তমে॥২২॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেববাক্যং।

সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ॥২৩॥

তথাহি তত্রৈব ত্রয়োদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেববাক্যং।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপ-
পদ্যতে॥২৪॥

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়
লহর্য্যাং ষোড়শ শ্লোকে শ্রীরূপ-
গোস্বামিবাক্যং।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি
বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো
ভবেৎ॥২৫॥

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রসস্থায়ী ভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥ণ

---

* পঞ্চরাত্রে—নারদপঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে।

ণ [illegible]—চিত্তের একাগ্রতা।

সাত্ত্বিক ব্যাভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে পঞ্চ প্রধান॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে স্থায়ীভাবলহর্য্যাং ত্রিষষ্টি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥২৬॥

হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥*
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত সনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥
শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর।+
দাস্য ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলারতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥

শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন॥
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥২৭॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখাভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥§

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং একাদশোধ্যায়ে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অর্জ্জুনবাক্যং।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তদেবং,
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং॥২৮॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে করিল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হইল ত্রাস॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমোধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তা শ্লথদ্বলয়তো-ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥২৯॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমোধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্তু সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজং॥৩০॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

---

* গৌণ সপ্তরস—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাত প্রকার গৌণরস।

+ নব যোগেন্দ্র অর্থাৎ নয় জন কবি; যথা—(১) কবি, (২) হবি (৩) অন্তরীক্ষ (৪) প্রবুদ্ধ (৫) পিপ্পিলায়ন (৬) আবির্হোত্র (৭) দ্রবিড় (৮) চমস (৯) করভাজন।

§ ধার্ষ্ট্য ক্ষমায়—যিনি ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া থাকেন।

নচান্তর্নবহির্যস্য নপূর্ব্বং নাপিচাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতোযোজ-
গচ্ছয়েঃ ॥৩১॥

তথাহি তত্রৈব নবমোধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুকবাক্যং।

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং
যথা ॥৩২॥

তথা তত্রৈব অষ্টাদশোধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণী-
সুতং ॥৩৩॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশোধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে
প্রিয়ঃ।
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ॥
ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥৩৪॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে ষোড়শ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবানতি-
বিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীত মোহিতাঃ,
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৩৫॥

শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখ-গাথা ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্ত-
ভক্তিরসলহর্য্যাং একবিংশতি শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং
বিনা ॥৩৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশোধ্যায়ে
ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থ-
জয়োধৃতিঃ ॥৩৭॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশোধ্যায়ে ত্রয়ো-
বিংশতি শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥৩৮॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাসের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্য বিশ্বময় ॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিহ্ন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার ॥

আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত রসগুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে
একোনশতাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণবচনং।

ইতিদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেঃ স্বভক্তৈর্জিতত্ত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তাং শতাবৃত্তি বন্দে॥৩৯॥

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তি রসের করিল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥
এত বলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ কৈল নিবেদন॥
আজ্ঞা হয় আইস মুঞি শ্রীচরণ সঙ্গে॥
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহির আসি॥
রাত্রে তিঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা গেলা॥
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায় ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত যে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব॥
এত জানি তাঁর ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপ গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান।[*]
কেতাবকোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দি ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়া কিন্তু করি রাজভয়॥
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি আইসয়॥[†]
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেকে দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥[‡]
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবনমন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বারপথ ছাড়িল নারে তাঁহা যাইতে।[‡]
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে॥
তথা এক ভূমিক হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমা বিনতি করিলা॥
সেহ ভুঞা সঙ্গি হয় হাত গণিতা।
ভূঞা-কানে কহে সেই জানি এই কথা॥
ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥
এই ভূঞা কেন মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভৎর্সন।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া॥
এই সুবর্ণ সাত মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে॥
তোমা মারি মোহর লইতাম আজি রাত্রে।
ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলে পাপ হৈতে॥

---

[*] জিন্দাপীর—সিদ্ধপুরুষ।
[†] নেউটি—ফিরিয়া।
[‡] দাড়ুকা—বেড়ি।
[‡] গড়িদ্বারপথ—গৌড়ের দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রাজপথ।

সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব ।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব ॥
গোসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি ।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি ॥
তবে গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল ।
রাত্রে রাত্রে বন পথে পর্ব্বত পার কৈল ॥
পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে ।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে ॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ ।
গোসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ ॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একেলা ।
হাতে করোয়া ছিঁড়া কান্থা নির্ভয় হৈলা ॥
চলি চলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে ॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম ।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে ।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিলা ।
রাত্রে এক জন সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইলা ॥
দুই জন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা সকলি কহিল ॥
তিঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে ।
ভদ্রবেশ কর ছাড় এই মলিন বসনে ॥
গোসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব ।
গঙ্গাপার করি দেহ এক্ষণি চলিব ॥
যত্ন করি তিঁহো এক ভোটকম্বল দিল ।
গঙ্গাপার করি দিল গোসাঞি চলিল ॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে ।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥
চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা ।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে ।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে ॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুকে কহিল ।
কেহ হয় করি প্রভু তাহারে পুছিল ॥
তিঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে ।
তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে ॥
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা ।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন ।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্গদ বচন ॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার ।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা ।
পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা ॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন ।
তিঁহো কহে প্রভু মোরে না কর স্পর্শন ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ে
অষ্টম শ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং ।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতা প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥২॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একন-
বত্যঙ্কধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং ।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমোধ্যায়ে
নবম শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবং
প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং ।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৪॥
তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
দ্বিতীয় শ্লোকঃ।

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৫॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি ॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহ শুনাইল ॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥
তপনমিশ্র আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দুঁহারে ॥
তপনমিশ্র তাঁরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ যাহ সনাতন ॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর যাহ ইঁহা লঞা ॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেল তপনমিশ্র ঘরে ॥
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা ॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ তারে দিব পাছে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥
মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো করে নিবেদন ॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তিঁহ দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল ॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলিলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে ॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে ॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে ॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ॥
তিঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্য বাণী।
ভোট লহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি ॥
এত বলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥
প্রভু কহে তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল।
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস ॥
গোসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল ॥
ইঁহা প্রভু শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু কহে তত্ত্ব নিরূপণ ॥

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারস্য।

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥৬॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃত নারদীয়পুরাণং।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষা-
মভীপ্সিতঃ ॥৭॥

যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য উনবিংশাধ্যায়ীয় পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী
যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥৮॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্টিতম শ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৯॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকরূপমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য তৃতীয়াধ্যায়ীয় দ্বিতীয় শ্লোকঃ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য
যথোষ্ণতা ॥১০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে বহুরূপ ইত্যস্য চক্রবর্ত্তিকৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয়ৈকষষ্টিতম শ্লোকদ্বয়ং।

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা
বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবা-
প্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ
শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।

সর্ব্বভূতেষু ভূপাল
তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১১॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাং।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১২॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়ঃ স্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১৩॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

দৈবী হ্যেষা গুণাময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্তির সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেনে এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥
বাপের ধন আছে জানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে ॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিবে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে ঊনবিংশতিঃ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥১৫॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে বিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্যং।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ং সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৬॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায় ।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায় ।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥
দারিদ্রনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয় ।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং উনষষ্ট্যঙ্কধৃতং পদ্ম বৈশাখ মাহাত্ম্যং ।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে
তে পুরাণগমাস্তাং তামেব হি
দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচন
ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥১৭॥

গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে ।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশত্যধ্যায়ে চত্বারিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ
কশ্চন ॥১৮॥

তত্রৈব একচত্বারিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং
বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং ॥১৯॥

তথা তত্রৈব চত্বারিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ
শব্দমাস্থায় মাং ভিদাং ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে
প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥২০॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার ।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয় ।
স্বরূপ শক্তি শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য দশমস্কন্ধস্য প্রথম শ্লোকে ব্যাখ্যায়াং স্বামিনোক্তং ।

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি
তৎ ॥২১॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন ।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর শেখর ।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-
কারণঃ ॥ ২২ ॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়োধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যং ।

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে
যুগে ॥২৩॥

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যং ।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে ॥২৪॥

ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে ।
সূর্য্য যেন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকঃ

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২৫॥

পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেবীবাভাতি
মায়য়া ॥২৬॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমোধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ ॥২৭॥

ভক্তে ভগবানের অনুভব পূর্ণ রূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥
স্বয়ং রূপ তদেকাত্মরূপাবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান ॥
স্বয়ং রূপে স্বয়ং প্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষীবিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভব বিলাস এই শাস্ত্রপর সিদ্ধি ॥
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনসপ্ততিতমোধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥২৮॥

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে যমুনা জলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দৃষ্টা অক্রূরস্তব।

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেক-
মূর্ত্তিকং ॥২৯॥

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান ॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী তনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস ॥
স্বয়ং রূপের গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেব ক্ষত্রিয় বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহা অধিক উল্লাস ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ ॥

তথাহি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে দশম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য
মে, দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্
মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং
সত্যং সখে মামকং, যস্য প্রেক্ষ্য
স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্য মন্বিচ্ছতি ॥৩০॥

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে ॥
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে ॥

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টাবিংশ শ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্টা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥৩১॥

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্ম নাম তার ॥

তদেকাত্মরূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদ বিবিধ বিভেদ॥
প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্য চারি জন।
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন।
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম॥
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।
এক মূর্ত্তে বলদেব ভাব ভেদে ভাসে॥
আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্যকারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরা পুরে নিত্য ইঁহার বাস॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদ নামভেদ বৈভব বিলাস॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্ব রূপে।
পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে।
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে॥
আবরণরূপে চারি দিকে যার বাসে॥
চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি॥
চক্রাদি ধারণ ভেদে নামভেদ সব।
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব নারায়ণ মাধব॥
সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি হৃষিকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব পৌষে নারায়ণ॥
মাঘের দেবতা মাধব গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রবণে শ্রীধর ভাদ্রে দেব হৃষিকেশ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধাদামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর॥
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র দ্বাদশ তার নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান॥
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তা সবার নাম কহি শুন সনাতন॥
পুরুষোত্তম অচ্যুত নৃসিংহ জনার্দ্দন।
হরি কৃষ্ণ অধোক্ষজ উপেন্দ্র অষ্ট জন॥
বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি কৃষ্ণ দুই জন॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদ ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ॥
পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন।
হরি কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ॥
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারি জনার বিলাস বিংশতি গণন॥
ইহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে তিন তিন ক্রমে॥
যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্য ধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান॥
পরব্যোম ধামে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণ-লোকের বিভূতি॥
এক কৃষ্ণ-লোক হয় ত্রিবিধ প্রকার॥
গোকুলাখ্য মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর।
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥
প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন।
বিষ্ণুকাঞ্চিতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে॥
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
এই মত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস॥

সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম লাগি ধর্ম্ম স্থাপিতে॥
ইহার মধ্যে করে অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন॥
অস্ত্রধৃতি-ভেদ নাম-ভেদের কারণ।
চক্রাদিধারণ ভেদ শুন সনাতন॥
দক্ষিণাধো-হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ॥
বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম কর॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর।
তার মত কহি সেই সব অস্ত্রকর॥
শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদাধর।
নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্রধর॥
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্মকর।
গোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খধর॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা চক্র পদ্ম শঙ্খকর।
মধুসূদন চক্র শঙ্খ পদ্ম গদাধর॥
ত্রিবিক্রম পদ্ম গদা চক্র শঙ্খকর।
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর॥
শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খকর।
হৃষীকেশ গদা শঙ্খ চক্র পদ্মধর॥
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদাকর।
দামোদর পদ্ম শঙ্খ গদা চক্রধর॥
পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদাধর।
অচ্যুত গদা পদ্ম শঙ্খ চক্রধর॥
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খধর।
গদাধর শঙ্খ পদ্ম চক্র গদাকর॥
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মকর।
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা চক্র পদ্মকর॥
অধোক্ষজ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্রকর।
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা পদ্ম চক্রকর॥
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ॥
কেশব ভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র ধর।
মাধব ভেদ চক্র-গদা পদ্ম-শঙ্খ কর॥
নারায়ণ ভেদ নানা অস্ত্র-ভেদ ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পুরীর আবরণ নাম পুরীর সব দেশে।
নব ব্যূহরূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতি-
কথনে পঞ্চদশাঙ্কধৃত সাত্বততন্ত্রং।

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ নৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ
॥৩২॥

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন॥
সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োধ্যায়ে ষড়্-
বিংশ শ্লোকে সৌনকাদিন্ প্রতি সূতবাক্যং।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্ব-
নিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কূল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ
সহস্রশঃ॥৩৩॥

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টাধ্যায়ে দ্বিচত্বা-
রিংশাঙ্কধৃত আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ ইত্যস্য শ্রীধর-
স্বামী ব্যাখ্যায়াং ধৃত যথা লঘুভাগবতামৃতে

পূর্ব্বখণ্ডে অবতার প্রকরণে
নবমাঙ্কধৃত সাত্বততন্ত্রং।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো
বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা
বিমুচ্যতে ॥৩৪॥

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি
প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম ॥
শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন ॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকঃ।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ॥৩৫॥

মায়াদ্বারে সৃজেন তিঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষটচত্বারিংশোধ্যায়ে
দ্বাবিংশ শ্লোকে উদ্ধবোনন্দমাহ।

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী,
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥৩৬॥

সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতারে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি অবতার নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরি অবতার নাম ॥
মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োধ্যায়ে প্রথম
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

জগৃহে পুরুষং রূপং ভগবন্মহদাদিভিঃ।
সংভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক-
সিসৃক্ষয়া ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোধ্যায়ে চত্বা-
রিংশ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৩৮॥

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ ॥
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোধ্যায়ে দশম
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ,
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥৩৯॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়ানিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান ॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি বীর্য্যের আধান ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিস্পর্শন।
জীব রূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়বিংশোধ্যায়ে
অষ্টাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেববাক্যং।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ
পর পুমান্।
আধত্তবীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ং ॥৪০॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়ে ষড়্বিংশ
শ্লোকে বিদুরং প্রতি মৈত্রেয়বাক্যং।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥৪১॥
তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন ॥
এত মহৎ স্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া-পার ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে
চতুপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাললম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথা।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪২॥
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্য্যামি।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥
এইত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥
সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক মূর্ত্তে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥
নিজাঙ্গ স্বেদ জলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি গুণ সনে ॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগত সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামি গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গাই ॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়া পার ॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী ॥
পুরুষাবতারের এই কহিল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন ॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না পায় গণন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে দেবকীগর্ভস্থঃ ভগবন্তং-
মত্বা দেবস্তুতিঃ।

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-
রাজন্যবিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ,
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥৪৩॥
লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥
ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥

গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমোধ্যায়ে
ঊনপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ,
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৪॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্ট্যধ্যায়ে ষড়বিংশ
শ্লোকে দুর্য্যোধনাদিন্ প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং।

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলা কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ক ॥৪৫॥

নিজাংশ কলা যে কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংসারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরি ॥
মায়া সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয় তিঁহ কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
একপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ,
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৬॥

শিব মায়াশক্তি সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীত্যধ্যায়ে
দ্বিতীয় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ-
সংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং
ত্রিধা ॥৪৭॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাশীত্যধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো
ভবেৎ ॥৪৮॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু রূপে অবতার।
সত্ত্ব গুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়াপার ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়।
কৃষ্ণ-অংশী তিঁহো অংশ বেদে হেন গায় ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য,
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজাহি ॥৪৯॥

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশৎ
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি
ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৫০॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥
ব্রহ্মার এক দিন হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥
চৌদ্দ এক দিনে মাসে চারি শত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ সহস্র চল্লিশ ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ সহস্র মন্বন্তরাবতার ॥*
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥

---

* ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বন্তর এবং এক এক মন্বন্তরে এক একটী অবতার হয়। এইরূপে এক মাসে তাঁহার ৪২০টী এবং একবর্ষে ৫০৪০টী মন্বন্তর-হইয়া থাকে। তাঁহার বয়ঃক্রম একশত বর্ষ, সুতরাং ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হয়।

মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের লেখা দেখ অন্ত ॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ স্বারোচিষে বিভু নাম।
উত্তমে সত্যসেন তামসে হরি অভিধান ॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ চাক্ষুষে অজিত বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম দক্ষসাবর্ণে ঋষভ গণন ॥
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্সেন ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণে সুধামা যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে ॥
ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের বর্ণন ॥
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোধ্যায়ে দ্বাদশ, শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

কৃতেশুক্লচতুর্ব্বাহুর্জটিল বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপরিতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলুঃ ॥৫১॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোসৌচতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশ ত্রয্যাত্মাশ্রুকস্রুবাদ্যুপলক্ষণং ॥৫২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমোধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্ল রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৫৩॥

সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্ম করায় শুক্ল মূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি ॥*
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি ॥
কৃষ্ণপাদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৫৪॥

তথা তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তবিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥৫৫॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণ নাম সংকার্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
পীত বর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়ে উনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৫৬॥

আর তিন যুগাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরংব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাং ॥৫৭॥

---

* কর্দ্দম—জনৈক ঋষি ও প্রজাপতি ; ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ একাদশ বিলাসে উন-চত্বারিংশতধিক দ্বিশতাঙ্কধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ীয় সপ্তদশ শ্লোকঃ ।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য
কেশবং ॥৫৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়-স্ত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ
সারভাগিনঃ ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি
লভ্যতে ॥৫৯॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন ॥
চারি যুগাবতারের এই ত গণন ।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি ।
প্রভুর কৃপাতে পুছেন অসঙ্কোচ মতি ॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার ।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ॥
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি ।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার ।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমোধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যমলার্জ্জুনবাক্যং ।

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্ব-
সঙ্গতৈঃ॥৬০॥

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে ব্যাসবাক্যং ।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ
স্বরাট, তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র
ত্রিসর্গোঽমৃষা, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-
কুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৬১॥

এই শ্লোকে পর শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ ।
সত্য শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল বেদ ব্রহ্মাকে
পড়াইল ।
অর্থাভিজ্ঞাতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥
এই সব কার্য্য তার তটস্থ লক্ষণ ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতার কালে হয় জগতের গোচর ।
এই দুই লক্ষণে কেহ না জানে ঈশ্বর ॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ ।
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় ।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
প্রভু কহে চাতুরালী ছাড় সনাতন ।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥
শক্ত্যাবেশাবতারের কৃষ্ণের অসংখ্য গণন ।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শক্ত্যাবেশ দুই রূপে গৌণ মুখ্য দেখি ।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আভাস বিভূতি
লিখি ॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম ।
জীব রূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত ।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তি ভক্তি ।
ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি অনন্তে ভূধারণশক্তি ॥

শেষে স্ব-সেবনশক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশ প্রকরণে
চতুর্থ শ্লোকে শ্রীসনাতন গোস্বামিবাক্যং।

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
তয়াবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ ॥
৬২॥

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগত ব্যাপিল কৃষ্ণ শক্তিভাবাবেশে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমোধ্যায়ে একচত্বারিংশ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং ॥
৬৩॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি
শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ ॥৬৪॥

এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥
কিশোর শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব
লহর্য্যাং সপ্তবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপ
গোস্বামিবাক্যং।

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মীকিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্
॥৬৫॥

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
শেষ লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোর নিত্য
স্থিতি ॥
নিত্য লীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥
রাত্রিদিনে হয় ষষ্টি দণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল যার নাম ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টি দণ্ড ক্রমোদয়।
সেই একদণ্ড অষ্টদণ্ডে প্রহর হয় ॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥
সওয়া শত বৎসরে কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥
আলাতচক্র প্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে নির্গম পুরাণ ॥
গোলোক গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণ সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার ॥
ব্রজে কৃষ্ণে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লহর্য্যাং দশাধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপ-
গোস্বামিবাক্যং।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যে যঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ ॥৬৬॥

তথাহি তত্রৈব একাদশাধিকশত শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ ।
অসর্ব্বব্যঞ্জক পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥৬৭॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাধিকশত শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে ।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥৬৮॥
এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান ।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার ।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগদরশন ॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান ।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে তত্ত্বস্বরূপ-শ্রীভগবৎ-
স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমঃ
পরিচ্ছেদঃ ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

অগত্যেক গতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং ।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-
শীকরং ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সব স্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে ।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ নাহিক গণনে ॥
শতসহস্রাধুত লক্ষকোটি যোজন ।
একৈক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময় ॥
পারিষদ্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয় ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার ।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্যোম যার দলশ্রেণী ।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি ।
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য স্থান অবতার ॥
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে
বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ ।

কো বেত্তি ভূমন ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং ।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥২॥
এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সপ্তম
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।

গুণাত্মনস্তেপি গুণান্ বিমাতুং,
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতা সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাস ॥৩॥
ব্রহ্মাদি বহু সহস্রবদনে অনন্ত ।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে চত্বা-
রিংশ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে ।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং ॥৪॥
সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি কৃষ্ণ ।
নিজ গুণের অন্ত না পান হয়েন সতৃষ্ণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমোধ্যায়ে
সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিবাক্যং।

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরনন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্নু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥৫॥

সেই রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারেতে মন না পায় পার ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠাণ্ড স্বস্বনাথ সনে ॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥
কৃষ্ণ বৎস্যের সঙ্খ্যাতে শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ সঙ্খ্যা নাহি জানি ॥
একৈক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম শঙ্খ তার গণন ॥
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার ॥
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি সেই পাছে করিল নিশ্চিত ॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক কায়মনে মুঞি এই মানো ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে ষট্-
ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে
প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং
॥৬॥

কৃষ্ণের মহিমা বহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন স্থানের আশ্চর্য্য বিভুতা ॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে প্রকাশে।
তার এক দেশে ব্রহ্মাণ্ডজাণ্ড ভাসে ॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্যসাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা প্রভু হইলা ফাঁফর ॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ে এক-
বিংশতি শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং।

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ,
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৭॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাতে বড় তার সম কেহ নাহি আন ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
প্রথম শ্লোকঃ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দো সর্ব্বকারণকারণং ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশৎ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্
॥৯॥

এ সামান্য অধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎ কারণ তিন পুরুষাবতার ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর।
এহো কলা অংশ যার কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুপঞ্চাশৎ
শ্লোকঃ।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১০॥

এহ অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর ।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন ।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার ।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলাসার ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ ।

করুণানিকুরম্বকোমলে,
মধুরৈশ্বর্য্য বিশেষশালিনি ।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে,
নহি চিন্তা কণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥১১॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম ।
নারায়ণ আদি অন্ত স্বরূপের ধাম ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যভাণ্ডার ।
অনন্ত স্বরূপ যাঁহা করেন বিহার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরি ।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে উনপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ ।

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১২॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্ধামকথনে সপ্তাশীত্যঙ্কধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডং ।

প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী ।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা-শুভা ॥১৩॥

তথাহি তত্রৈব বিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাশীত্যঙ্কধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডং ।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ॥১৪

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥
দেবীধাম নাম তার জীব যার বাসী ।
জগল্লক্ষ্মী রাখে যাঁহা রহে মায়া দাসী ॥
এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর ।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর ॥
চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম ।
মায়িক বিভূতি এক পর অভিধান ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদভূমি কথনে চতুর্থাঙ্কধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডং ।

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ-পদং ।
বিভূতির্ম্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥১৫॥

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর ।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ ।
চিরলোকপাল শব্দে তাহার গণন ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে ।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ কহেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাহার ।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছে আরবার ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা ।
কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা ।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল ।
কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল ॥
ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে করিব নিবেদন ।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন অভিপ্রায়ে ।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যান ।
অসংখ্য ব্রহ্মারগণ আইলা ততক্ষণ ॥

দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষ বদন ।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন ।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা ।
হস্তীগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা ॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে ।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ।
পাকপীঠ স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন ।
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ ॥
ভাগ্য মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি ।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি ॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবা দেখিতে চিত্ত হৈল ।
তাহা লাগি এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥
সুখী হও সবে নাহি কিছু দৈত্যভয় ।
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈত ভার ।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার ॥
দ্বারকাদি বিভু তাঁর এই ত প্রমাণ ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ সবার হৈল জ্ঞান ॥
কৃষ্ণসহ দ্বারকা বৈভব অনুভব হৈল ।
একত্র মিলনে কেহ কাঁহো না দেখিল ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিল ।
দণ্ডবৎ হয়া সবে নিজ ঘরে গেল ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার ।
কৃষ্ণের চরণে আসি করিল নমস্কার ॥
ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় করিল ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত দেখিল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ে ষট্ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ ।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা নমে প্রভো ।
মনসোবপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥১৬

কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি কোন লক্ষকোটি ।
কোন নিযুতকোটি কোন কোটি কোটি ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন ।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডেরগণ ॥
একপাদ বিভূতির ইহা নাহি পরিমাণ ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাবিংশত্যঙ্কধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডং ।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদং ॥১৭॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায় ।
কৃষ্ণের বিভূতিস্বরূপ জানন না পায় ॥
অধীশ্বর শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয় ।
ত্রিশব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥
গোলোকাখ্য গোকুল মথুরা দ্বারাবতী ।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য-স্থিতি ॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম ।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চির লোকপাল ॥
তা সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ আগে ।
দণ্ডবৎ কালে তার মণি পীঠে লাগে ।
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি ।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ।
চিচ্ছক্তির সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করি নিত্য পূর্ণকাম ।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু ।
অবগাহিতে নারি তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥

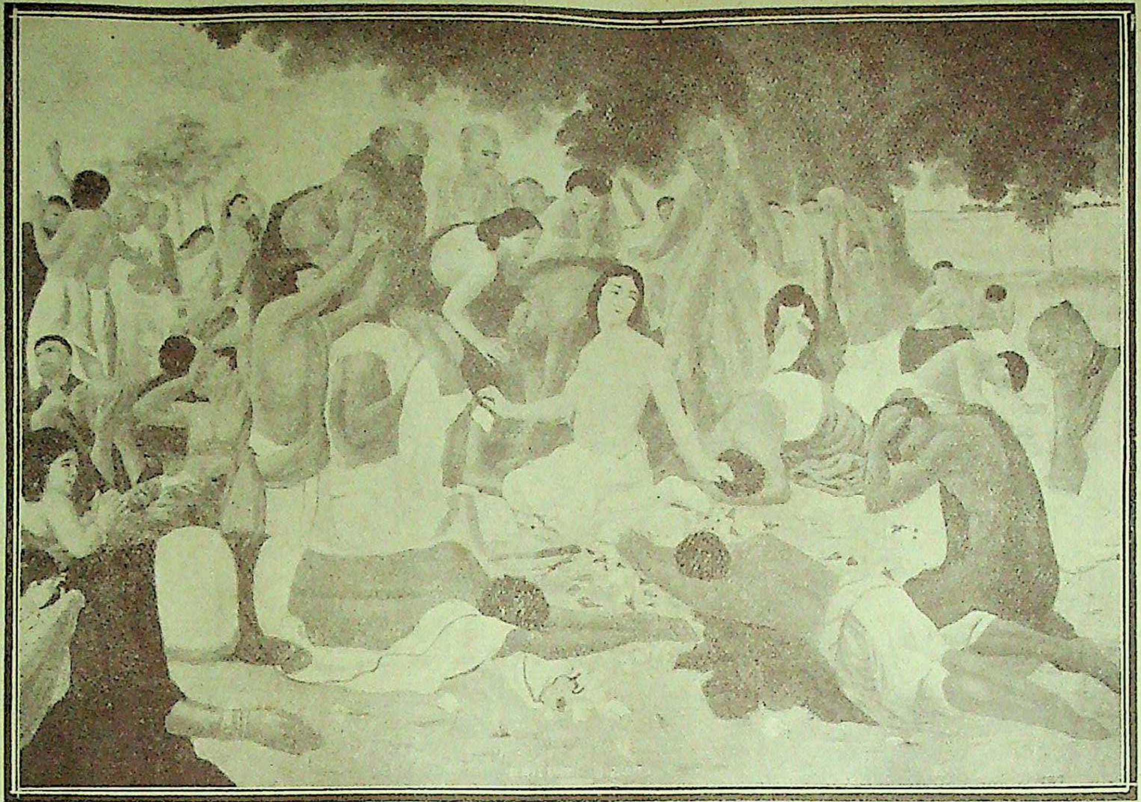

শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ।　[২৪৯ পৃষ্ঠা।

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল ।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং ।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ,
পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গং ॥১৮॥

যথা রাগঃ ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলা হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে ।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার,কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপে নিত্য তাঁর ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন ।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ-মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন ।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষীগণ ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে, মন্মথে মন্মথে,
নাম ধরে মদনমোহন ।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গো-গণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার ।
যার বেণু ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার ।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগত শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন ।
স্থানে স্থানে ভাগবতে,বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে, প্রেমে সনাতন হাতে ধরি ।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে কংসসভায়াং মল্লযুদ্ধং দৃষ্ট্বা যোষিদ্বাক্যং ।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥১৯॥

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য সার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম ।
বংশীধ্বনি চক্রবাক, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম ॥
সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণে ।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে ॥ধ্রু॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে ।
যেঁহো সব অবতরী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, পতিব্রতাগণের উপাস্যা ।

তিঁহো যে মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কাম
ভোগে, ব্রত করি করিল তপস্যা॥
সেই ত মাধুর্য্য সার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥
গোপীভাব দর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি
মোড়ি, নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ
ধ্যান, ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়॥
আনের বৈভব সত্বা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥
শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী মতি,
এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণ সম নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥
কৃষ্ণ দেখি যত জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোধ্যায়ে
চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা
নিমেশ্চ ॥২০

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে পঞ্চদশ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥২১॥

যথা রাগঃ।

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্রচয়, কৃষ্ণে করিল উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥
সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ধ্রু॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর নখ চাঁদের হাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদ-নখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারী-মন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥
এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে
অধরামৃতে, সব লোক করে আপ্যায়িত॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন মদ ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলিসদন, জলনেত্র রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ বদন॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিব পানে।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পিতে নারে মনঃ
ক্ষোভ, দুঃখে করে বিধির নিন্দনে।

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি
দুটি, তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন, রস শূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার
করে, তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, সুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে
আস্বাদন, শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

তথাহি কর্ণামৃতে দ্বিনবতি শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥২২॥

যথা রাগঃ।

সনাতন কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে কর মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ধ্রু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে ॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে
যায়, জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে
ধরি, বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥
নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায়
ত্যাগে, বলে ধরি আন কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাহা
সদা স্ফুরে, অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কান, আন বুলিতে
বোলায় আন, এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিল
আনে, কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥
আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি ॥
তবে মহাপ্রভু একক্ষণ মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধ-তত্ত্ব
বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম
একবিংশতি পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারম্ভঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার ॥
এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥

তথাহি মুনিবাক্যং।

শ্রুতির্ম্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা ব্যক্তি ভগিনি।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং ॥২

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত এক নিত্য সংসার ॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং অপরাধভঞ্জনে ষষ্ঠ
শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি
ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতামথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥৩॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি-মুখনিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ॥
এব সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহে দিতে নারে ফল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ
শ্লোকে ব্যাসদেবং প্রতি নারদবাক্যং।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ॥৪॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো,
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥৫॥

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥

তথা তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে ॥৭॥

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ
পৃথক্ ॥৮॥

তথা তত্রৈব তৃতীয় শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ
পতন্ত্যধঃ ॥৯॥

জ্ঞান জীবন্মুক্তি দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥১০॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং,
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্‌।
শব্দো ন যত্র পুরুষকারকবান্‌ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ॥১১॥
কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি
দুর্ধিয়ঃ ॥১২॥
কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তনবত্যধিক ত্রিশতাঙ্কধৃত রামায়ণবচনং।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং
মম ॥১৩॥
মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম
উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং
পরং ॥১৪॥
অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খ বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদিশ্য দেবস্তুতিঃ।

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥১৫॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুববাক্যং।

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥১৬॥

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য অক্রূরবাক্যং।

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চনঃ ॥১৭॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তরে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ॥
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥১৮॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং।

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥১৯॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগঽস্য
সিদ্ধিদঃ ॥২০॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যং।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং ॥ ২১॥

তথা তত্রৈব সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে গুরুপুত্রং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপমগো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥২২॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে সৌনকাদিন্ প্রতি সূতবাক্যং।

ভুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ
॥২৩॥

কৃষ্ণ কপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃষষ্টি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে
হিতং ॥২৪॥

তথা তত্রৈব পঞ্চষষ্টি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে ॥২৫॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদকর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান ॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে নবম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥২৬॥

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে নবম শ্লোকে প্রচেতসং প্রতি নারদবচনং।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥২৭॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥
রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্তি তরতম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়চত্বারিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৮

তথা তত্রৈব চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥২৯॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত ॥৩০॥

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে হয়শির্ষাভিধান ভগবত্তনুমুদ্দিশ্য ভদ্রশ্রবোবাক্যং।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ,
মনোরথে নাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৩১॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানি।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমোধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥৩২॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে স্বপুত্র শতং প্রতি ঋষভদেবোক্তিঃ।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ,
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৩৩॥

কৃষ্ণভক্তিজন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমোধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৩৪॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি জায়ন্তোপাখ্যানং।

অত অত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো
ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ
সেবধির্নৃণাং ॥৩৫॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোধ্যায়ে দ্বাবিংশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৩৬॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতং।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-
সঙ্গতঃ ॥৩৭॥

তথাহি তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ
ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদযাতি
সংক্ষয়ং ॥৩৮॥

তথা তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়া-
মৃগেষুচ ॥৩৯॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত কাত্যায়নসংহিতাবচনং।

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশেষং ॥৪০॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তপাদং।

মা দ্রাক্ষীং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি।
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥৪১॥

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্টি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥৪২॥

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রুরবাক্যং।

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরঃ শরণং সমীয়াদ্ভক্ত-
প্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বানন্দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥৪৩॥

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণজ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়বিংশ শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং।

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং,
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৪৪॥

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিক চতুঃশতাঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং।

আনুকূল্যস্য সংকল্প প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥৪৫॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে অষ্টদশাধিক চতুঃশতাঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং ।

তবাঽস্মিতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্ ।
তৎ-স্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৪৬॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৪৭॥

এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥৪৮॥

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় ।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥
এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার ।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর ॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান হরিরীশ্বরঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥৪৯॥

তথা তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৫০॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণঃ ।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥৫১॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার ॥
গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন ।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণবপূজন ।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন ॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিব ।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥
হানি লাভ সম শোকাদিবশ না হইব ।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব ।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন ।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন ॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি ।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি ॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন ।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন ॥

তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ভক্ত্যঙ্গে চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ
স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ
সহ॥৫২॥

তথা তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-
সেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥৫৩॥

তথা তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দশাধিক শত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু
পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাব-
জন্মনে॥৫৪॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতঃ দাক্ষিণাত্য শ্রীবৈষ্ণবকৃত শ্লোকঃ তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বিশতাঙ্কধৃত গ্রন্থান্তরং।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ
কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ
পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ
সাখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং
পরং॥৫৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥৫৬॥

তথাহি তত্রৈব চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥৫৭॥

তথাহি তত্রৈব চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥৫৮॥

কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং,
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং,
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ৫৯॥

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করান প্রায়শ্চিত্ত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং ।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য,
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ,
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥৬০॥

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ ।

তথাহি তত্রৈব বিংশোধ্যায়ে একত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৬১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্ব্যধিকশতাঙ্কধৃত স্কান্দবচনং ।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তিপ্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥৬২॥

বিধি ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে ।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং চতুরধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥৬৩॥

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম ।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্র্যধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু ।
রাগাত্মিকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥৬৪॥

তথা তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিক শত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে ।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥৬৫॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন ।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন ।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৬৬॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া ।
নিরন্তর মনে করে অন্তর্ম্মনা হইয়া ॥

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং বিংশত্যধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

কৃষ্ণং স্মরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং ।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥৬৭॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে চ
স্ত্রিংশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং ।

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ
যেষামহঃ প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥৬৮॥

তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাবে সাধনভক্তি
লহর্য্যাং ধৃতনারায়ণব্যূহস্তবঃ।

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোহপীহ
নমো নমঃ ॥৬৯॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন।
এই ত কহিল অভিধেয়-বিবরণ॥
অভিধেয় সাধন ভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-ভক্তি-
তত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্ত বিত্তং,
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌর,
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম-প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈতে প্রেম অভিমান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ী ভাব নাম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি-
লহর্য্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-
সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥২॥

এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥

তথাহি তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাং প্রথম শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা
নিগদ্যতে ॥৩॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে দ্ব্যশীত্য-
ধিক ত্রিশতাঙ্কধৃত-নারদপঞ্চরাত্রং।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধব-
নারদৈঃ ॥৪॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজায়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে জন্মে চিত্তে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি-
লহর্য্যাং একাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন-
ক্রিয়া।
ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ ॥৫॥
অথাশক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ
ক্রমঃ ॥৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোধ্যায়ে
দ্বাবিংশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
কপিলদেববাক্যং ।

সতাং প্রসঙ্গাগান্মমবীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৭॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয় ।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং একাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা ।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥৮॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রতিস্তদ্বসতিস্থলে ।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥৯॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয় ।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে
ত্রয়োদশ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং ।

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা,
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা,
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥১০॥

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায় ।
ভুক্তিসিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতো হরিভক্তি-সুধোদয়স্থ
দ্বাদশাধ্যায়ীয় অষ্টত্রিংশ শ্লোকঃ ।

বাগ্ভিস্তবন্তো মনসা স্মরন্তস্তম্বা নমস্তোপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥১১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥১২॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং ।

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দ্যতে ॥১৩॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং ।

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোহথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্মা বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা ।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হাহা মদাশৈব মাং ॥১৪॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালনা প্রধান ।
নামগানে সদা রুচি লয়ে কৃষ্ণনাম ॥

তথাহি কর্ণামৃতে দ্বাবিংশতি শ্লোকে
বিলমঙ্গলবাক্যং ।

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসী,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥১৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ষোড়শ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা ॥১৬॥

কৃষ্ণ গুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি ।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিনবতি শ্লোকে
বিল্বমঙ্গলবাক্যং।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥১৭॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

কদাহং যমুনাতীরে নমামি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং
॥১৮॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
তার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উনচত্বারিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥২০॥

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিশ্রি শুদ্ধ মিশ্রি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ ॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি-রসরূপে পায় পরিণামে ॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় এই চারি মিলি ॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদিতে ত্রিংশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নামে শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য।
শান্তিরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্য রতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগসীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকানিকরে ॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার ॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহনে দুই ভেদ ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥
উদ্ঘূর্ণা বিরহ-চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥
বিপ্রলব্ধ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্র্য আখ্যান ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেমবৈচিত্র্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতমাধ্যায়ে
সপ্তম শ্লোকে কুরির প্রতি মহিষিবাক্যং।

কুরির বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেযে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥২১॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥২২॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ প্রথম শ্লোকে ব্যাখ্যায়াং
ধৃত বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্রং।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥২৩॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কাণ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত সপ্তম শ্লোকেষু
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতং ॥২৪॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিত ॥২৫॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥২৬॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥২৭॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥২৮॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্য সমৃদ্ধিমান্ ॥২৯॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥৩০॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥৩১॥

তথা তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্দ্দশাদি
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥৩২॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ ॥৩৩॥
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥৩৪॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ ॥৩৫॥

অতুল্যমধুরপ্রেম মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলী কলকূজিতঃ ॥৩৬॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যঃ বেণুরূপয়োঃ ॥৩৭॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টি রুদাহৃতঃ ॥৩৮॥

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে নবমাদি শ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্তন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥৩৯॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত মাধবা।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌নর্ম্মপণ্ডিতা ॥৪০॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধাপাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥৪১॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণীলসদ্যশাঃ ॥৪২॥
গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখী প্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥৪৩॥

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এই মত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ।
যৈছে রস হয় গুন তাহার লক্ষণ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব লহর্য্যাং চতুর্থাদি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং।
শ্রীভাগবতরক্তাণাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং ॥৪৪॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং ॥৪৫॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলাং।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানানুরশ্যতাং ॥৪৬॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনিঃ।
প্রৌঢ়ানন্দনচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং ॥৪৭॥

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে রসসামান্য-নিরূপণে স্থায়িভাবলহর্য্যাং একসপ্ততি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

সর্ব্বথৈব দুরুহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎ পদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তিরেবানুরস্যতে ॥৪৮

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥
যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশোধ্যায়ে ত্রয়োদশাদি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুখঃসুখঃ ক্ষমী ॥৪৯॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৫০॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোজদ্বিতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥৫১॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৫২॥
যো ন হৃষ্যতি নদ্বেষ্টি নশোচতি নকাঙ্খতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৫৩॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥৫৪
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥৫৫॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥৫৬॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্,
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥৫৭॥
তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা ।
ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিলা ॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি ।
ইন্দ্র আসি করিল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ॥
মৌবললীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান ।
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময় ।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছা লঞা ॥
নীচ জাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর ।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু ।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন ।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥
মুঞি যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল ।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি করে ।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ ।
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-
বিচারোনাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ
পরিচ্ছেদঃ ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্ ।
জগত্তমো জাহারাব্যাৎ স চৈতন্যো দয়াচলঃ ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তবে সনাতন প্রভু চরণে ধরিয়া ।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌম স্থানে ।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তিঃ ।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত হৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥২

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি যুড়ায় শ্রবন ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে ॥
কিবা প্রলাপিলাম তারে নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে ॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥
একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥
আত্মা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি।
বুদ্ধি স্বভাব এই সাত অর্থপ্রাপ্তি ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।

আত্মা দেহমনো ব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু
প্রযত্নে চ ॥৩॥

এই সাতে রমে যেই সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আচরণ করিয়ে গণন ॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক পৃথক অর্থ করি পাছে করিব মিলন ॥
মুনি শব্দে মনশীল আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতী আর ঋষি মুনি ॥
নির্গ্রন্থা শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন।
বিধি নিষেধ বেদ শাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন ॥
মূর্খ নীচ ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্রবিরক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন ॥

তথাহি বিশ্বে।

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ
॥৪॥

উরুক্রম শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
ক্রম শব্দে কহে এই পাদবিক্ষেপণ ॥
শক্তি-কম্প পরিপাটী যুক্তিশক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একোনচত্বারিংশ শ্লোকে [illegible]

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ,
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং,
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পমানং ॥৫॥

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্য শক্ত্যে গোলোক ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরুক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥

তথাহি বিশ্বে।

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালন-
কম্পয়োঃ ॥৬॥

কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত-ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥

তথাহি পাণিনিঃ।

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥৭॥

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে ॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চবিধাকার।
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥
ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন প্রেমভক্তি নব প্রকার ॥
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা মহাভাব লক্ষণারূপা আর ॥
শান্তভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্যভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত ॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃমাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাগ সীমা।
ভক্তি শব্দে কহিল এই অর্থের মহিমা।
ইত্থংভূতগুণ শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান ॥
ইত্থং শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ শব্দের আন।
ইত্থম্ভুত শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময় ॥
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ প্রায় হয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-
লহর্য্যাং অষ্টবিংশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য
চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয় ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকঃ।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্-
গুরো ॥৮॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বেশে করে সর্ব্ব বিস্মরণ ॥
ভুক্তি সুখ মুক্তি সিদ্ধি ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপপূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারও মন কোন্ গুণে করে আকর্ষণ ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেব মনে হরিল লীলা শ্রবণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়-
শ্চত্বারিংশ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্ক-
মিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিরতন্বোঃ ॥৯॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবম শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তম-শ্লোক-
লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্
॥১০॥

শ্রীঅঙ্গ রূপে হরে গোপিকার মন।
রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশং
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলা-
ধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য, বক্ষঃ
শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবামো দাস্যঃ ॥১১॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়েঽষ্টাবিংশতি শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদিশ্য রুক্মিণীবাক্যং।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নিবিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥১২॥

বংশীগীতে হরে লাক্ষ্ম্যাদিকের মন ॥
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ॥

তথাহি তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং
প্রতি নাগপত্নীবাক্যং।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১৩॥

তথাহি তত্রৈবোনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচারিতান্ন চলেস্ত্রিলোক্যং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥১৪॥

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদি গণ ॥
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধম্।

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং।
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥১৫॥

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন ॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১৬॥

তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম বিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ॥
নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তাঁর গুণ ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ ॥
চ অপি দুই শব্দে তাতে অব্যয় হয়।
যেই অর্থ লাগাইয়া সেই অর্থ কয় ॥
তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে যথা পাদপূরণে ব্যবধারণে ॥১৭॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।

অপিসম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কাগর্হা-সমুচ্চয়ে ॥
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥১৮॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি যথা যে লাগয়।
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকঃ।

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥১৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোক ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিতন্ত্রং।

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥২০॥

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাই আন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

বদন্তি ত ত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২১॥

সেই দুই তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র প্রমাণ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥২২॥

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব সাক্ষী পরম স্বরূপ ॥

তথাহি একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃততন্ত্রং।

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥২৩॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞানযোগে ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥
তিন সাধনৈ ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে সৌনকাদিন্ প্রতি সূতবাক্যং।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৪॥

ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে ॥
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুইত স্বরূপ ॥
রাগভক্তে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-
সুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ
॥২৫॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি
শ্লোকে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা, দূরে
যমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্প-
কলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥২৬॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম মোক্ষকাম সর্ব্বকাম আর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং
॥২৭॥

বুদ্ধিমানে অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজা-গলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽ-
র্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥২৮

আর্ত্তার্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকাম মানি ॥
এই চারি সুকৃতি হয়ে মহা ভাগ্যবান।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান।
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে একাদশ
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে
বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং
॥২৯॥

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে
ব্যাসবাক্যং।

ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎ-
সরাণাং সতাং, বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা পরৈরী-
শ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৩০॥

প্র শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এক শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখান ॥
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছায় পিধান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে
অষ্টাবিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ।

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপি-
ধানং নিজ পাদপল্লবং ॥৩১॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণে ভাব ॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাষ।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক ব্রহ্মময় প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হইয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতশ্রুতিঃ।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তীত্যাদি ॥৩২॥

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণ কৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়োচত্বারিংশ শ্লোকে দেবাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্র-
তুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষো-
ভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৩৩॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

নদ্যোদ্রয়োঃ খগ মৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ,
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং ॥৩৪॥
ব্যাস কৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ।
কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

হরেগু ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ
॥৩৫॥

নব যোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম বিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং সপ্তম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং,
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো ন বাপ্যবাপুঃ ॥৩৬॥
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥
মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥৩৭॥
সেই সবের সাধু সঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষু ছাড়ায় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্থ প্রথমাধ্যায়ীয় পঞ্চাশৎশ্লোকঃ।

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদৃষ্টোঽপ্যেকেন
ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন, কৃতাস্ত নো যেন
কৃশা মুমুক্ষা ॥৩৮॥

নারদের সঙ্গে সৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষু ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষু ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁহার পায় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়োদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষি-
পত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং
কালঃ ॥৩৯॥

জীবন্মুক্ত অনেক সেও দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥

ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে যড়্বিংশ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ।

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষবিমুক্তমনিনস্ত্বয্যস্তভা-
বাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্য-
ধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৪০॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে
পরাং ॥৪১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তি-
লহর্য্যাং বিংশত্যঙ্ক ধৃত বিল্বমঙ্গলকৃত শ্লোকঃ।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যা,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন ॥৪২॥

ভক্তি বলে প্রাপ্ত স্বরূপদেহ পায়।
কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ
॥৪৩॥

কৃষ্ণবহির্মুখ দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য
বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং
গুরুদেবতাত্মা ॥৪৪॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে ॥৪৫॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥৪৬॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ।

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভা-
বাদ বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্য-
ধোঽনাদৃত_যুষ্মদংঘ্রয়ঃ ॥৪৭॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়
শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্
॥৪৮॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং
ধৃতশ্রুতিঃ।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তে ॥৪৯॥

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহার অপির অর্থ হয়॥
আত্মারামাশ্চ অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী॥
মুনয়ঃ সন্ত ইতি কৃষ্ণ মননে আসক্তি॥
নির্গ্রন্থা বিদ্যাহীন কেহ বিধিহীন।
যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥
চ শব্দে করি যদি ইতরের অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥

এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জনে কহে ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।

স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥৫০॥

তবে যে চকার সেই সমুচ্চয় কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয় ॥
নির্গ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে।
অন্তর্য্যামী উপাসক আত্মারাম কয়।
সেহ আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয় ॥
সগর্ভ নিগর্ভ এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥৫১॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,
ভক্ত্যাদ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানস্তচ্চাপি
চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্ক্তে ॥৫২॥

যোগারুরুক্ষু যোগারূঢ় প্রাপ্তসিদ্ধ আর।
দুঁহে তিন ভেদ হয় ছয় প্রকার ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৫৩॥

তথা তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৫৪

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া ॥
চ শব্দে অপির অর্থ ইহাও করায়।
মুনি নির্গ্রন্থ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম ॥
আত্মা শব্দে মন কহে মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে দেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ।

উদরমুপাসতে ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যং সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৫৫॥

এই কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ণ মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥
আত্মা শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
মুনয়োঽপি ভজে কৃষ্ণ নির্গ্রন্থ হঞা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে ব্যাসং প্রতি নারদবাক্যং।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥৫৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতনারদীয়ং।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতং ॥৫৭॥

চ শব্দ অপি অর্থে অপি অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সামান্যনিরূপণে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ
সুদুর্ল্লভা ॥৫৮॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-
পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি
তে ॥৫৯॥

আত্মা শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে।
মুনি শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ নিগ্রন্থ মূর্খ জন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দুহাঁর ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং।

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির প্রবালান্,
শৃন্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥৬০॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা, গূঢ়ং
বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং ॥৬১॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তম শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

নৃত্যন্তমী শিখিনঈড্যমুদাহরিণ্যঃ, কুর্ব্বন্তি
গোপ্যইবতে প্রিয়মীক্ষণেন ॥৬২॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃত-
চেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা, হন্তমীলিতদৃশো
ধৃতমৌনাঃ ॥৬৩॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

কিরাতহূনান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি
তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥৬৪॥

কিম্বা ধৃতি শব্দে নিজ পূর্ণাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্তে মহাপূর্ণ হয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ষষ্টিতম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্ত-
মাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদি-
কৃৎ ॥৬৫॥

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দপ্রবীণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকেঽম্বরীষম্ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি
চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকাল-
বিপ্লুতং ॥৬৬॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ।

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
সএব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে
॥৬৭॥

চ অবধারণে ইহা অপি সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে ॥
আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধি বিশেষ।
সামান্যবুদ্ধি যুক্ত যত জীব অশেষ ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ নিগ্রন্থ মূর্খ আর ॥
কৃষ্ণ পায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি করে কৃষ্ণ পায় ॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং দশমাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ
॥৬৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্‌জনা
অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥৬৯॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-
পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি
তে ॥৭০॥

সৎ সঙ্গ কৃষ্ণ সেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধনপ্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং সপ্তাশীতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে
॥৭১॥

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং
॥৭২॥

ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করয়ে গুণে আকর্ষিয়া॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ
॥৭৩॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবানাং স্তুতিঃ।

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবা-
র্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং
নিজপাদপল্লবং ॥৭৪॥

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণে দাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥
চ শব্দে এব অর্থ অপি শব্দ সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥
এই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বং-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োঽপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ
॥৭৫॥

তথাহি তত্রৈব বিংশাধ্যায়ে উনবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপিবাক্যং।

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণু স্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥৭৬॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-
মুদ্দিশ্য গোপীগীতং।

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো বর্বৃষুঃ স্ম ॥৭৭॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

কিরাতহূনান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥৭৮॥

আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই।
ঊনবিংশতি অর্থ হইল মিলি এই দুই ॥
এই ঊনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
আত্মা শব্দে দেহ করে চারি অর্থ তার ॥
দেহরাম দেহ ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গ সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে
চতুর্দ্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিস্তুতিঃ।

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে
॥৭৯॥

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠা যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশ
শ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদীন্বাক্যং।

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি চ গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু
॥৮০॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধু সঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে উন-
ত্রিংশৎ শ্লোকে সভ্যান্ প্রতি পৃথুবাক্যং।

যৎপাদসেবাভিরুচি স্তপস্বিনামশেষ-
জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষীণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পাদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৮১॥

দেহারামী সর্ব্ব কাম সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয় সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিত্রে
অষ্টাবিংশতি শ্লোকঃ।

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৮২॥

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥
চ শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
নির্গ্রন্থ হইয়া ইঁহা অপি নির্দ্ধারণে।
রামাশ্চ কৃষ্ণশ্চ বিহরয়ে বনে ॥
চ শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
“বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়” যৈছে প্রকার ॥*
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারাম অপি ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥
চ এবার্থে “মুনয় এব” কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি “অপি গর্হা অর্থ” কয় ॥
নির্গ্রন্থ হঞা দুই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুসঙ্গম ॥
নির্গ্রন্থ শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধু সঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
কৃষ্ণ রামাশ্চ এব কৃষ্ণ মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমার জ্ঞানে ॥
এক দিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণী স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥

---

* “হে বটো ! ভিক্ষাং অট গচ্ছ গাঃ চ আনয়।” অর্থাৎ হে বটু ! ভিক্ষার্থ গমন কর এবং গো আনয়ন কর।

বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি ॥
আর কত দূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড় ॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে ॥
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ খত হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর ॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা ॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদ প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥
গোসাঞি প্রমাণ পথ ছাড়ি কেনে আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে ॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয় ॥
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেন না লও পরাণ ॥
ব্যাধ কহে শুন গোসাঞি মৃগারি মোর নাম
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবেত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে ॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যে চাহ তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে ॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছু নাহি চাহি।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি ॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমে মারিবে অর্দ্ধমারা না করিবে ॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলে আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয় তাহা কহ মোরে ॥

নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে ঐবস্থা ॥
ব্যাধ তুমি জীব মার অপরাধ তোমার।
কদর্থ না দিয়া মার এ পাপ অপার ॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্মজন্মান্তরে ॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হইল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল ॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম ॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়ি তোমার পায় ॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব ॥
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতি দিনে ॥
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল ॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন ॥
নদী তীরে এক খানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করহ কীর্ত্তন ॥
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব প্রতিদিনে।
সেই অন্ন লয়ে যত খাও দুই জনে ॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হইল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে কৈল নমস্কার ॥
যথাস্থানে নারদ গেলা ব্যাধ আইলা ঘর।
নারদের উপদেশ করিলা সকল ॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনি দিতে লাগিল ॥

একদিন অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে ॥
এক দিন নারদ কহে শুনহ পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকা ইতি উতি ধরে পায় ॥
দণ্ডবৎস্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পরে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং দ্ব্যধিকশতাঙ্কধৃত স্কন্দপুরাণে ব্যাধং
প্রতি নারদবাক্যং।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পর-
তাপিনঃ ॥৮৩॥

তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল ॥
জল আনি ভক্ত্যে দুঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণ নাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দশমাঙ্কধৃত
স্কন্দপুরাণে নারদং প্রতি পর্ব্বতবাক্যং।

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য
তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতি-
মুচ্যতে ॥৮৪॥

নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়।
ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায় ॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাহি।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান।
এত বলি দুই জন হইল অন্তর্দ্ধান ॥
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান ॥
তা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ প্রভাব জ্ঞান ॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান ॥
তাঁতে রমে যেই সেই আত্মারাম ॥
বিধিভক্ত রাগভক্ত দুইবিধ নাম ॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ সাধনসিদ্ধ সাধকগণ আর ॥
জাতাজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগমার্গে চারি চারি অষ্টভেদ ॥
বিধি ভক্ত্যে নিত্য সিদ্ধ পরিষদ দাস।
সখা গুরু কান্তাগণ চারি ত প্রকাশ ॥
সাধনসিদ্ধ দাস সখা গুরু কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধক ভক্ত চারিবিধ জন ॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।[*]
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ প্রকার ॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥[†]
মুনি নির্গ্রন্থ চ অপি চারি শব্দের অর্থ।
যাহা সেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥

---

[*] অজাতরতি—যাঁহাদের রতি জন্মায় নাই, তাঁহাদিগকে অজাতরতি কহে।

[†] রস চারি প্রকার,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই হেতু রসভেদে ভক্তও চারিপ্রকার। সেই চারি প্রকার ভক্ত যথাক্রমে দাস্য, সখ্য, গুরু ও কান্তা নামে অভিহিত হন। নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতি ও অজাতরতি ইহাদের প্রত্যেকে উক্ত চারি প্রকারের ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া ষোড়শবিধ আত্মারাম হইয়াছেন। বিধিমার্গে ষোড়শ ও রাগমার্গে ষোড়শ, একুনে দ্বাত্রিংশবিধ আত্মারাম হইয়াছেন।

ইতরেতর চ দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার॥

তথাহি পাণিনিঃ।

স্বরূপাণামেকশেষ এক বিভক্তৌ উক্তার্থানাম প্রয়োগ ইতি ॥৮৫॥

আটান্নবারে আত্মারাম সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়॥

তথাহি।

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥৮৬॥

অস্মিন্ বনে বৃক্ষা ফলন্তি যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয়॥
আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
মুনয়শ্চ ভক্তি করে এই অর্থ তার॥
নির্গ্রন্থা এব হঞা অপি নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয়॥
অপি শব্দ অবধারণে শেষ চারি বার।
চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিব উচ্চার॥

যথা।

উরুক্রম এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব ॥৮৭॥

এইত করিল শ্লোকের ষষ্টি সংখ্যা অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণ সমর্থ॥
আত্ম শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্বং রজস্তম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয় ষষ্টিতম শ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞা চ তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৮৮॥

তথাচ অমরঃ।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াং॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥
যাটি অর্থ করিল সব কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥
অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

তথাহি প্রাচীন কৃত শ্লোকঃ।

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥৮৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদীন্‌বাক্যং।

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥৯০॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধু-
নোদিতঃ ॥৯১॥

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ॥
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফূরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয়॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফূরণ॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ।
গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ দুঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান সব মন্ত্র বিচারণ॥
মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্রশুদ্ধ্যাদি শোধন।
দীক্ষা প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য শৌচ আচমন॥
দন্তধাবন স্নান সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদিধারণ॥
গোপীচন্দন মালাধৃতি তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ গৃহসংস্কার কৃষ্ণপ্রবোধন॥
পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা রতি কৃষ্ণের ভোজন
শয়ন॥
শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন॥
নামমহিমা নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণবলক্ষণ সেবা অপরাধখণ্ডন॥
শঙ্খজল গন্ধপুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ স্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন॥
পুরশ্চরণ বিধি কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন।
অনিবেদিত ত্যাগ বৈষ্ণব নিন্দাদি বর্জ্জন॥
সাধু লক্ষণ সাধুসঙ্গ সাধুর সেবন।
অসৎসঙ্গত্যাগ শ্রীভাগবতশ্রবণ॥
দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ॥
একাদশী জন্মাষ্টমী বামন দ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধা করণ॥
অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলঙ্ঘন॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি চরণ লক্ষণ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফূরণ॥
এইত কহিল প্রভুর সনাতনের প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥
নিজগ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নবমাঙ্কে শত শ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং।

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য
ঋদ্ধাং শ্রিয়ং, রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং
বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণরসো বাহ্যেবধূতা-
কৃতিঃ, শৈবালৈঃ পিহিতমহাসর ইব
প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাং ॥৯২॥

তথাহি তত্রৈব একাদশ শ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং।

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণোঃ, দৃষ্টিমাত্রমতি-
মাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং, সানুকম্প-
মথ চম্পকগৌরঃ ॥৯৩॥

তথাহি তত্রৈব চতুরধিকশতশ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং।

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা, লুপ্তেতি তাং খ্যপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥৭৪॥

এই ত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি রাগ মার্গে সাধন ভক্তির বিধান ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় সেই ধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি
শ্লোক বাখ্যাং সনাতনানুগ্রহো নাম
চতুর্ব্বিংশতিঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৈষ্ণবী কৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভু নীলাদ্রিমাগতঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী ॥
সন্ন্যাসীরগণ প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া ॥
যাঁহা তাঁহা প্রভুনিন্দা করে সন্ন্যাসীরগণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করেন চিন্তন ॥
প্রভুর স্বভাব যেবা দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে ॥
কোন প্রকারে পার যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসীগণ হবে ইহাঁর ভক্তে ॥
বারাণসীবাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥
হেন কালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিয়া চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয়েত কথন।
তাঁহা যে লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥
যে দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হইল ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
সর্ব্ব লোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীরগণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভা মধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম ॥

উপনিষদের করে মুখ্যার্থ বাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ ॥
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে হয় হয় করে হৃদয়ে না মানে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জানি ॥
"হরের্নাম" শ্লোকের যেই করিল ব্যাখান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং ॥২॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে বড়্‌বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ।

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥৩॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস।
তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস ॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দ মাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব চতুর্থ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তয়া ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাং
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈ ॥৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীতনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো সর্ব্বভূতমহেশ্বরং ॥৬॥

তথাহি ষোড়শাধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥৭॥

সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ॥
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাই তায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায় ॥
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুক্তি পাব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বচন ॥
চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে সেইমত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার ॥
এত কহি যেই করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাঙ্খ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম হেতু কয় ॥

পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান।
অতএব বেদ মতে কহে স্বয়ং ভগবান॥
ছয়ের ছন্দ মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহ হয়ত সগুণ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে ধৃত-
হিমাদ্রিনির্বন্ধীয় ব্যাসবচনং।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তিহঁ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার।
এসব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি করে নাম সংকীর্ত্তন॥

তথাহি।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥৯॥

চৌদিকেতে লোক লক্ষ বোলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥
নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে হরি হরি॥
কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥
লোকসঙ্ঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
সন্ন্যাসীরগণ দেখি নৃত্য সম্বরিল॥
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥
প্রভু কহে তুমি জগদ্‌গুরু প্রিয়তম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাষে।
লোক শিক্ষা লাগি এমত করিতে না আইসে॥
তিঁহ কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় গেল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধস্থ পঞ্চমাধ্যায়স্থ
নৈষ্কর্ম্যমিত্যস্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃতব্যাখ্যায়াং
ধৃতং বাসনাভাষ্যধৃত পরিশিষ্টবচনং।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥১০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়ে অষ্টম
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং ॥১১॥

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম সম।
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে গণন॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ত্রয়োবিংশা-
ধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকঃ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ প্রথম বিলাসে ত্রিসপ্তত্যঙ্কে বৈষ্ণবতন্ত্রমিতি কৃত্বা ধৃতশ্চ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং
॥১২॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান।
তবু যদি কর তার দান অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতবাক্যং।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে
॥১৩॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥১৪॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥১৫॥

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥
এত বলি প্রভু লঞা তথাই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥
মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত আখ্যান
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥
তুমিত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥

প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য মনুবাক্যং।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং
॥১৬॥

ভাগবতে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥১৭॥

এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে এক-
ত্রিংশ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥১৮॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমিত হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ
শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহং ॥১৯॥

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার ॥
যে বিগ্রহ না মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে ॥
এই শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া কার্য্য হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমারে অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রয়-
স্ত্রিংশ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত
চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো
যথা তমঃ ॥২০॥

অভিধেয় সাধন ভক্তের শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্ম্মাদি বিষয় যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্বদেশে কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে পঞ্চ-
ত্রিংশ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র
সর্ব্বদা ॥২১॥

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য-দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ ॥
পঞ্চ ভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতু-
স্ত্রিংশ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেম্বহং
॥২২॥

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
ত্রয়পঞ্চাশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি হবির্ব্বাক্যং।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরি-
রবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি
ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥২৩॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে
জনকং প্রতি হবির্ব্বাক্যং।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ
॥২৪॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ,
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু
সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥২৫॥

অতএব ভাগবতে এই নিত্য কয়।
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যং।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে
॥২৬॥

এই তিন সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে বিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ
সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি
সম্ভবাৎ ॥২৭॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং।

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং
হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং
তনুং ॥২৮॥

তথাহি তত্রৈব ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তিনন্দন্তি-
বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তিগায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তিতুষ্ণীং
পরমেত্যনির্বৃতাঃ ॥২৯॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে উনচত্বারিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ-
বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৩০॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যরূপ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ দশমবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত গরুড়পুরাণং।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ
পরিবৃংহিতঃ ॥৩১॥

তথাহি প্রথমস্কন্ধস্থ প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধর স্বামী কৃত গরুড়পুরাণীয় শ্লোকদ্বয়ং।

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং
সমুদ্ধৃতং ॥৩২॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতি
ক্বচিৎ ॥৩৩॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধন প্রয়োজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে বেদব্যাসবাক্যং।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ
স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র
ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং
ধীমহি ॥৩৪॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে বেদব্যাসবাক্যং।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়ো-
ন্মূলনং।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা
পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র-কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে
বেদব্যাসবাক্যং।

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥৩৬॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উনবিংশ
শ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদীন্‌বাক্যং।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ-শ্লোক-বিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে
পদে ॥৩৭॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র স্মৃতির অর্থ সার ॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি হবে পাবে প্রেমধন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন
কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং
॥৩৮॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব
বাখ্যায়াং ধৃত শ্রুতিঃ।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তে ॥৩৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবম
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তম-শ্লোক-
লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্
॥৪০॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশ
শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তস্যারবিন্দনয়নস্য-পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৪১॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে
সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ
॥৪২॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছে যাহা শুনি লোকে চমৎকার ॥
তবে সব লোক শুনি আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ॥
শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল ॥
এত কহি উঠিয়া চলিল গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥
সব কাশীবাসী করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে প্রেমে কান্দে করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার ॥
নিজ লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈলা দ্বিতীয় নদীয়া নগর ॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহিয়া দেশে লয়্যা নাহি যায় ॥
আমি বোঝা বহিমু তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥

এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ত্তনস্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি ॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লোক লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন ॥
সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে ॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে ॥
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন ॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবাই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥
এথা রূপগোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড় অধিকারী।
সৈয়দ হুঁসেন খাঁ করে তাহার চাকরি ॥
দীঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥
পাছে যবে হুঁসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়েরে তিহঁ বহু বাড়াইল ॥

তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে ॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহ নাহি জীবে ॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা ॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতেরগণে।
তারা কহে তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥
কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপনি বৃত্তান্ত কহিলা ॥
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥
কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ আইলা ॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল ॥
রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে ॥
আপনে রহে পয়সার চানাচাবনা খাইয়া।
আর পয়সা বাণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈল মর্দ্দন ॥

রূপগোসাঞি আইল তারে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লঞা দ্বাদশ বন দেখাইলা॥
মাস মাত্র রূপ গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগে আইলা।
তাহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা রাজসরান পথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম কথা সকলি কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে॥
মথুরামাহাত্ম্যশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপ গোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ শেখর মিশ্রতপন।
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা মিশ্র ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্র মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোক মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বন পথে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈল নানা রঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে॥
শুনিয়া ভক্তের গণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিল চরণ।
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ কাশীশ্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইল গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইঁহা আজি করিব ভোজনে॥
তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এই ত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥
মধ্যলীলার করিল এই দিগ্ দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস॥

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ লীলার সূত্রগণ।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্ দরশন ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর করিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস ॥
চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন ক্ষীর চুরির বর্ণন ॥
পঞ্চমে সাক্ষীগোপালচরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন ॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব নিস্তার ॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার ॥
নবমে করিল দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ।
দশমে করিল সব বৈষ্ণব মিলন ॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ক্ষালন ॥
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা দরশন ॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈল আস্বাদন ॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ আপনে কহিল।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল ॥
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড়দেশপথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে ॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন বিহার বর্ণন ॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি সঞ্চারণ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন ॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধন ভক্তি বিবরণ ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ বর্ণন ॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাগবততত্ত্ব রস-লীলা-তত্ত্বসার ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্ব-রস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার ॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কাঁহো শুনিলা আপনে ॥
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্যচরণ ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণ-তত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার ॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন হংস চরাহ তাহাতে ॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদ-বনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে,
তাতে চরাও মন-ভৃঙ্গগণ ॥
নানা ভাবে ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।

কৃষ্ণকেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফল অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন ॥
চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহেঁ মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুণপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥
যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করি আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দ-দেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥৪৪॥
তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং।
ক্ষিতিরিয়মিহ কামে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্ম্মোদমষাং তনোতি ॥৪৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসী
বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল গমনঞ্চ পঞ্চ-
বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

অথ গ্রন্থকারস্য শ্লোক পঞ্চকং।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং ॥১॥
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥২॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোমম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ
॥৩॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৪॥
শ্রীমন্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥৫॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥
আমি জরাগ্রস্ত নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥
পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥
শুনি শচী আনন্দিতা সব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন ॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি ॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করে দেয় বাসা স্থান ॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥
এক দিন এক স্থানে নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥
কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥
এক দিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে ॥

কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ মনুষ্য পাঠাইলা॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর লোক সব আইল।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি কোথায় না পাইল।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসাস্থানে
প্রভু স্থানে আর এক দিন সবার গমনে॥
আসিয়া দেখিল সবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভু কাছে বসিয়াছে কিছু অল্পদূরে॥
প্রসাদ নারিকেলশস্য দেন ফেলাইয়া।
কৃষ্ণ রাম হরি কহ বলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবত কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠতে গেলা॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন॥
এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥
এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥
রূপ গোসাঞি প্রভু পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল॥
উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী॥
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥"
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজপুরলীলা এক করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাস বাসাস্থলে॥
হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিলা॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে॥
রূপ দণ্ডবৎ করে হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা॥
হরিদাস লঞা প্রভু বসিলা একস্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ততক্ষণে॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা না হৈল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেল বৃন্দাবনে।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদনে।
রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপাত করিয়া॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ তোমরা দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দুঁহার কৃপাতে ইহার হউক শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি॥

গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥
প্রতিদিন আসি রূপ করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুইজনে ॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুইজনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভু কৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥
ভক্তগণ লঞা কৈল গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল সব বন্য ভোজন ॥
প্রসাদ খায় হরি বলে সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের হরষিত মন ॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥

তথাহি লঘুভাবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-
লীলায়াং দ্বাত্রিংশাঙ্ক ধৃত যামলবচনং।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥৬॥

এত বলি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কোন শ্লোক পড়ে ইহা কেহ নাহি জানে ॥
সবে একা স্বরূপ শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥
রূপ গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায় ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং
তথা পদ্যাবল্যাং অশীত্যধিকশততমাঙ্কধৃতং
কস্যাশ্চিন্নায়িকায়াবচনং।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব
চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
বা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-
লীলাবিধৌ, রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৭॥

শ্রীরূপ গোস্বামি কৃত শ্লোক যথা।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-
মিলিতস্তথাহং সা রাধা তদ্দিনমুভয়োঃ
সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায়
স্পৃহয়তি ॥৮॥

তাল পত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ গোসাঞি গেলা ॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ গোসাঞি স্নান করি
আইলা ॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা ॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।
এত বলি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
সে শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
রূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল ॥

মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান॥
প্রভু কহে ইঁহ আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি মোর কৃপাত হইলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিয় ইহার রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে যাতে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল॥

তথাহি ন্যায়ঃ।

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥৯॥

তথাহি নৈষধীয়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যং।

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্র-
ভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং
নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥১০॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥
এক দিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥
সম্ভ্রমেতে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥
কাঁহা পুঁথি লিখ বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বাদশ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি-
লব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণা-
র্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রি-
য়াণাং কৃতিং, নো জানে জনিতা কিয়দ্ভি-
রমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥১১॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥
কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥
সবা মেলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে॥
ঈশ্বর স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহুমানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্ততিশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিস্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ং॥১২

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ বন্দন॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে॥
পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকঃ।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-
মিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ
সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায়-
স্পৃহয়তি ॥১৩॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে ॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্ব কহিল সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥
প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক ॥
বার বার প্রভু তারে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বাদশ শ্লোকে
নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি-
লব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রি-
য়াণাং কৃতীং, নো জানে জনিতা কিয়-
দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥১৪॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হইল আনন্দ বিস্ময় ॥
সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥
রায় কহে কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥
আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া ॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥
রায় কহে নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু আজ্ঞা মানি ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথম শ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসার-
সরণীপ্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-
শিখরিণী ॥১৫॥

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥
প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে ॥
তবে রূপ গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতি স্তুতি হৈল ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়
শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণাবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১৬॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করাইলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া ॥
রায় কহে কোন মুখে পাত্রসন্নিধান।
রূপ কহে কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম ॥

তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং দ্বাদশ শ্লোকঃ।

আক্ষিপ্ত কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ
প্রবর্ত্তকঃ ॥১৭॥

তস্যৈবোদাহরণ মাহ বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দশম
শ্লোকে পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং।

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ, রঙ্গায়
সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥১৮॥

রায় কহে প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টম শ্লোকে
সূত্রধারং প্রতি পারিপার্শ্বিকবাক্যং।

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো
নিসর্গোজ্জ্বলঃ শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লব-
বধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বিন্দাটবী-
গর্ভভূর্ম্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপা-
কোঽয়মুন্মীলতি ॥১৯॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠ শ্লোকে পারিপার্শ্বিকং
প্রতি সূত্রধারবাক্যং।

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ
কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য
জনিতো হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ-
কলুষতাং ॥২০॥

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি কারণ।
পূর্ব্বানুরাগ বিকারচেষ্টা কামলিখন॥
ক্রমে শ্রীরূপ গোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হৈল॥

রাগোৎপত্তি হেতুর্যথা।
তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তম শ্লোকে ললিতাং
প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং।

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি
নামাক্ষরং সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়-
ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্ম্মনসি মে লগ্নঃ পটে
বীক্ষণাৎ কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূৎ
মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥২১॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ষষ্ঠ শ্লোকে ললিতাং
প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যব-
স্যতি ॥২২॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে প্রাকৃত ভাষায়াং
কন্দর্প লেখা যথা।

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দ গুণং সুন্দর মহ মন্দিরে
তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ
চইদা পলাঅন্মি ॥২৩॥

চেষ্টা যথা।
তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ত্রয়োদশ শ্লোকে পৌর্ণমাসীং
প্রতি মুখরা বাক্যং।

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্প-
মালম্বতে, গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ
সাশ্রু পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকা-
রিতাং বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ
কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥২৪॥

ব্যবসায় যথা।
তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে বিশাখাং
প্রতি রাধাবাক্যং।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথ-
মিদং মুধা মা রোদীর্ম্মে কুরু পরমি-
মামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি ললিতদোর্ব্বল্লরি-
রিয়ং যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি
তনুঃ ॥২৫॥

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ষোড়শ শ্লোকে নান্দী-
মুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য
নির্ব্বাসনো নিঃস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমা-
হঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরী নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি
যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা-
স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥২৬॥

রায় কহে সহজ কহ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ গোসাঞি কহে সাহজিক প্রেম ধর্ম্ম॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে চতুর্থ শ্লোকে মধু-
মঙ্গলং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে
ব্যথাং নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি
পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনা-
প্যনাতন্বতী প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য
কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥২৭॥

রাগ পরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাত্তাপো যথা।
তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একবিংশ শ্লোকে মধুমঙ্গলং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং
ভিন্দতী স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায়
বিধুরে প্রায়ঃ পরাঙ্ক্ষিষ্যতি।
কিম্বা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা
বিমোক্ষ্যত্যসূন্ হা মৌঢ্যাৎ ফলিনী
মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মুলিতা ॥২৮॥

শ্রীরাধা যথা।
তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে বিশাখাং
প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী
গুরুভ্যস্ত্রপা প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ
সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো ধিক্ ধৈর্য্যং
তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী
॥২৯॥

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি
শ্রীরাধিকাবাক্যং।

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রম্বা কিমপি ন হি জানীমহি
মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি
দশাং, কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদা
সীনপদবীং ॥৩০॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে উনত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং
সমক্ষং শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য শ্রীললিতাবাক্যং।

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য
যাম্যাং পুরীং, নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং
হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীর-
পল্লীবিটে, হা মেধাবিনি রাধিকে তব
কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥৩১॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তম শ্লোকে পৌর্ণমাসীং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণমাহ।

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তি।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনবরসা রাধিকাবাহিনী
ত্বাং, বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাঃ
করোষি ॥৩২॥

রায় কহে বৃন্দাবনে মুরলী নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার যৈছে করিয়াছ বর্ণন ॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥

বৃন্দাবনং যথা।
বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে পঞ্চদশ শ্লোকে বৃন্দাবনং
দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দন-
গিরের্ম্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং
তুন্দিলয়তি ॥৩৩॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে ষোড়শ শ্লোকে শ্রীদামানং
প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং, লতাশ্চ
পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ
শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥৩৪॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে উনত্রিংশ শ্লোকে মধু-
মঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ক্বচিদ্‌ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লি লাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো,
হৃষীকানাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবন-
মিদং ॥৩৫॥

মুরলী যথা।
তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথম শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যং শ্রুত্বা মধুমঙ্গলো মুরলীং বর্ণয়তি।

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎ-
পরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ
কেলিমুরলী ॥৩৬॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চদশ শ্লোকে বিশাখা সমক্ষং শ্রীরাধিকাবাক্যং।

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥৩৭॥

তথাহি তত্রৈব চতুর্থাঙ্কে চতুর্থ শ্লোকে পদ্মাং প্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং।

সখি মুরলি বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চ ম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥৩৮॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে সপ্তদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মধুমঙ্গলবাক্যং।

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপদং কুর্ব্বন্মুহু-
স্তুম্বুরুং, ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্
বিস্মারয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্র-
মাঘূর্ণয়ন্ ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো
বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥৩৯॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে ত্রয়োদশ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতি নব জাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি-
পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ
॥৪০॥

তথাহি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে ললিতা শ্রীরাধামাহ।

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভু-
গ্নত্রিকং, সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃ-
সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলং।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী-
সঙ্গতাং, বিভ্রদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং
বপুঃ স্বীকুরু ॥৪১॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরাধা ললিতামাহ।

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্,
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥৪২॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে একচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতাবাক্যং।

নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি-
নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য
বংশীধ্বনিঃ ॥৪৩॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে বিংশতি শ্লোকে শ্রীরাধিকায়াং রূপং দৃষ্ট্বা পৌর্ণমাসীবাক্যং।

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং
বিলসতি ॥৪৪॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে ঊনবিংশ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে ।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং ॥৪৫॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ত্রয়শ্চত্বারিংশ শ্লোকে বিশাখা বাক্যানন্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥৪৬॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার ।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার ॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস ।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোতপ্রকাশ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান ।
এত বলি নান্দীশ্লোক করিল ব্যাখান ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং ।

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী, দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥৪৭॥

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা ।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেব প্রণমতি ।

নিজ প্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥৪৮॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস ।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস ॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু ।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষারবিন্দু ॥
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর ।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস ।
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস ॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে ।
অভীষ্ট দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥
রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ।
তবে রূপ গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে একাদশ শ্লোকে নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ।

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতীতারাকরগ্রহণং ॥৪৯॥

উদ্ঘাত্যক নাম এই মুখ-বিধি-অঙ্গ ।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্য দর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্বাত্রিংশবাক্যং ।

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নবাঃ ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যকমুচ্যতে ॥৫০॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টাদশ শ্লোকে পৌর্ণমাসী প্রতি গাগীবাক্যং ।

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।
সা জয়তি নিস্ৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী-দূতী ॥৫১॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাঙ্কে সপ্তদশ শ্লোকে গাগী প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ।

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ ।

ব্রজবামদৃশাং ন প্রকটা পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥৫২॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে নবম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখী মাহ।

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোহয়ং যুবা মুদিরদ্যুতির্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈর্ম্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥৫৩॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টম শ্লোকে শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা,
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোহম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥৫৪॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটকলক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন ॥

তথাহি প্রাচীনকৃত শ্লোকঃ।

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥৫৫॥

তোমা শক্তি বিনা জীবে নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥
প্রভু কহে আমার সনে ইহার মিলন।
ইঁহার গুণে ইহায় আমার তুষ্ট হৈল মন ॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥
সবে কৃপা করি ইহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম ॥
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি ॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে ॥
ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সেই করিবে জগত তোমার বশ ॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণ বন্দন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥
প্রভুকৃপা রূপে তার রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহা কে জানে মহিমা ॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তিলহর্য্যাং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোহপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥৫৬॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে ॥

চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ ।
গোসাঞি বিদায় দিল গৌড়ে করিল গমন ॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা ॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে ।
একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে ॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণ সেবা রস ভক্তি করিও প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
রূপগোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় লইলা ।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা ॥
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন ।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ
পরিচ্ছেদঃ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ত ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুৎপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং
সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং, শ্রীরাধাকৃষ্ণপদান্
সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার ।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥
সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে ।
আবেশ করয়ে কাঁহা হয়ে আবির্ভাবে ॥
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সবা নিস্তারিলা ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবির্ভাব হৈলা ॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ কৈল আবির্ভাব ।
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর স্বভাব ॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল ।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল ॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥
আর নানা দেশের লোক দেখি জগন্নাথ ।
চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ড বাসী ।
দেব গন্ধর্ব্ব সব মনুষ্য বেশে আসি ॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া ।
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি ।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে ।
যোগ্য ভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে ॥
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে ।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্ব দেশে ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ।
গৌড়ে যৈছে আবেশের দিগ্‌দর্শন ॥
অম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী ।
পরম বৈষ্ণব তিঁহ বড় অধিকারী ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল ।
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্বিক বিকার ।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥

তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥
পরীক্ষা করিতে তার যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥
আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্যাবেশে।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূর দেশে॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাহাঁরে॥
চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বলি।
শিবানন্দ কোন্ তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দ হইল।
নমস্কার করি তার নিকটে বসিল॥
ব্রহ্মচারী বোলে তুমি যে কৈলে সংশয়।
এক মন হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয়॥
গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর॥
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
তবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দনর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাঁহা শুন মন দিয়া॥
শিবান্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহ বড় ভাগ্যবান॥
এক বৎসর তিঁহ প্রথমে একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈলা গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইঁহাকে আসিতে॥
এবৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তার পাশে॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা তিঁহ ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিও এবৎসর কেহ না আসিবে॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল॥
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিল স্থির হঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ প্রত্যাশা করিয়া॥
পৌষমাস আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥
এইমত মাস গেল গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দুঁহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥
দুঁহে দুঃখী দেখি কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দুঁহাকারে কেন দেখি নিরানন্দ॥
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
আনিবে প্রভুরে এবে নিশ্চয় কৈল মনে॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তার কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটী গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥

কালি মধ্যাহ্নে তিঁহো আসিবেন তোমার ঘরে ।
পাকসামগ্রী আন ভিক্ষা দিব তাঁহারে ॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর ।
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর ॥
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর ।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর ॥
পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাই ।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার ।
নানা সূপ ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর উপহার ॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ কথক বাড়িল ।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল ।
তিন জনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল ॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিলা চৈতন্য গোসাঞি ।
তিন্ ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি ॥
আনন্দে বিহ্বল প্রত্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার ।
হাহা কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার ॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপভোগ ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস ।
ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে কৈছে দাস ॥
ভোজন দেখিয়া তার হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি কিছু কহে দুঃখাভাষ ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি ।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই ॥
ইহা জানিবারে প্রত্যুম্নের গূঢ় কৈল মন ।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটী ।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী ॥
শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফুৎকার ।
ব্রহ্মচারী কহে তবে প্রভুর ব্যবহার ॥
তিন জনার ভোগ তিঁহো একেলা খাইল ।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয় ।
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয় ॥
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী ।
সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি ।
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল ।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥
এক দিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা ।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥
গত বর্ষে পৌষে মোরে করাইল ভোজন ।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥
শুনি সভাগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল ।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥
এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন ।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে ।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥
প্রেমবশ গৌর প্রভু যাঁহা প্রেমোত্তম ।
প্রেমবশ হই তাঁহা দেন দরশন ॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে ।
যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব ।
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্যপ্রভাব ॥
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য ।
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার ।
স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার ॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহ করে নিমন্ত্রণ ॥
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান ।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য প্রধান ॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই ।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঞি ॥

আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্য্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥
স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে॥
সবে মেলি আইস শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেম ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচনে॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেবক ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥
আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এই মাত্র শুনে॥
জীব জ্ঞান কল্পিত ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ॥
লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হৈলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
এক দিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি আপনে আনিয়া॥
মোর নামে শিখিমাহিতির ভগিনীর স্থানে গিয়া।
শুক্ল চালু এক মণ আনহ মাগিয়া॥
মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি তিন তার ভগিনী অৰ্দ্ধজন॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা॥
প্রভু কহে কোন যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা॥
দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ॥
কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনি জনের মন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে একোনবিংশা-
ধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকদেববাক্যং।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥২॥

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥
আর দিনে সবে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥

অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ ।
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥
প্রভু কহে বশ কভু নহে মোর মন ।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা ।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা ॥
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া ।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেলা ত উঠিয়া ॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা ।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥
আর দিন সবে পরমানন্দপুরী স্থানে ।
প্রভুকে প্রসন্ন কর কৈল নিবেদনে ॥
তবে পুরী গোসাঞি একা প্রভু স্থানে আসিলা ।
নমস্করি প্রভু তারে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥
পুছিল কি আজ্ঞা কেনে হৈল আগমন ।
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোসাঞি ।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এক ঠাঞি ॥
মোরে আজ্ঞা হয় মুঞি যাও আলালনাথ ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা ।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥
আস্তে ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভুস্থানে গেলা ।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥
লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার ।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥
এত বলি পুরী গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে ।
হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥
স্বরূপ গোসাঞি কহে শুন হরিদাস ।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস ॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥
তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে ।
স্নান ভোজন কৈলে আপনে ক্রোধ যাবে ।
এত বলি তারে স্নান ভোজন করাইয়া ।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে ।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে ।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে ॥
এই মতে হরিদাসের এক বৎসর গেল ।
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল ॥
রাত্রি শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া ॥
প্রভুপাদপ্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল ।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥
সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্য দেহে আইলা ।
প্রভুর কৃপা পাঞা অন্তর্ধানে রহিলা ॥
গন্ধর্ব্বদেহে গান করেন অন্তর্ধানে ।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় অন্য নাহি জানে ॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ।
হরিদাস কাঁহা তারে আনহ এখানে ॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে ।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ।
সব ভক্তগণে মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥
এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনি কত দূরে ।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে ।
গোবিন্দাদি সবে মেলি কৈল অনুমানে ॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল ।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল ॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান ।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান ॥

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভু কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয় ॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহো সবারে কহিলা ॥
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা ॥
হরিদাস কাঁহা যদি শ্রীবাস পুছিল।
"স্বকর্ম্মফলভাক্‌পুমান্" প্রভু উত্তর দিল ॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশে আইলা ॥
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন ॥
আপন কারুণ্যে লোকের বৈরাগ্য শিক্ষণ।
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাত।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ তর্কে হবে বিপরীত ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-
শিক্ষা নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্থ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুৎপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং
সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং, শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্
সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার ॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু সনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদরে তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি ॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে ॥
আর দিন সে বালক প্রভুস্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা ॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি ॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে ॥

শুনি প্রভু কহে কাঁহা কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥
তোমা বিনা তাঁহাকে রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয় ॥
মাতার গৃহে রহ যাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাহা করিও গমনে ॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখে কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে ॥
নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে ॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্য কথা তাঁর স্মরণ করাইহ ॥
বার বার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥
ভোজন করিয়ে আমি তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফুর্ত্তি করি মান ॥
এই মাঘ সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফুর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ান ॥
আস্তে ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল ॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিল যেন নিমাই খাইল ভাত ॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল ॥
পাক পাত্র দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি ॥
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে মোর করে আকর্ষণ ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লেয়াও আমা তোমার প্রেমবলে ॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥
এতেক কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈল ॥
তবে দমোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা তাহা আচরিল ॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥
প্রভুগণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥
এই যে কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥

এক দিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা ।
তাহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥
হরিদাস কলিকালে যবন অপার ।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার ॥
ইহা সবার কোন মতে হইবে নিস্তার ।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এদুঃখ অপার ॥
হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে ।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে ॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম ।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥
যদ্যপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস ।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণং ।

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥২॥

অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥
রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ।
প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব ।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে উননবত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণীয় নামাপরাধ নিরসন স্তোত্রং ।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে, নিক্ষিপ্তং স্যান্ন-ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥৩॥

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বিপঞ্চাশৎশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং, শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিং ।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানোরাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং ॥৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং ।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৫॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি ।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে ।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে ॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম ।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার ।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন ।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয় ।
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন ।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন ।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে ।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন ।
তবে অঙ্গীকার কৈল জীবের মোচন ॥
জগত নিস্তারিতে এই তোমার অবতার ।
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার ॥

উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে॥
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীব জাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠ পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্য জীব অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
পঞ্চদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকবাক্যং।

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে
॥৬॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চদশাধ্যায়ে দশম গদ্যং।

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্
॥৭॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয়॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥
এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥
মনের সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন॥
ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে হয় ত বিদিতে॥

তথাহি আলকমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়কৃৎ যামুনাচার্য্য স্তোত্রে অষ্টাদশ শ্লোকেঃ।

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়িসংভাবনং
তব পরিব্রড়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং, পশ্যন্তি
কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৮॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥
হরিদাসের গুণগান অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ॥
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ডপ্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ॥

বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হৈয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানামসংকীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥
আর দিন রাত্রি হৈল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষিমিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিলা।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুরঠাঞি আইলা॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করেছি অপার।
কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যবন হরিদাসের গৃহে বেশ্যার আগমন ও উদ্ধার।

[৩১০ পৃষ্ঠা।

তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান ॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহু দিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥
প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে ॥
অনেক লোক জন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥
সেবক বলে গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান ॥
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান।
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মনুষ্য অপার ॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥
সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় ॥
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিলা।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইলা ॥
গোময়জলে লেপিয়া সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন ॥
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রোধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর ॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল ॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন ॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন ॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥
তাহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥
এক দিন বলরাম মিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়াত দুই ভাই পাইল বড় সুখে ॥

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা, জাতানু-
রাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ-
বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৯॥

আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত শ্লোকঃ।

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব
সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধের্জয়তি
জগন্মঙ্গলং হরের্নামঃ ॥১০॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদি হয় ভয়নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিমুতঃ শ্রদ্ধয়া
গৃণন্ ॥১১॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে একাদশঃ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বম-
প্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ ॥১২॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দা-
গিরি করে।
বার লক্ষমুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে ॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন ॥
ক্রোধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥
কোটি জন্মে ব্রহ্ম জ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ॥
হরিদাস কহে কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয় ॥
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্য-ভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃতো হরিভক্তি-সুধোদয়স্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয় ষট্-ত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-
স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি
জগদ্গুরোঃ ॥১৩॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥
শুনি সভাসদ উঠে করে হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥

বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন ।
ঘটি পটিয়া মুর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান ॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান ।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা ।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে ।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥
তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ।
কোথা হৈতে জানিবে সেই এই সব তত্ত্ব ॥
যাহ ঘরে কৃষ্ণ করুন্ কুশল সবার ।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কার ॥
তবে সে হিরণ্য দাস ঘর আইল ।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈল ॥
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল ।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পককলিসম হস্তপদাঙ্গুলি ।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার ।
হরিদাসে প্রশংসি তারে করেন নমস্কার ॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল ।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে ।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥
বিপ্র দুঃখ শুনি হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা ।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম ।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল ।
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল ॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ।
দুই জনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন ॥
হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন ।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন ॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয় ।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয় ।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন ।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন ॥
জগত নিস্তার লাগি করেন চিন্তন ।
অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল ।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন ॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার ।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥
আর অলৌকিক এক চরিত্র তাহার ।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥
তর্ক না করিহ তর্ক অগোচর তার রীতি ।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥
এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া ।
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দিশা দশ সুনির্ম্মল ।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল ॥
দ্বারেতে তুলসী সেবা পিণ্ডির উপর ।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা ।
তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা ॥
তার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত ।
ভূষণধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার ।
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফা দ্বার ॥
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন ॥

জগতের বন্দ্য তুমি রূপ গুণবান।
তব সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে এই সাধুস্বভাব হয়॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়॥
সংখ্যা নামসংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মনে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতি দিনে।
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রতি আচরণ॥
এত বলি করেন তিঁহ নাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥
এই মত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥
কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব প্রকাশ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব॥
তবে নারী কহে তারে করি নমস্কার।
আমি মায়া আসিলাম পরীক্ষা করিতে তোমার॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম শ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণ নাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভে হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পাবক করে প্রেম দান॥
কৃষ্ণ নাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেম বন্যা॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এসব কথাতে কারও না জন্মে প্রতীত॥
প্রত্যয় করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেমলুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যা ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেম লুব্ধ হঞা।
নাম প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে নাম প্রেম আস্বাদন॥
মায়া দাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু কৃপা নাম বিনা প্রেম না জন্মায়॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেম ভাব॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
শ্রীরূপ গোসাঞির কড়চায় লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা॥

হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমা কথন ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসমহিমাকথনং নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥
ঝারীখণ্ড পথে আইলা একলা চলিয়া ।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥
ঝারীখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে ।
গাত্রকণ্ডু হৈল রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে ॥
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার ।
নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব ।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥
মন্দির নিকট শুনি তাঁর বাসা স্থিতি ।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে ।
তার স্পর্শ হৈলে মোর হইবে অপরাধে ॥
তাতে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে ।
দুঃখ শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির ।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥
মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ ।
রথে দেহ ছাড়িব এ পরম পুরুষার্থ ॥
এইত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা ।
লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা ॥
হরিদাসের কৈল তিঁহ চরণ বন্দন ।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন ।
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন ॥
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া ।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥
প্রভু দেখি দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসেরে উঠাইয়া ॥
হরিদাস কহে সনাতন করে নমস্কার ।
সনাতন দেখি প্রভু হৈল চমৎকার ॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা ;
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায় ।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল ।
কণ্ডু ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে ।
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে ॥
ভক্তগণ লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে ।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে ॥
কুশল বার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে ।
তিঁহ কহে পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥
মথুরার বৈষ্ণব সবের কুশল পুছিল ।
সবার কুশল সনাতন জানাইল ॥
প্রভু কহে ইঁহা রূপ ছিল দশমাস ।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি ।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥
সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম ।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥

হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥
রাত্রি দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দুঁহা সঙ্গে তিঁহ রহে নিরন্তর ॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে ॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥
কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র কহি কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥
এই মত বার বার কহি দুই জন।
আমা দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥
তোমা দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব।
দীক্ষা মন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করিব ॥
এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি করি জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায় ॥
তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল ॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ ॥
গোসাঞি কহেন এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তার এই রীত ॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে ॥
ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে ॥
কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণনাম আস্বাদন কর লও কৃষ্ণনাম ॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥
কভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে।
ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥
দিব্য প্রসাদ পাঞা নিত্য জগন্নাথ মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে ॥
এক দিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥
দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশা-
ধ্যায়ে উনবিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥২॥

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতককারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহ না পায় মরিতে ॥

গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য লিখনে রুক্মিণীবাক্যং।

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যহ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৩॥

তথা তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপিবাক্যং।

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ, হাস্যাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ, ধ্যানেন
যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৪॥

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৫॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাহারে॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥
নীচ পামর মুঞি পামরস্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্তভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজ বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥
তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে নাচাইতেছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় কেহ নাহি জানে॥
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহ করিতে চাহেন বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইহারে যেন না করে অন্যায়॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন কোন কার্য্য তুমি কর কোন দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ না জানিতে পারে॥

এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এত সৌভাগ্য ইঁহা না হয় কাহার ॥
তবে মহাপ্রভু করি দুঁহারে আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥
তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজ ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন ॥
নিজ দেহে যে কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাইবেন তোমা সেই মথুরাতে ॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেহ সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয় ॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র-আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারতভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান ॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কহ নামের মহিমাকথন ॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার ॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥
এই মত দুইজনে নানা কথারঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহি একসঙ্গে ॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল সব রথযাত্রা দরশন ॥
রথ অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥
চারি মাস রহিল সব নিজ ভক্তগণ।
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সনে সনাতনের করাইলু মিলন ॥
যথাযোগ্য সবার কৈল চরণ বন্দন।
তারে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরবভাজন ॥
সকল বৈষ্ণব তবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥
পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা।
ভক্ত অনুরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইল তার আনন্দ বাড়িল ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রে বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পোড়ে পা তাহা না জানে ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভুস্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥
ভিক্ষা অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥
প্রভু কহে কোন পথে আইলা সনাতন।
তিঁহ কহে সমুদ্র পথে করিলা গমন ॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন না আইলা ॥
তপ্ত বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে হইল সহন ॥
সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল ॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার ॥

সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হৈবে মোর ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
যদ্যপি তুমি হও জগতপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদার লক্ষণ।
মর্য্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন ॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
বার বার নিষেধেন তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন ॥
এই মতে সেবক প্রভু দুঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥
দুইজন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল ॥
ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে ॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥
হিত নিমিত্ত আইলাম আমি হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন ॥
প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে ॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভু দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন ॥

সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ ॥
এত বলি দুঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥
দূরে হৈতে পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥
অপরাধ ভয়ে তিঁহ মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইলা ॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥
দুইজন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীত।
সেবা যোগ্য নহে অপরাধ করোঁ নিতিনিত ॥
সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্ত রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল ॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥
কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবাকেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালকা করে ঐছে কার্য্য ॥

শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিশিন্দা রস॥
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান॥
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন॥
আমাকে বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভং´সন॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ॥
যদ্যপি করাও মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতিস্বভাবে কাহাকে কোন ভবোদয়॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃত হইলে তোমার বপু নাহি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টবিংশাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥৬॥
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৭॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে নবম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥
আমিত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়॥
হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥
আমা সম অধমে যে করিয়াছে অঙ্গীকার।
দীন দয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্য নহে দোষ পরিজ্ঞান॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করেঁা মুঞি বালক অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে তায় মহাসুখ পায়॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা উপজায়॥

হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে ক্রীড়াময়।
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্প সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৭॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসমের গন্ধ ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥
প্রভু কহে সনাতন না ভাবিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
এ বৎসর বৈ তোমাকে আমি পাঠাইব
বৃন্দাবনে ॥
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজিলা ॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥
এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্যগুণকথা হরিদাস সনে ॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবা সব শিক্ষাইলা ॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণনে ॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেইপথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীলা।
বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেইপথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া ॥
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥
এইমতে সনাতন বৃন্দাবন আইলা।
পাছে আসি রূপ গোসাঞি তাহারে
মিলিলা ॥
এক বৎসর রূপ গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব
হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্তভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥

সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টীপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি ॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈহ তাঁহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন ॥
রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর।
কৃষ্ণরাধা-লীলারস তাহা পাইয়ে পার ॥
দানকেলী কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
যেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥
তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপাম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থসার।
ভাগবতসিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার ॥
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম লীলা রসসার দেখাইল ॥
ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল ॥
জীবগোসাঞি গৌড় হইতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥
প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ।
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥
আজ্ঞা দিলা শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে যে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইল আজ্ঞাফল পাইল।
শাস্ত্র করি কত কাল ভক্তি প্রচারিল ॥
এই তিন গুরু সার রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার চরণ বন্দ যাঁর মুঞি দাস ॥
এই ত কহিল পুনঃ সনাতনসঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥
চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসব নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে ॥১॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥
একদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে ॥
শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছো তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥
কৃষ্ণ কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি ॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণকথা রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান।
যার কৃষ্ণ কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

ধর্ম্মং স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-
কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রমএবহি কেবলং
॥২॥

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে ।
রায়ের সেবক তারে বসাইল আসনে ॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল ।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী ।
নৃত্য গীতে নিপুণা বয়সে কিশোরী ॥
তাঁহা দুঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে ।
নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্ত্তনে ॥
তুমি ইঁহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন ।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন ॥
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া ।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা ॥
স্বহস্তে করেন তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দ্দন ।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সংমার্জ্জন ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন ।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব ।
তরুণী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥
সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন ।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে অরোপণ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গমমহিমা ।
তাহে রামানন্দের ভাব-ভক্তি-প্রেমসীমা ॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিক্ষাইল ।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥
ভাব প্রকট লাস্য রায়ে যে শিখায় ।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥
তবে সেই দুই জনেরে প্রসাদ খাওয়াইল ।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ ঘর পাঠাইল ॥
প্রতি দিন রায় ঐছে করায় সাধন ।
কোন জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তার মন ॥

মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা ।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥
মিশ্রকে নমস্কার করে সম্মান করিয়া ।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া ॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না বলিল ।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর ।
আজ্ঞা কর কাহা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে হৈল আগমনে ।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দর্শনে ॥
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা ।
বিদায় করিলা মিশ্র নিজ ঘরে গেলা ॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে ।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে ॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা ।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥
আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন ।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন ।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন ॥
একে দেব দাসী আর সুন্দরী তরুণী ।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন ॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ।
নানা ভাবোদ্গম তার করায় শিক্ষণ ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠপাষাণসম ।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র ।
তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥
কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে কহি এক অনুমান ।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জনে কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ-ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োস্ত্রিংশাধ্যায়ে
ঊনচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুকবাক্যং।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥৩

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা॥
মোর নাম লইহ তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥
শীঘ্র যাহ যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল ত্বরিতে॥
রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিলা।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈলা॥
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥
শুনি রামানন্দ মনে হইলা সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে॥
প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণ কথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥
এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
কি কথা শুনিতে চাহ মিশ্রেরে পুছিলা॥
তিঁহ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে॥
আনের কি কথা তুমি প্রভু উপদেষ্টা।
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথারসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দুঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি কাহা জানে দিন শেষে॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
কৃতার্থ হইলাম বলি নাচিতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া মিশ্র করিল স্নান ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ॥
মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহনে না যায়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তির সময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র॥
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার॥
যে সব শুনিনু কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এ সব না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি॥
প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥

মহানুভবের এই মত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥
গৃহস্থ হঞা নহে ষড়্বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥
এইসব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে ॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্যপ্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান ॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে ॥
ভগবান আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কবিত্ব যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লয় তার মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥
আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মনে মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাব শ্রবণে ॥
স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥
রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥
ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার ॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার ॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা যে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥
ভগবান আচার্য্য কহে শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল নন্দ জানিবে বিচার ॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিলা।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈলা ॥
সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা ॥

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য।

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে, কনক-
রুচিরিহাত্মনাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।

প্রকৃতিজ্জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥৪॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্যগোসাঞি তাহে শরীরী মহাধীর ॥
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥
আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায় ॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি ॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে লোকপালাগমনোত্তরে নবমাঙ্কধৃতকৌর্ম্মং।

দেহদেহিবিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

নাতঃ পরং পরমং যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥৬॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়, ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৭॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ-মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়া পুষ্ট্যা ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃত সর্ব্বজ্ঞ সূত্রম্।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥৮॥

শুনি সভাসদের হৈল মহা চমৎকার।
সত্য কহে গোসাঞি করেছে তিরস্কার ॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয় ॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ ॥
তবেত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহার লাগে দোষ ॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥
যৈছে দৈত্যারি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে গোপালমুদ্দিশ্য ইন্দ্রবাক্যং।

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং ॥৯॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল ॥

ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥
বাচাল কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
বালিশ তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য ॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধ শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয় ॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় পণ্ডিতমানী।
তথাপি ভক্তবাৎসল্য মনুষ্য অভিমানী ॥
জরাসন্ধ কহে কৃষ্ণ পুরুষ অধম।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধু হন ॥
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন ॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যাবন্ধু হয়।
অবিদ্যানাশক বন্ধু হন শব্দে কয় ॥
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাসে ॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবরস্বরূপ ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুই রূপ হঞা ॥
সংসারতারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি ॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার ॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হঞা ॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার যৈছে করিলে বর্ণন ॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈল।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল ॥
সেই কবি সর্ব্বত্যাগী রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ কৃপা কে কহিতে পারে ॥
এইত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা ॥
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে।
গৌরলীলা ভক্তি ভক্তরসতত্ত্ব জানে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাড়য়।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়॥
উৎকট বিরহদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভু রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদনা॥
তাঁর সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রাম রায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায়॥
এইমত বিরহে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথমিলন এবে শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতা পিতার আনন্দিত মন॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভুপাশ চলিবারে উদ্যোগ করিলা॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মকরা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
বারো লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা।
বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে॥
বিশেষ কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায়॥
আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই তোমরা কলহ কর সর্ব্বথাই॥
কভু কলহ কভু প্রীতি ইহার নিশ্চয় নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি॥
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জান জিন্দাপীরপ্রায়॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কাঁদিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি ছাড়াইব তোমা করি এক সূত্র॥
উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
তোমার নির্ব্বুদ্ধি জ্যেঠা অষ্ট লক্ষ খায়।
আমিও ভাগী আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেমতে ভাল হয় করুন ভার দিল তাঁরে॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শান্ত হৈল॥
এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥
রাত্রে উঠি একলা চলিল পলাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥
এই মত বারে বারে পলায় ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতার সনে॥
পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া॥

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সম বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥
পানিহাটি গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া প্রভু তার মাথে ধরিল চরণ ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় ॥
নিকট না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥
দধিচিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে ॥
সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥
চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিগে ধরিলা ॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্যগণন ॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা তাঁহা আনাইল ॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিঁড়া ভিজায় তাতে ॥
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিঁড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥
চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলরচন ॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস ॥
উদ্ধারণদত্ত আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন ॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥
দুই দুই মৃৎ-কুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিঁড়া আরে দধি-চিড়া কৈল ॥
আর যত লোক সব চৌতরাদালানে।
মণ্ডলীবন্ধনে বসিলা নাহিক গণনে ॥
একেক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি-চিঁড়া দুগ্ধ-চিঁড়া দুইতে ভিজাইল ॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন।
জলে নাম্বি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘবপণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥
নিসকৃড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা ॥

প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
ইঁহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল ॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ ॥
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজনরঙ্গে ॥
রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিঁড়া তাহাতে ভিজাইল ॥
সকল লোকের চিঁড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা ॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিঁড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥
এই মত নিতাই বুলে সকলমণ্ডলে ;
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥
তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিঁড়া রাখিলা ডাহিনে॥
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিঁড়া খাইতে লাগিলা ॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥
নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন ভোজন ॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন জ্ঞান কৈলা ॥
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিঁড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিঁড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥
আর তিন কুণ্ডীকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥
সেবকে তাম্বুল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥
মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল ॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া ॥
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিঁড়া-দধি-মহোৎসব খ্যাত নাম যার ॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল দিন অবশেষ হৈল।
রাঘব মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাষায় ॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে কোন জন ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যার নৃত্য দেখিবারে ॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥
মহাপ্রভু আসিয়া সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা ॥

দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল।
সকল বৈষ্ণব শেষে পরিবেশন কৈল॥
নানা প্রকার পায়স পিঠা দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে যৈছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায়॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তারে দেন দরশন॥
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবগৃহে পাক করে রাধা ঠাকুরাণী॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে ঞিহ পাছে করিবে ভোজন॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্যচন্দন॥
বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিড়া মাল্যচন্দন॥
রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥
কহিল চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্যচরণ॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনে কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে॥
চৈতন্যকৃপাতে সেও নাহি তার মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাঙ চৈতন্যচরণে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে
দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকদেববাক্যং।

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং
হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥২॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা॥
তুমি করাইলে এই পুলিনভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন॥
কৃপা করি কৈল চিঁড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে॥

নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ॥
সব ভক্তগণে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥
প্রভু আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা সাতে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারির হাতে॥
তারে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজ ঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবা॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা চন্দন দিলা॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে॥
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ॥
বিশ পঞ্চাশ দশ বার পঞ্চদশ ছয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যার যোগ্য যত হয়॥
সব লিখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠী লেখাইলা॥
এক শত মুদ্রা আর সোণা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয়॥
তাঁর পদধূলা লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা॥
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥
তা সবার সঙ্গে রঘু যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহিঁ ধরা পড়ে॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে॥
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥
অঙ্গনে আসিয়ে তিঁহ যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে তারে সাধিবার তরে॥
রঘুনাথে কহে তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে॥
অর্দ্ধ পথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তব স্থানে॥
তুমি ঘর যাহ সুখে মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে॥
এত চিন্তি পূর্ব্ব মুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোনজন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
গ্রামের পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কয়েমনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে॥
পঞ্চদশ ক্রোশ পথ চলি গেলা এক দিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥
হেথা সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া॥
তিঁহ কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজ ঘর।
পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল॥
তার পিতা কহে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিলা গমন॥

সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া।
দশ জন যাহ তারে আনহ ধরিয়া ॥
শিবানন্দ পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া ॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে তিঁহ এথা না আইল ॥
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তার পিতা মাতা হৈল চিন্তিত অন্তর ॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখ হঞা ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ ॥
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তে মন ॥
কভু চর্ব্বণ কভু রন্ধন কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখে নিজ প্রাণ ॥
বারো দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন ॥
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে এই আইল রঘুনাথ ॥
প্রভু কহে আইস তিঁহ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে করিল আলিঙ্গন ॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥
রঘুনাথ কহে মনে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা এই আমি মানি ॥
প্রভু কহেন তোমার পিতা জ্যেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি রাজা করি মানে ॥
চক্রবর্ত্তী দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥
ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায় ॥
তথাপি বিষয়স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ কৃপার মহিমা ॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র চিত্ত হঞা ॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ॥
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল ॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভু যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥
চৈতন্যের ভক্ত বৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি ॥
পথে ইঁহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥
রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন ॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হইয়া করে ভাগ্য প্রশংসন ॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি গোবিন্দ পাশ আইলা ॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইল ॥
এই মত রহে তিঁহ স্বরূপ চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তারে দেন পঞ্চ দিনে ॥
আর দিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥

জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীরগণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া ॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে ॥
সর্ব্ব দিন করে বৈষ্ণব নাম সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয় ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান ॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায় ॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥
বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবনরক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর রসে হয় বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে ॥
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু কর উপদেশ ॥
প্রভু আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ বাত ॥
প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে ॥
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইঁহ তত জানে ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যং।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা আলিঙ্গন ॥
পুনঃ সমর্পিলে তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥
হেনকালে আইল গৌড়ের ভক্তগণে।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলনে ॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য ভোজন ॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তারে বহু কৃপা কৈলা ॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহে বিবরণ।
তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন ॥
তোমারে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকারা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥

সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহ নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ॥
শিবানন্দ কহে তিঁহ হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহ কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহ হয় প্রাণসম॥
রাত্রি দিন করে তিঁহ নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ বিবরণে॥
শুনি তার মাতা পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্র ঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইলা॥
চারিশত মুদ্রা দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে তুমি যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে আমার সঙ্গে যাইবা॥
এবে ঘরে যাহ যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যাব॥
এইত প্রস্তাবে শ্রীকবি কর্ণপূর।
রঘুনাথমহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দশমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে
রঘুনাথ দাসান্বেষণং প্রতি শিবানন্দবাক্যং।

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব-
প্রিয়স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ
প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সততস্নিগ্ধঃ
স্বরূপপ্রিয়ো বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য
বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব দশমাঙ্কে চতুর্থ শ্লোকে রঘুনাথান্বেষণং
প্রতি শিবানন্দবাক্যং।

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা, সৌভাগ্যভূঃ
কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং, তৎ-
প্রেমসৌখ্যং ফলমুজ্জিজৃম্ভে ॥৫॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে॥
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা দুইজন তাহাঞি রহিল॥
তবে রঘুনাথে করি অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন॥
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন॥

ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥
কতদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥
গোবিন্দ পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাঁড়া না হয় সিংহদ্বারে ॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখানু ভাবিয়া।
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্ন কালে গিয়া ॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য।

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥৬॥

ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদরভরণ।
মনঃকথা নাহি সুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥
এত বলি পুনঃ তারে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল ॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে ধরে গুঞ্জামালা ॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে ॥
নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর ॥
এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি ॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥
একবিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী ॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা কালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥
জল তুলসী সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥
এইমত কত দিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে কহিল বচন ॥
অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥
তবে অষ্ট কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞি অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধন।
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা চরণ ॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন ॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদবচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি
নারদবাক্যং:।

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং
জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি
পামরঃ ॥৭॥

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না
পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
লোণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার
প্রকৃতি॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিল॥
খাসা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও
কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিল।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিল॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদ না পাই॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥
আপন উদ্ধারে এই রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে
একাদশ শ্লোকঃ।

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য
মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-
শিলাং, দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয়
উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥

এইত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যে ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস
মিলনং নাম ষষ্ঠং পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

* * *

গ্রন্থকারস্য।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো
ভবেৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা॥
এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন॥
মান্য করি প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥
বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিনু তোমারে॥
তোমার দর্শন পায় সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে যে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান॥

তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র ।
দর্শনে পবিত্র হবে ইথে কি বিচিত্র ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে
ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য পরীক্ষিদ্বাক্যং ।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধন্তি
বৈ গৃহাঃ ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পার্শপাদশৌচাসনা-
দিভিঃ ॥২॥

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ ।
কৃষ্ণ শক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন ॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে ।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে ।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দ্বিতীয়াঙ্কধৃত বিল্বমঙ্গল-
কৃত শ্লোকঃ ।

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা নতেষ্বপি প্রেমদো
ভবতি ॥৩॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি ।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম ।
অতএব অদ্বৈত্য আচার্য্য তাঁর নাম ॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণ ভক্তি ।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর ॥
ষড় দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
ষড় দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥
তিঁহ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ-পার ।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ[illegible] সার ॥

রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান ।
তিঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি ।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার ।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাঁহার ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত কেবলাভাব আর ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং ।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-
সুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি-
মতামিহ ॥৪॥

আত্মভূত শব্দে কহে পারিষদগণ ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ
শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি গোপীবাক্যং ।

নায়ঃ শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠঃ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥৫॥

শুদ্ধ ভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥
মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন ।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধেঽষ্টাদশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ
শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতবাক্যং ।

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ
স্তনং হরিঃ ॥৬॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঐশ্বর্য্য না হয় জ্ঞান ।
ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলাভাব প্রধান ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং ।

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজং ॥৭॥

এ সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায় প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধ ভাব ॥
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান ॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥
গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভৎর্সনা করে এই তার চিহ্ন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে
ষোড়শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতি বিলঙ্ঘ্যতেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৮॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে
গোপী প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৯॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে কেবলাভাব পরমপ্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধবসমান ॥
তিঁহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবতপ্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥
আচার্য্য রত্ন আচার্য্য নিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার ॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥
আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব ॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার ॥
ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব রহে কোন স্থানে।
কোন প্রকারে পাইব ইহা সবার দর্শনে ॥
প্রভু কহে কেহ গৌড়ে কেহ দেশান্তরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥
ইহাঞি রহেন সবে বাসা নানা স্থানে।
ইহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
বহু যত্ন করি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তা সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার ॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা।
গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা ॥
পরমানন্দপুরী সহ সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দরায় পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টে চমৎকার।
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥

স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর।
মহাপ্রসাদ বল্লভভট্ট বহু আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলা॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক করিল॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস রাঘব পণ্ডিত গদাধর॥
সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥
দেখি বল্লভভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল নাহি আপন সম্ভাল॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিল॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
এইত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভট্টের হৈল নিশ্চয়॥
এইমত রথযাত্রা সকল দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল॥
যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভু স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত অর্থ শুনিতে নহি অধিকারী॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্র দিনে॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অর্থোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং
ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ।

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥১০॥

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সর্ব্ব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
ফল্গুর বল্‌গন প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত গোসাঞির ঠাঞি।
নানা মত প্রীতি করে তার ঠাঁই যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট হৈল অপমানে।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থানে॥
দৈন্য করি কহে নৈল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিব ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
অভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইলাম শরণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তারে ভয় নাহি কিছু বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ॥
প্রত্যহ বল্লভভট্ট আইসে প্রভুস্থানে।
উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥

আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥
এক দিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীবপ্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লও কোন ধর্ম্ম হয়॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।
ইহারে পুছহ ইঁহ করিবে প্রমাণ॥
প্রভু কহে তুমি না জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতাধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈলা নির্ব্বচন।
ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
এক দিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত॥
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি।
এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥
নানা অপমানে ভট্টে শোধে ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥
স্বগণসহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন॥
আমি জিতি এই গর্ব্বশূন্য হউক চিত।
ঈশ্বরস্বভাব করে সবাকার হিত॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোরে করে অপমান॥
আমার হিত করেন ইঁহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি সরস বচনে॥
আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে কৈলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র হেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞান॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্বপর্ব্বত॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধরস্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে।
অর্থ ব্যর্থ লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগত তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তাঁরে সুখ দিতে ॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন ॥
স্বগণ সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব ॥
বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুইজনে ॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণস্বভাব ॥
তাঁর প্রণয় রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজায় ॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥
বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন।
বালগোপাল মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবন ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন হৈল ॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥
আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥
এই মত ভট্টের কতক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হইল ॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা ॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ ॥
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলা ওলাহন।
ভীত প্রায় হঞা কেনে করিলে সহন ॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করিব ভাল নাহি মানি ॥
যেই কহে সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা গুণ দোষ বিচারি ॥
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন ॥
আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা ॥
আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধরপ্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাই গৌরাঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায় ॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল ক্ষেপণ ॥
অভিমান পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিক্ষাইল ॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্যার্থ যেই লয় সেই নাশ যায় ॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ ॥
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বসব প্রার্থিত সিদ্ধি হৈলা ॥
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর-প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট-মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্থ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥
জয় জয় অবধূত নিত্যানন্দ।
জগত বান্ধিল যিঁহ দিয়া প্রেমফান্দ।
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যাঁর প্রাণধন ॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গে ॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দপুরী আর প্রভুরে মিলিলা ॥
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহ কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দপণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তিঁহ নিন্দার লাগিয়া ॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী জগদানন্দ শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥
আগ্রহ করিয়া তারে বসি খাওয়াইলা।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা ॥
শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায় বৈরাগ্যে নাহি ভাস ॥
এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া ॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইল তাঁর স্থান ॥
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন ॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে ॥
তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ॥
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপী বলি ভৎর্সনা করিল ॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু না পাইনু মথুরা।
আপনার দুঃখে মরোঁ এই দিতে আইল জ্বালা ॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যাও যথিতথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥
শুষ্ক ব্রহ্মোতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥
ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদিমার্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণ-নাম-লীলা শুনান অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন ॥

জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহ করিল অন্তর্দ্ধান ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশতাঙ্ক ধৃত
মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যং।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥২॥

এইত শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেমের করে উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর ॥
প্রস্তাবে কহিল পুরী গোসাঞি নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান ॥
রামচন্দ্র পুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে ॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয়।
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয় ॥
প্রভু স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্নভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়বারণ ॥
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহ ছিদ্র চাহে বুলে এই তাঁর কাম ॥
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥
এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যং।

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥ ৩॥

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥
শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ ভয় মনে।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এইত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠী পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার ॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠী ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল ॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞার্পণ।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ ॥
এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেলা।
শুনি রাগচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইলা ॥
প্রণাম করি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ ॥

তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন ।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

নাত্যশ্নতোহপি যোগাহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥৪

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৫॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার ।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার ॥
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা ।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা ॥
আর দিন ভক্তগণ সহ পরমানন্দপুরী ।
প্রভুপাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি ॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব ।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ ॥
পুরী স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া ।
যে খায় তাহারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন ।
এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও কর ধর্ম্মনাশ ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ভাস ॥
কে কৈছে ব্যবহারে কেবা কৈছে খায় ।
এই অনুসন্ধান তিঁহ করেন সদায় ॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্ণন ।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার কারণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অষ্টবিংশাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥৬॥

তার মধ্যে পূর্ব্ব বিধি প্রশংসা ছাড়িয়া ।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥

তথাহি পাণিনিসূত্রং ।

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধিবলবান্ ।
যদ্ধর্ম্ম কৃতং স্থানং শুচিকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥৭॥

যাহার গুণ শত আছে না করে গ্রহণ ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥
ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না জুয়ায় ।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পায় ॥
ইঁহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর ।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর ॥
প্রভু কহে সবে কেনে পুরীকে কর রোষ ।
সহজ ধর্ম্ম করে তিঁহ তাঁর কিবা দোষ ॥
যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায় ।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥
তবে সবে মেলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল ।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে ।
কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জনে ॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ ।
প্রসাদমূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে ।
কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে ॥
পণ্ডিতগোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥
তাহা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন ।
তাহা প্রভু স্বাতন্ত্র্য যৈছে তাঁর মন ॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার ।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥
কভু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন ।
কভু স্বতন্ত্র করে ঐশ্বর্য্যপ্রকটন ॥

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভৃত্য প্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥
তিঁহ গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদ ভোজন॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাহার দোষ না লইল
তাঁর ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পুর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচ-নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তঃমরুং শশ্বদনূপতাং॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা হৃদয়॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌর-ভক্তগণ সর্ব্বরসময়॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণ-প্রেমরঙ্গে॥
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।
নানা ভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ॥
দিনে নৃত্য সংকীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥
ত্রিজগতের লোক আসি করয়ে দর্শন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
মনুষ্যের বেশে দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য-বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ-বলি-ব্যাস-শুক-আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
কৃষ্ণ কহ বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥
এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড়জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়॥
প্রভু কহে রাজা কেনে কয়য়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥
গোপীনাথপট্টনায়ক রামরায়ের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দেই রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঞি বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজাত মাগিল॥
তেঁহ কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥
ঘোড়া দশ বারো হয় লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তাঁরে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে॥

সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ববচনে।
রাজা কৃপা করে তারে ভয় নাহি মানে॥
আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায়॥
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি॥
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়গ উপরে ফেলাইতে তলে খড়গ পাতিল॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ।
রাজ কৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ॥
বিলাত সাধিয়া খায় নাহি রাজভয়।
দাঁড়ি নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায় তাহা করে ব্যয়॥
হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লৈয়া গেল বান্ধিয়া॥
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লইব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহা কি করিব॥
তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাও রাজস্থানে॥
তোমা সবার এই মত রাজ-ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লেও আজি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়েগর উপরে গোপীনাথে দিতেছে
ডারিয়া॥
শুনি প্রভুগণ করে প্রভুকে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু
নয়॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মেলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ তাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥
ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিলা॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ নিজ ধন ক্ষয়॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লব তার দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রহে তার প্রাণ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে উপায় পুছিল।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহ ত কহিল॥
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥
যথার্থ মূল্য করি তবে ঘোড়া সব লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে সবে বান্ধিয়া আনিল॥
বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥

শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাছন্দবন্ধ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তারে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে॥
ইঁহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইঁহা না পাই সোয়াথ॥
ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা প্রকারে করে তারা রাজ দ্রব্য ব্যয়॥
রাজার কি দোষ রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য তারা আমারে জানায়॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি॥
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইঁহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খ জন॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয় বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ॥
সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভাগী॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান
এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তি-
পদে স দায়ভাক্॥২॥

তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল সেই করিবে রক্ষণ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তার ঘরে॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তিঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথ সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥
রাজা মিশ্রের চরণ চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তারে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥
দেব শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তারে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা
তার সেবক সব আসি প্রভুকে কহিলা॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন॥
আজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহা ধার্ম্মিক এই পাপী ভণ্ড॥

রাজকড়ি না দেই আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে॥
আলালনাথ যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥
এত শুনি কহেঁ রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এথা॥
এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন॥
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥
পুরুষোত্তম জানারে তিঁহ কৈল পরিহাস।
সেই জানা তাহারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥
তুমি যাহ প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে॥
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তার পুত্ত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘরে গেলা।
গোপীনাথ বড়জানারে ডাকিয়া আনিলা॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজাঠ্যাদণ্ড পাট পুনঃ তোমায় দিল॥
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন॥
এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ বিদায় তোমা দিল।
পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে॥
রাজ্যবিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লেয় দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ি॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়িছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল মহাপ্রভুর মন॥
বিষয় সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পান অন্তর্ভাব॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র কি তুমি করিলা।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে॥
প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া॥
ভবানন্দের পুত্ত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা সাবাকারে আমি দেখো আত্ম সম॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করে বিচার॥
রাজমহীন্দ্রারে রাজা কৈনু রামরায়।
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখা দায়॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করে বিচার।
জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার॥
জানা এত কৈল ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্ত্র সব আত্ম সম মানো॥

তাহা লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতিমানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা সনে ॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ ॥
পঞ্চপুত্র সহিতে আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল ॥
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চ পাণ্ডবে বিপদে তারিলে ॥
নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কথা সকলি কহিলা ॥
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপরে সেই মরণপ্রমাদ।
কাঁহা নেতধটী পুনঃ এসব প্রসাদ ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইল ॥
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া ॥
কিন্তু তোমা স্মরণে নহে এই মুখ্য ফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সে কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয় ॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু মোতে বিষয় না রয় ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ॥
মহা বিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস ॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায় ॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্ত-বাৎসল্যগুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥
সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা ॥
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥
তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল।
আমা হৈতে কিছু নহে প্রভু তবে কৈল ॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এই মাত্র কহি ইহার না বুঝিল ভেদ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধি রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা এত দূর ফল ফলিল ॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন ধীর ॥
যেই ইহা শুনে প্রভুর বাৎসল্যপ্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সবে নীলাচলে যাইতে ॥

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন-আচার্য্যনিধি শ্রীবাস-আদি ধন্য॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখ-পোষ॥
বাসুদেবদত্ত মুরারিগুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥
মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা নাম না যায় লিখন॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দসেন আইলা সবারে লইয়া॥
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুযোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করিবেন উপযোগ॥
আম্রকাশন্দি আদা ঝাল কাশন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্র-কলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুক্তায় যে সুখ হয় নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তা পাতা কাশন্দিতে মহা সুখ হয়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

তথাহি ভারবৌ অষ্টমসর্গে বিংশতিশ্লোকঃ।

প্রিয়েন সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধাবুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং, বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি॥২॥

ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব আর যত প্রকার আচার॥
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদিবিকার।
অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালিকাঁচুটি ধান্যের আতপচিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥
কথোক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনির পাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥

পাতল-মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল ॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার ॥
ঝালির উপর মুনসিব মকরধ্বজকর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জললীলা ॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥
সেই কালে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
নরেন্দ্র আইলা দেখিতে জলকেলী রঙ্গে ॥
সেই কালে আইল গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রের প্রভুসঙ্গে হইল মিলন ॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥
জলক্রীড়া বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহা কোলাহল তীরে সলিলে খেলন ॥
গৌড়িয়াসংকীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছে বর্ণন ॥
পুনঃ ইহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য় ॥
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবায় পাঠাইল ॥
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজন গৃহের কোণে ঝালি রাখিলা ॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥
বেড়াকীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
সত্যরাজখান আর নরহরি দাস ॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায় প্রভু ঐছে সবার মন ॥
সঙ্কীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥
কীর্ত্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল ॥
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥
সাতদিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহা প্রেমাবেশে নাচে গৌররায় ॥
উড়িয়াপদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥

তথাহি পদং।

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ।
এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিগে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥
বোল বোল বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥

সঘনে পুলক যেন সিমুলের তরু ।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু ॥
প্রতিরোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম ।
জজ গগ মম পরি গদ্গদ বচন ॥
এক এক দন্ত সব পৃথক পৃথক নড়ে ।
ঐছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দসাগর ।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্মঘর ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায় ।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায় ।
স্বরূপের সঙ্গে সেহ মন্দস্বরে গায় ॥
কোলাহল নাহি প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন ।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন ॥
সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন ।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥
গম্ভীরার দ্বারে করে আপনে শয়ন ।
গোবিন্দ আসিয়ে করে পাদসম্বাহন ॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম ।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন ।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন ॥
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতর যাইতে ।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে ।
প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে ॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদসম্বাহন ।
প্রভু কহে কর বা না কর তোমার মন ॥
তবে গোবিন্দ বহির্বাস তাঁর উপরে দিয়া ।
ভিতর ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘিয়া ॥
পাদসম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল ।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥
সুখে নিদ্রা হৈলা প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ ।
দণ্ড দুই বহি প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা ।
কেন আজি এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া ॥
নিদ্রা হৈলে কেনে নাঞি গেলে প্রসাদ খাইতে ।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে ॥
প্রভু কহে ভিতর তবে আইলে কেমনে ।
তৈছে কেনে প্রসাদ লইতে না কৈলে গমনে ॥
গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবার নিয়ম ।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন ॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি ।
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাসে ভয় মানি ॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা ।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা ॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে যায় প্রসাদ লইতে ।
সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিল চাপিতে ॥
যাইতেও পথ নাহি যাইবে কেমনে ।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥
এই সব হয় ভক্তি-শাস্ত্র-সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম ।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব ধর্ম্ম ॥
ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী ।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য ;
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ।
গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন ।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈল দরশন ॥

চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দিল গোবিন্দ ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥
কেহ পেঁড়া কেহ লাড়ু কেহ পিঠাপানা।
বহু মূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা॥
অমুক এই দিয়াছেন গোবিন্দ করে নিবেদন।
ধরি রাখ বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করালে ভক্ষণ॥
কাহোকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ বচন॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও তারা পুছে বার বার।
কত বঞ্চনা করিব কেমনে আমার নিস্তার॥
প্রভু কহে আদিবশ্যা দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এথানে॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥
আচার্য্যের এই পেড়া পানা সরপুপী।
এই অমৃতমণ্ডা এইক কর্পূরকূপী॥
শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা পানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার॥
বাসুদেবদত্তের এই মুরারিগুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধপ্রকার॥
শ্রীমান্‌সেন শ্রীমান পণ্ডিত আচার্য্যনন্দন।
তাঁহা সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ-করা নারিকেল।
অমৃতগুটি আদি পানাদি সকল॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ॥
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল॥
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহু তাহা দেখিব পাছে॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদুসুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ডসার॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব বার্ত্তাকী আর ভৃষ্ট পটোল॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ী আর মুদ্গাদির সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন কাঁহা গণের সহিত॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥

এই মত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত মুরারি ॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্রের চৈতন্যদাস নাম ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল ॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌররায়।
কি নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায় ॥
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥
জগন্নাথের প্রসাদ বহু মূল্য আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ।
সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্য দাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥
গদাধর পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহা সবার আছে ভিক্ষাদিবস নিয়ম ॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের প্রসাদ নিমন্ত্রণে কৌড়ি দুই পণ ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্র পুরী ভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥
চারি মাস বহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥

এইত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্ত দত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্য কথন ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥
শুনিতে অমৃতসম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান যেই করে আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথ ॥
জয় কাশীশ্বর জগদানন্দ প্রাণেশ্বর।
জয় রূপসনাতন রঘুনাথেশ্বর ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদ দান ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥

জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ ।
রঘুনাথ গোপাল ছয় মোর প্রাণনাথ ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ ।
যৈতে তৈছে লিখি করি আপন পাবন ॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন বিলাস ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন ।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ।
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় ।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয় ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায় ।
রাত্রিদিন করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥
এক দিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া ।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন ।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন ॥
গোবিন্দ কহে উঠে আসি করহ ভোজন ।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যা কীর্ত্তন নাহি পূরে কিমতে খাইব ।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমতে উপেক্ষিব ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন ।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥
আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা ।
সুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুছিলা ॥
নমস্কার করি তিঁহ কৈল নিবেদন ।
শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥
প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহ ত নির্ণয় ।
তিঁহ কহে সংখ্যা কীর্ত্তন না পূরয় ॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর ।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার ।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন ।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন ॥
হীনজাতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর ।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে ।
রৌরবে হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগত নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম ।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥
মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার প্রসাদ হয় ।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে ।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে ॥
প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে ।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা ।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥
চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া ।
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া ॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয় ॥
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল ।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥
ভক্তবৎসল প্রভু তুমি মুঞি ভক্তাভাস ।
অবশ্য পুরিবে প্রভু মোর এই আশ ॥

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে॥
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা সংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি যত প্রভুগণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চ মুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখ পদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বারবার।
প্রভুমুখমাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দ করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন॥

এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন॥
ডোরকড়ার প্রসাদবস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তাঁরে বেড়ি মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে।
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আনে তারা আনন্দিত হৈয়া॥
স্বরূপ গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপ গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা দেহ মোরে॥

এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লইয়া আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
আর কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে প্রভু বসি করহ দর্শন।
আমি ইঁহা সবা লঞা করি পরিবেশন॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া॥
পুরীভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবাকে করাইল ভোজন।
দেহ দেহ বলি প্রভু বলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন॥
অচিরে তা সবাকার হইবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছা মাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥
এইত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি শিরোমণি॥
শেষকালে দিলে তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তারে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিলা প্রয়াণ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যাঁর চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্যচরিত্র॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্যাণবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গায়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য-চরিতামৃতং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা-সাগর ।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা পূর্ণান্তর ॥
অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর ।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলী বদন ॥
রাত্রি দিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মানে ।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্যগোসাঞি ।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হইলা এক ঠাঞি ॥
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি ॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা নাই ।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসাঞি ॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী ।
আচার্য্য রত্নের সঙ্গে তাহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা ।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন ।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন ॥
শচী মাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা ।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান ।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা ।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম ভিতর বৃক্ষতলে ।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া ।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥
তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল ।
ভোখে মরি গেনু মোরে বাসা না দেখাইল ॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিল ।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হইতে আইল ॥
শিবানন্দের পত্নী তারে কহেন কান্দিয়া ।
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥
তিঁহো কহে বাউলী কেনে মরিস কান্দিয়া ।
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া ॥
এত বলি প্রভু পাশ গেলা শিবানন্দ ।
উঠি তারে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ ॥
আনন্দিত হইল শিবাই পাদ প্রহার পাঞা ।
শীঘ্র বাসা ঘর কৈল গৌড়ঘরে গিয়া ॥
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা ।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা ॥
শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা ।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু ।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুল কর্ম্ম ।
আজি পাইনু কৃষ্ণ ভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম ॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন ।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান ।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাস স্থান ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র বিপরীত ।
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারি করে তার হিত ॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম ।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান ॥
চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি ।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি তারে মারে নাথি ॥

এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার ॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে উহার সুখ ॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুর বাক্য শুনি।
জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি ॥
শিবানন্দে নাথি মারিলা ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রীসব দূরে হৈতে কৈল প্রভুর দর্শন ॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইল ॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল ॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ব্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি আচমন ॥
শিবানন্দের প্রকৃতিপুত্র যাবৎ এথায় :
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥
বালককালে প্রভু তার ঘর বার বার যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খান ॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালককাল হৈতে।
সে বৎসর সেই আইল প্রভুকে দেখিতে ॥
পরমেশ্বরা মুঞি বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রভু কিছু তাহারে পুছিল ॥
পরমেশ্বর কুশলে হও ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে প্রভুকে কহিলা ॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥
প্রশ্রয়পাগল শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচামার্জ্জন।
রথ আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে ॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥
এইমত নানালীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥
সব ভক্ত করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন ॥
প্রতি বর্ষ আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥
তোমা সবার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ সুখ লোভ বাড়ে চিতে ॥

নিত্যানন্দ আজ্ঞা দিল গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন কি পারি বলিতে॥
আইসেন আচার্য্যগোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সবার লাগিয়া॥
সন্ন্যাসিমানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তো সবার ঋণ করিব শোধন॥
দেহমাত্র ধন আমায় কৈল সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন॥
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল॥
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুপায়।
সহজে তোমার গুণে জগত বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥
পূর্ব্ব বর্ষে জগদানন্দ আইসে দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া নগরে॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্রপ্রসাদ কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতাকে কহিলা॥
জগদানন্দে পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহ প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি দিনে॥
জগদানন্দ কহে মাতা কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি তিঁহো স্বপ্ন হেন মানে॥
মাতা কহে কভু রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন॥
পুন না দেখিয়ে মোর ঝুরয়ে নয়ন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দ পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাঞা হৈল আচার্য্য আনন্দ॥
বাসুদেব মুরারিগুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলা ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথাসুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥
শিবানন্দসেন-গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি-তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈল॥

সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া ।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া ॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল ।
প্রভু-অঙ্গে দিও তৈল গোবিন্দে কহিল ॥
তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন ।
জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায় ।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া ।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে ।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে ॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল ।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল ॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার ।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করেন অঙ্গীকার ॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন ।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন ॥
এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস ।
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস ॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে ।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা ।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু স্থানে আইলা ॥
প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌড় হৈতে ।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে ।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥
পণ্ডিত কহে কে তোমাকে কহে মিথ্যা বাণী ।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ।
এত বলি ঘর হৈতে তৈলকলস আনিয়া ।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘর গিয়া ।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া ॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা ।
উঠহ পণ্ডিত করি কহেন ডাকিয়া ॥
আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধনে ॥
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে ॥
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা ।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে ।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে ॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল ।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিগে ধরিল ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসীমঞ্জরী ।
জগন্নাথের পিঠাপানা আগে আনি ধরি ॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্নব্যঞ্জন ।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন ॥
হস্ত তুলি রহে প্রভু না করে ভোজন ।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন ॥
আপনে প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইব ।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা ।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥
ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে এত স্বাদ ।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
আপনে খাইবেন কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া ।
তোমার হস্তে পাক করান উত্তম করিয়া ॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন ॥
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা ।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা ॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু-খায়েন হরিষে ॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন ।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥

যারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয়-সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনিল মুখবাস মাল্য চন্দন॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করেন বিশ্রাম।
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥
প্রভু কহেন গোবিন্দ তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে॥
তোমার প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জনভাত॥
আপনে প্রভুর শেষ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়॥
গোবিন্দ আসি দেখিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু কৈল স্বচ্ছন্দে শয়ন॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণের যেন শুনি ভাগবতে॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্তন শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দতৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং
গৌরমাশ্রয়ে॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন কায়।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয়॥
কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায়॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গেরি দিয়া রঙ্গাইল।
শিমূলের তূলা দিয়া তাহা পূরাইল॥
এই তূলীবালিশ গোবিন্দের হাতে দিল।
প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় তাহারে কহিল॥
স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ
শয়ন॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তূলীবালিশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥
গোবিন্দেরে পুছে ইহা করাইল কোন জন।
জগদানন্দ নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তূলী দূর কৈল।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিল॥

স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি ।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥
প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে ।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন ।
আমারে খাট তূলীবালিশ মস্তকমুণ্ডন ॥
স্বরূপ গোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল ।
শুনি জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার ।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার ॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল ।
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল ॥
এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে ।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী ।
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী ॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে ।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তারে না পারে চলিতে ॥
ভিতরের দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈল ।
মথুরা যাইতে প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥
প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি ।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী ॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ ।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥
প্রভু আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে ।
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে ॥
প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার ।
তিঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥
স্বরূপ গোসাঞিকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন ।
পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাহা যাইতে না পারি ।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে যাহ বলি ॥
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয় ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়ে বিনয় ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে ।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তিঁহো মাগে বার বার ।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসেন একবার ॥
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশ যায় ।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয় ॥
স্বরূপ গোসাঞির বোলে তবে আজ্ঞা দিল ।
জগদানন্দে বোলাইয়া তারে শিক্ষাইল ॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে ।
আগে সাবধানে যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে ॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে ।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে ॥
মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গে রহিবা ।
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা ॥
দূরে রহি ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা ।
তাঁ সবার আচার চেষ্টা লৈতে না পারিবা ॥
সনাতনের সঙ্গ করিহ বন দরশন ।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥
শীঘ্র আসিহ তাঁহা না রহিও চিরকাল ।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে ।
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে ॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন ।
জগদানন্দ চলিল প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥
সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা ॥
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দুঁহারে মিলিলা ।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥
মথুরায় আসি মিলিলা সনাতনে ।
দুই জনে সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন ।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি মহাবন ॥

সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহেন এক ঠাঞি ।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাঞি ॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে ।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণসদনে ॥
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান ।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন-পান ॥
এক দিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল ।
নিত্যকৃত্য করি তিঁহ পাক চড়াইল ॥
মুকুন্দসরস্বতী সন্ন্যাসী মহাজনে ।
এক বহির্বাস তিঁহ দিলা সনাতনে ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ।
জগদানন্দের বাসা দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা ।
কাঁহা পাইলে এই রাতুল বসন ।
মুকুন্দসরস্বতী দিল কহে সনাতন ॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা ।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা ॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া ।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া ॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদপ্রধান ।
তোমা সহ মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে ॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয় ।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয় ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে ॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল ॥
রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায় ।
কোন প্রবাসীকে দিব কি কাজ উহায় ॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল ।
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥
প্রসাদ পাই দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে ।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে ।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল ।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিল ॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা ।
শুষ্ক পক্ক পীলুফল আর গুঞ্জামালা ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান মনে বিচারিল ।
দ্বাদশাদিত্যটিলায় এক মঠ পাইল ॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া
মঠের আগে রহিল এক চালি বান্ধিয়া ॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগদানন্দ ।
সব ভক্ত সহ গোসাঞি পরম আনন্দ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল ।
রাসস্থলীর ধূলী-আদি সব ভেট দিল ॥
সব দ্রব্য রাখিলেন পীলু দিলেন বাঁটিয়া ।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা ॥
যে কেহ জানে সে আঁটি চুষিতে লাগিল ।
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চিবাঞা খাইল
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বা করে জ্বালা ।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা ॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস ।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥
একদিন প্রভু যমেশ্বরটোটা যাইতে ।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥
গুর্জ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে ।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ-মন হরে ॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইলা আবেশ ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানি বিশেষ ॥

তাঁরে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা ।
পথে সিজের বারি হয় ফুটিয়া চলিলা ॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল কিছু না জানিলা ।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পিছেতে ধাইলা ॥
ধাইয়া যায়েন প্রভু স্ত্রী আছে অল্প দূরে ।
স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ কৈল কোলে ॥
স্ত্রীনাম শুনি মহাপ্রভুর বহি্ হইলা ।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি চলিলা ॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন ।
স্ত্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার ।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার ॥
প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা ।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে ।
শুনি মহা ভয় পাইলা স্বরূপাদি মনে ॥
এথা তপনমিশ্রপুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সব কার্য্য ॥
কাশী হৈতে চলিলা তিঁহো গৌড়পথ দিয়া ।
সঙ্গে সেবক চলে তার ঝালি সাজাইয়া ॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস ।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহো রাজবিশ্বাস ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক ।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক ॥
অষ্ট প্রহর রামনাম জপে রাত্রি দিনে ।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথদরশনে ॥
রঘুনাথভট্টের সহ পথেতে মিলিলা ।
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা ॥
নানা সেবা করি করে পাদসম্বাহন ।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন ॥
তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবত ।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ ॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম ।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ কর্ম্ম ॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস ।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে ।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রি দিনে ॥
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে ।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥
দণ্ডপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে ।
প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল আলিঙ্গনে ॥
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা ।
মহাপ্রভু তা সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন ।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা ।
স্বরূপাদি ভক্তগণসনে মিলাইলা ॥
এইমত প্রভু সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম ॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন ।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥
রামদাস বিশ্বাস যদি প্রভুরে মিলিলা ।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা ॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান ।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস ।
পট্টনায়কের গোষ্ঠিকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল ।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল ॥
বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই করহ সেবন ।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে ।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে ॥

আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥
স্বরূপ-আদি ভক্তঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ॥
চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতা-সেবা কৈলা।
বৈষ্ণবপণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া।
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান ॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈল ॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটাপানবিড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা ॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতনে ॥
রূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবতপঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন।
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন ॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে ॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মরণের কালে।
প্রসাদ-কড়ার সহ বান্ধিলেক গলে ॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম অনর্গল।
এইত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গানশ্রবণ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন দেন গৌরহরি ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারম্ভ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর প্রিয়তম ॥
জয় স্বরূপ-শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥
স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলাপ্রকাশ ॥

সে কালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে ।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন ।
সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চাগ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার ।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন ।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন ॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল ।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥
রাধিকার ভাবে প্রভু সদা অভিমান ।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময় ।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবে সপ্তত্রিংশাধিক-
শত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ।
উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥২॥

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল স্বপন ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন ।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন ।
মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা ।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা ॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা ।
জাগিলে স্বপ্নজ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হৈলা ॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন ।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন ॥
যাবৎ কাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে ।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ।
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা ।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা ।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥
আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন ।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নাম্বিলা ।
মহাপ্রভু দেখি তার চরণ বন্দিলা ॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা ।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে ।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে ॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায় ।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন ।
জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন ।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন ।
কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন ॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইল ঐছে ব্যগ্র হৈলা ।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥
ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে ।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে ॥
পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কাঁহা মুঞি আইনু ॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভু গর গর মন ।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন ॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য ।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া ।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ ।

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা, যযৌ
বিষাদোজ্‌ঝিতদেহগেহঃ ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে, বৃন্দাবনং
স্বেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৩॥

যথা রাগঃ ।

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল ।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী ।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥
কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর ।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা লাউথালি
ধরি, আশাঝুলি স্কন্ধের উপর ॥
চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন
কায়, হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর ।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল
মাথে, ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥
ব্যাস-শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা
নিরঞ্জন, ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন ।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ-আশ্রমে ।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসণে ॥
কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।
তা সবার গ্রাসশেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয়-
শিষ্যে, সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥
শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণ-
ধ্যানে, তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ।
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর-আলয় ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে পঞ্চষষ্টি
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা
দশ ॥৪॥

এই দশা দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে ।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা ।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান ।
দুই জনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ॥
এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ঝাপন ।
ভিতরপ্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলেন বহির্দ্বারে ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে ।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া ।
প্রভু চাহি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিশায় আছে এক
ঠাঞি ।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি ॥

দেখি স্বরূপগোসাঞি-আদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥
প্রভু পড়ি আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥
একেক হস্ত-পাদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে-মাত্র তাত ॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥
মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥
চেতন পাইতে অস্থিসন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে চতুর্থ শ্লোকঃ।

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ,
শ্লথৎ-শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাকাবাণ্যা বিকলং গদ্গদ-
বাচা, রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাঁহা কর কি এই স্বরূপে পুছিল ॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজ ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিব গোচরে ॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল ॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥
সবে দেখি হয়ে মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান ॥
হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল ॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিচূড়ামণি ॥
শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥
রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥
গোবর্দ্ধনের শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বতদিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপিবাক্যং।

হন্তায় মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয় সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥৬॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে ॥
ফুকার পাড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল ॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিতসঙ্কর ॥
পুরীভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধু-তীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শকতি ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমদ্গম কদম্বপ্রকার ॥

প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল্লা যেন গঙ্গাযমুনা-ধার ॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গসংবীজন ॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গসম্মার্জ্জনে ॥
এইমত বহু বার কীর্ত্তন করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চাঁয় তাহা না দেখিতে পায় ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধনচারণে ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চড়ে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তার রূপভাব সখি বর্ণিতে না জানি।
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন।
দোঁহে দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥
নিপটবাহ্য হইলে প্রভুর দুঁহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রভু কহে দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে।
পুরীগোসাঞি কহে তোমার নৃত্য
দেখিবারে ॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব সনে ॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥
চটকগিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে অষ্টম
শ্লোকে শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যং।

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং
লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং
মদয়তি ॥৭॥

এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা।
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি দিক্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি
গমনরূপদিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

* * *

গ্রন্থকারস্য।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি
দর্শিতা ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে ॥
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণভাবাবেশে ॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি ॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥
একমন পঞ্চ দিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠার কারণ ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহাকে করিয়া
বিলাপ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে তৃতীয়শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং।

সৌন্দার্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রি-
সংপ্লাবকঃ, কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ
কোটিন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চে-
ন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥২॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুসণ,
সবে করে হরে পরধন ॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন দিকে যায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার
পরাণে, এই দুঃখ সহন না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা
দোষ, কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ ॥
রূপাদি পাঁচে পাঁচে টানে, গেল পাঁচের
পরাণে, মোর দেহে না রহে জীবন ॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
একবিন্দু জগত ডুবায় ॥
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥
কৃষ্ণের বচনমাধুরী, নানারস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগত নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটিন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।

জগতনারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে
ক্ষোভ, ব্রজনারীগণের মূলধন ॥
এত কহি গৌরহরি, দুই জনার কণ্ঠে ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ
পাঙ, দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥
এইমত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ-সনে ॥
সেই দুই জন প্রভুকে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোকপঠন ॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখিল আচম্বিতে ॥
বৃন্দাবনভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথাতথা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে নবম
শ্লোকে বৃক্ষাদীন্ প্রতি গোপিবাক্যং।

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ,
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রতিতাত্মনাং নঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তম শ্লোকে তুলসীং প্রতি
গোপিবাক্যং।

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতি-
প্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে
মালত্যাদীন্ প্রতি গোপিবাক্যং।

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন
মাধবঃ ॥৫॥

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার ॥
কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা পাইলা দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এই সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান ॥
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীপ্রায় ॥
অবশ্য কহিবে পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদি গণে ॥
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার
অন্তিকে ॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥
আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে
একাদশ শ্লোকে হরিণীঃ প্রতি গোপিবাক্যং।

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি নির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ,
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥৬॥

কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা নাহিক অন্যথা ॥
রাধার প্রিয় সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গগন্ধ ॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥

কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি গেলা ইঁহ বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণ-গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে তরুন্ প্রতি গোপিবাক্যং।

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো,
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং,
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৭॥

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে ॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছ অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে এই নাহিক সম্বিত ॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটি-মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগৎ-নেত্র-মন ॥
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মেলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দরশন।
যাঁহার সৌন্দর্য্যে হরিল নেত্র-মন ॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে চতুর্থ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শারদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি
নেত্রস্পৃহাং ॥৮॥

নবঘনস্নিগ্ধ বর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমারগণ, হরে সবার নেত্র-মন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ধ্রু ॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥
লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিলা।
দুর্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক পিতে না পাইলা ॥
পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায়,
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ
শোক, আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একনোত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশঃ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপিবাক্যং।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৯॥

যথা রাগঃ ।

কৃষ্ণ জিনি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে-অধর মধুরস্মিত-চার ।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয়
দাসী, ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার ॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস-অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মন বক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥
সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায় ।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে
দংশে, মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥
কৃষ্ণ-করপদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি কর্পূর-বেণামূল-চন্দন ।
একবার যার স্পর্শে, স্মর-জ্বালা-বিষ
নাশে, যারে স্পর্শে লুব্ধ নারীমন ॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
দুই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ।
এই শ্লোক পাইয়া রাধা, বিশাখাকে কহে
রাধা, উঘাড়িয়া হৃদয়ের শ্লোক ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তমশ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ।

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততিহারিবক্ষঃস্থলঃ,
স্মরার্ত্তিতরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃ-
স্পৃহাং ॥১০॥

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় এক স্থানে ।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে
ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শুকবাক্যং ।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ
কেশবঃ ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর-
ধীয়ত ॥১১॥

স্বরূপগোসাঞিকে কহে গাহ এক গীত ॥
যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সম্বিত ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে মধুর করিয়া ।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে
শুনাঞা ॥

তথাহি পদং গীতগোবিন্দ দ্বিতীয়সর্গে তৃতীয় শ্লোকে
সখীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ।

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥১২॥

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা ।
উঠি প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল ।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য ।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন ।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে করেন নর্ত্তন ॥
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥
বোল বোল বলি প্রভু কহে বারবার ।
না গায় স্বরূপগোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥
বোল বোল প্রভু বোলে ভক্তগণ শুনি ।
চৌদিকেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥
রামনন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল ।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥

প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ স্থান॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার॥
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদবর্ণন।
শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করিয়াছে লিখন॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ষষ্ঠ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া,
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥১৩॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণসঙ্গে সদা প্রেমবিহ্বলে॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন॥
তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহ্য হইল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল॥
তাঁ সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম-বিনা তিঁহো নাহি জানে আন॥
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥
কৌতুকেতে তিঁহো যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহি পাশক চালায়॥
রঘুনাথদাসের তিঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হৈলা বুড়া॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিলা ভোজন॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়॥
তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পান যবে রহেন লুকাইয়া॥
ভোজন করিয়া পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥
ভূমিমালিজাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তার স্থান॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁর পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥
পত্নীসহিতে তিঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥
ইষ্টগোষ্ঠী কথোক্ষণ করি তাঁর সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে॥
আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন প্রকারে করিব তোমার সেবন॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥
কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে

পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন ।
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন ॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর ।
পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর ॥
ঠাকুর কহে ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায় ।
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জনরায় ॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল ।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ দশম বিলাসে একনবত্যঙ্কধৃত ইতিহাস সমুচ্চয়োক্তং ভগবদ্বাক্যং ।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবম শ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং ।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণাযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং ।

অহোবত শ্বপচহতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ।৪॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয় ।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥
আমি নীচ জাতি আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি ।
অন্যে ঐছে হয় আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা ।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজি আইলা ॥
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা ।
তাঁহার চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা ॥
সেই ধূলি লঞা কালীদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ।
তাঁর নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিল ॥
ঝড়ূ ঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্রফল ।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল ॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া ।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া ॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে ।
তাঁরে খাওয়াইয়া তাঁর পত্নী খায়েন পশ্চাতে ॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া ।
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লঞা ॥
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস ।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে ॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা ।
মহাপ্রভু তার উপর মহা কৃপা কৈলা ॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে ।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ।
বাইশপশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥
সেই গাড় করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন ।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দর্শন ॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম ।
মোর পদজল যেন না লয় কোন জন ॥
প্রাণী মাত্র লইতে না পায় সেই জল ।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল ॥
এক দিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল ।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল ॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার ।
এতাবৎ বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার ॥

সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল ॥
বাইশপশার পাছে উত্তর দক্ষিণ দিকে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণং।

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে ॥৫॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণং।

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো,
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো,
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৬॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল ভোজন ॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥
প্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভু শেষপাত্র দানে ॥
বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা ॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥
ভক্ত পদধূলী আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহা কৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল।
পুরীদাস ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিল।
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহ আইলা প্রভুর স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণবন্দনে ॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইল ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম করাইতে।
শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥
তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে ॥
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥
আর দিন কহে প্রভু পড় পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তিঁহ করেন প্রকাশ ॥

তথাহি কর্ণপুরকৃতাচার্য্যশতকে প্রথমশ্লোকঃ।

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো
মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং
হরির্জয়তি ॥৭॥

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন ॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা ॥
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল সবে গেল গৌড়দেশে ॥
তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদপ্রধান ॥
রাত্রি দিন স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥

একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে ।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে ॥
তারে বলে কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত ॥
সেই কহে ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন ॥
তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত ॥
সেই বলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম ।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দরশন ।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলী বদন ॥
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথদাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে সপ্তম শ্লোকে
রঘুনাথদাসবাক্যং ।

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয়
সখে ! ত্বমবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্ন ন্মদইব ।
দ্রুতং গচ্ছ দৃষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন
ধৃত তদ্ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥

হেনকালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগাইল ।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি সহ আরতি বাজিল ॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ ।
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঞি কৈল আগমন ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে ।
আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে ॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ।
তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন ॥
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল ।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥
কোটি-অমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল ।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥
এই বুদ্ধে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ।
জগন্নাথের সেবক দেখি সম্বরণ কৈল ॥
সুকৃতিলভ্য ফেলামৃত বলে বার বার ।
ঈশ্বর-সেবক পুছে কি অর্থ ইহার ॥
প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত ।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম ।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান ॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায় ॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণ-কৃপা-হেতু পুণ্য ।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য ॥
এত বলি প্রভু তা সবারে বিদায় দিলা ।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষানির্ব্বাহণ ।
কৃষ্ণধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥
বাহ্যে কৃত্য করে প্রেমে গরগর মন ।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন ॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণসঙ্গে ।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল ।
পুরীভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইল ॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি গণ ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন ।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য ।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লঙ্গ গব্য ॥
রসবাস গুড়ত্বক-আদি যত সব ।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ গন্ধ লোকাতীত ।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন ।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদ অন্য বিস্মরণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে
চতুর্দ্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপিবাক্যং।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা-
সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং, বিতর বীর
নস্তেঽধরামৃতং ॥৯॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে অষ্টম শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ,
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি
জিহ্বাস্পৃহাং ॥১০॥

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

যথা রাগঃ।

তনু মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥
নাগর শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে
মন, অন্য রস সব পাসরায় ॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন,তায় জন্মায় ইন্দ্রিয়-
মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া-
ইয়া, গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অহে শুন গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার
ধন, তোমার যদি থাকে অভিমান ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম
ছাড়ি, ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় নাহিক মোর
ডর, অন্যে দেখো তৃণের সমান ॥
অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে
আকর্ষয়ে ত্রিজগত-জন।
আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥
নিবী খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায়
ত্যাগে, কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী, শুনি লোক
করে হাসি, এই মত নারীরে নাচায় ॥
শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন
ধরি, চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাঞি ॥
অধরের এই রীত, আর শুন বিপরীত,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
তার নাম হয় কৃষ্ণ-ফেলা ॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে,তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায় ॥

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী॥
এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী, বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নর নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান॥
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ-মন শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥
তাঁহে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥
কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে
নবম শ্লোকে বেণুগীতে কাশ্চিদ্গোপী প্রতি
কাশ্চিদ্গোপী প্রাহ।

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো,
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥১১॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥

যথা রাগঃ।

অহো ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাকে জানে নিজ ধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥
গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন তীর্থে কোন তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র
জপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥
হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ
জাতি, সে সুধা সদাই করে পান॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, পিতে তারে ডাকিয়ে জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করেন স্নান।
বেণু ঝুটাধররস, হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান॥
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূল দ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকশিত,
মধু মিশে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র
নাতি, বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এত আযোগ্য আমরা যোগ্য নারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে
সহিতে নারি, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রিদিন যায়॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিষয়োন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুত-
মলৌকিকং।
যৈর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-
বিচেষ্টিতং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণ কথারঙ্গে ॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপমহাশয় ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া ॥
এইমতে নানা ভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা।
গোসাঞিরে শয়ন করাই দুঁহে ঘর গেলা ॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়ান ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥
তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দিউটী জ্বালিয়া করে প্রভু-অন্বেষণ ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥
পেটের ভিতর হস্ত-পাদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দবিহ্বল ॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গসঙ্গ ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন হইলে হস্ত পাদ বাহিরে আইল!
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
উঠিয়া বসিলেন প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে তুমি আমা আনিলে কতি ॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস!
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকার করি ॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি ॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদবাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে পড় রসামৃত শুনি ॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে
সপ্তত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপিবাক্যং।

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতাচার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥২॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা॥

যথা রাগঃ।

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের মুখে হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য
মানি, রোষে কৃষ্ণ দেন ওলাহন॥
নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বণি, সিদ্ধমন্ত্রাদি
যোগিনী, দূতী হঞা মোহে নারীমন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণু দ্বারে, হানে কটাক্ষ-
কামশরে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।
এবে আমায় কর রোষ, কহি পতি-ত্যাগ
দোষ, ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠপরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটি॥
বেণুনাদ অমৃত বোলে, অমৃতসমান মিঠা
বোলে, অমৃতসমান ভূষণশিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে
ভাসে, উৎকণ্ঠাসাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে পঞ্চমশ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

নদজ্জলনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ স মে
মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং॥৩॥

পুনর্যথা রাগঃ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যাঁর গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না যায়॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের মাধুরীগানে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥
নূপুর কিঙ্কিনী ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজা।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥
যেবা বেণুকলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারীচিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূলে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহো যে কাকলী
শুনি, কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায়॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেন নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল
কেনে, কাণাকড়িসম সেই কাণ।
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন॥
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি
স্মৃতি, নানা ভাবের হইল মিলন॥

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল
স্ফূর্ত্তি, সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থে,সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে
বিল্বমঙ্গলবাক্যং।

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে
॥৪॥

যথা রাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখিগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুঁছো কে কহে উপায় ॥
হা হা সখি কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ
পাঙ, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,
তাতে করে অর্থনির্দ্ধারণ ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণ হই বিস্মরণ ॥
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুইয়া আছে চিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কাম
জ্ঞান, কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগত মারে, সে পশিলে অন্তরে,
এই বৈরি না দেয় পাসরিতে ॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিতি অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে।
মনে হৈলে লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনে নেত্রে রসায়নে,
কৃষ্ণ তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়য় ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস সাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা
যাই, এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল
ধরি, নিজ স্থানে বসাইল নিয়া ॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা
দিল, স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥
এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা জ্ঞান ॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্যমহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য ॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্যচরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃতধন ॥
এই ত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে পঞ্চম শ্লোকে
শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যং।

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো,
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে
নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ,
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি
॥৫॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানু-
ভাবোন্মাদ-প্রলাপ-বর্ণনং নাম
সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণবইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্রাত্রি-
মখিলাং, প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স
শচীসূনুরিহ নঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান সকল ॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥
প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকারণ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায় ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করেন আপনে ॥
এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে পায় কভু হর্ষ শোক ॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্যভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে ॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন ॥
সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
এক দিনের লীলার তবু নাহি পায়
অনন্ত ॥
কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার কভু নাহি পায় শেষ ॥
ভক্তের প্রেম বিকার দেখি কৃষ্ণের
চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর ॥
ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে ॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঞি ॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন ॥
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেম কণের তৈছে জীবের স্পর্শন ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তাঁর পাইবেক অন্ত ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥

এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা ।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ
স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ, শ্রান্তো
গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২॥

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল ।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিল ।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে ।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গেরগণে ॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায় ।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু ভাসায়ে লঞা যায় ॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে ।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥
ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভুরে না দেখিয়া ।
কাঁহা গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু দেখিতে নারিলা ।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা ।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ॥
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে ।
চটকপর্ব্বতে কিবা গেলা কোনার্কেরে ॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুকে চাহিয়া ।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা ॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল ।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ॥

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে চতুর্থ পরিচ্ছেদে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদাবাক্যং ।

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়য়ানি ভবন্তি হি ॥৩॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা ।
চিরায়ুপর্ব্বতদিকে কত জন গেলা ॥
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন ।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন ।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি ।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার ।
স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল সমাচার ॥
কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে একজন ।
তোমার এ দশা কেনে কহ ত কারণ ॥
জালিয়া কহে ইঁহা এক মনুষ্য না দেখিল ।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে ।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল ।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল ।
গদ্গদ বাণী রোম উঠিল সকল ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায় ।
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥
শরীর দীর্ঘল তার হাত পাঁচ সাত ।
একেক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥
অস্থিসন্ধি ছুটিল চর্ম্ম করে নড়বড়ে ।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে ॥
মড়া-রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন ।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন ॥
সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত ।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত ॥

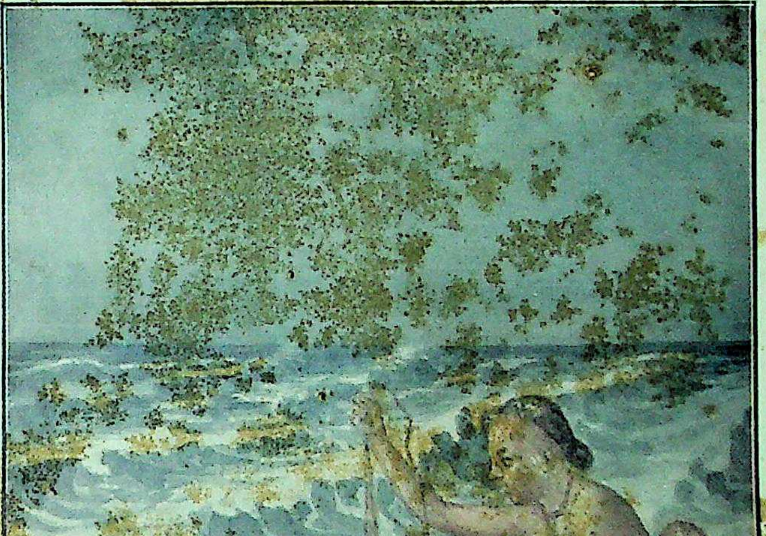

মহাপ্রভুর ভাবাবেশে সমুদ্রে পতন ও জালিয়ার জালে উত্তীর্ণ হওন।

[৩৮৬ পৃষ্ঠা।

সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাইছি যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহস্মরণে ॥
এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাঁহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে ॥
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥
এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল ॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই হৈল কিছু ধীর ॥
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহ কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান ॥
প্রেমাবেশে পড়িল তিঁহ সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁহারে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে ॥
জালিয়া কহে প্রভুকে দেখিয়াছি বার বার।
তিঁহ নহে এই অতি বিকৃতি আকার ॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার ॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সবা লঞা গেলা মহাপ্রভু দেখাইল ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনন না যায় ॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া।
সবে মেলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুর কাণে ॥
কতক্ষণে প্রভু কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে ॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর ॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥
অর্দ্ধ বাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আভাষে কহেন সব শুনে ভক্তগণে ॥
কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥

যথা রাগঃ।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখীকরে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥
সখি হে দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্কর,
গোপীগণ-করিণীর সঙ্গে ॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যান্যে জল
ফেলাফেলি, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার।
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌ঘন, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাঞ্জলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।

তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥
সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী
দেখে, সহস্র পদে নিকটে গমনে।
সহস্র মুখচুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠমগ্ন জলে,
ছাড়ি তাঁহা যাঁহা অগাধ পানী।
তিঁহো কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোখোতে যৈছে কমলিনী ॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনা জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়, কৈল কারে সহায়,
তরঙ্গহস্তে পদ্ম সমর্পিল।
কেহ মুক্তকেশ পাশ, আগে কৈল অধোবাস, হস্তে কেহ কঞ্চুলি করিল ॥
কৃষ্ণের কলহ রাধা সনে, গোপীগণ সেই
ক্ষণে, হেমাব্জবনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখ মাত্র জলে
ভাসে, পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥
এথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার
পাশে, আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ ॥
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক পৃথক যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক পৃথক যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক পৃথক যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে
রাখিতে, চক্রবাক লাগি দুঁহার রণ ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়।
ইহা দুঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি, কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রু মিত্র, রাখে উৎপল এ বড়
চিত্র, এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার
প্রকাশ, করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণযুগ জুড়াইল ॥
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা
শ্রীহরি, সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারো মাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল।
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্নমন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥
এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা
ভাতি, কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সম তারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥
খরমুজা ক্ষীরিণী তাল, কেশর পানিফল
মৃণাল, বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।

কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব
প্রাপ্তি, সহস্র জাতি লেখা যায় কত ॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূর-
কেলি, সরপূপী অমৃত-পদ্ম-চিনি ।
খণ্ডক্ষিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলমহা-
সুখী, বসি কৈল বন্য ভোজন ।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দুঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদ সম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ ।
রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখিগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥
হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা ।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সে সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল ।
স্বরূপগোসাঞিকে দেখি তাঁহারে পুছিল ॥
ইঁহা কেনে তোমরা সব আমাকে লঞা
আইলা ।
স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা ।
সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসি এত দূরে আইলা ॥
এক জালিয়া জালে করি তোমায়
উঠাইলা ।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা ॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলুঁ আসিয়া ॥
তুমি মূর্চ্ছাছিলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া ।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পায় পীড়া ॥
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল ।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহা যে শুনিল ॥
প্রভু কহে স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে ।
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে ॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজনে ।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে ॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥
এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্র পতন ।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং
নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্থ ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং ।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ॥
নদীয়া চলহ মাতাকে কহিয় নমস্কার ।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥
কহিয় তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।
সে দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস ।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥
গোপলীলায় পায় যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠান আর ভক্তগণে ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতাকে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥
তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥
প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিয় কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা ॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা ॥
জানিয়া স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধিবিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতক কাল করে নিরোধন ॥
পূজানির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন ॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণ মথুরাগমন।
উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদলক্ষণ ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন মানি নিজ সখীজন ॥
পূর্ব্ব যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥

তথাহি ললিতমাধবে তৃতীয়াঙ্কে বিংশতি শ্লোকে
বেশ রচনা গ্রন্থজন বাক্যং।

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ,
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং
॥২॥

যথা রাগঃ।

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে,নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥
সখিহে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাঁহার মুখ,না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী,
নিজকরামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই,কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠান, শিখিপুচ্ছের উড়ান,
নব মেঘে যেন ইন্দ্র ধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি,মুক্তামালা বক পাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু ॥

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে
জাগে, কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা ।
নারীর মনে পশি যায়,যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যে কান্তিতে জগত মাতায় ।
শৃঙ্গার রস ছানি, তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না
সানি, জানি বিধি নিরমিল তায় ॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদগর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষা মহৌষধি,
সখি মোর তেঁহ সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে
জীয়ায়, বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক ।
বিধিকে করে ভৎসন, কৃষ্ণ দেন ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশা-
ধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে বিধাতারং প্রতি
গোপিবাক্যং ।

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া,
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনক্ষ্যপার্থকং,
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৩॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ ।

না জানিস প্রেমমর্ম্ম, ব্যর্থ করিস পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালকসমান ।
তোর যদি লাগি পাইয়ে,তবে তোরে শিক্ষা
দিয়ে, এমন যেন না করিস বিধান ॥
অহো বিধি তোঁ বড় নিষ্ঠুর ।
অন্যোন্য দুর্ল্লভজন,প্রেমে করাঞা সম্মি-
লন, অকৃতার্থে কেনে করিস দূর ॥

অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি মোর ।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য
স্থান, পাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥
অক্রূর করে তোর দোষ,আমায় কেনে কর
রোষ, ইহা যদি কহ দুরাচার ।
তুঞি অক্রূর মূর্ত্তি ধরি,কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥
আপনার কর্ম্ম-দোষ, তোরে কিবা করি
রোষ, তোয় আমায় সম্বন্ধ বিদূর ।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর ॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে
মারে, নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ।
তার লাগি আমি মরি,উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥
কৃষ্ণেরে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-
দোষ, পাকিল মোর এই পাপ ফল ।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল
উদাসীন, এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হা হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি ।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।
গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥

এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল ।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে
শোয়াইল ॥
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে ।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন ।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ ॥

বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘর্ষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সর্ব্ব রাত্রি করে ভাবে মুখ সঙ্ঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে॥
দ্বার নাহি পাইয়া মুখ লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥
উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে করে যে বোলে সেই উন্মাদ লক্ষণ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥
সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্করপণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করেন পাদপ্রসারণ॥
প্রভুপাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
চতুর্থ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং,
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং,
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥৪॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥
তাহার ভয়ে নারে প্রভু বাহির যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥

তথাহি স্তবকল্পবৃক্ষে ষষ্ঠশ্লোকে
রঘুনাথদাসবাক্যং।

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ,
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্
বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং,
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি
॥৫॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন।
গুরু হঞা তরুলতা শিক্ষায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান॥
ললিত লবঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি বৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হৈলা অচেতন॥

নিরন্তর নাশায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল ।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখিকে যে কহিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে ষষ্ঠ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ।

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্ণাঙ্গকঃ,
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং ॥৬॥

যথা রাগঃ ।

কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল,তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ;
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥
সখি হে কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায় ।
নারীর নাসাতে পৈশে,সর্ব্ব কাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায় ॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে ।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে ॥
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরি ।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ
সঙ্গে, মিলি তাকে যেন কৈল চুরি ॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী,
হেন ডাকাইত কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায় ।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিণ্ড পিণ্ড তবু
করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় ॥
মদনমোহন-নাট, পসারি চাঁদের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায় ।
বিনি মূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায় ।
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই
আশে, কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায় ॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥
মাতৃভক্তি প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্তে দিব্য নৃত্য ।
এই চারি লীলা-ভেদে, গাইল এই পরি-
চ্ছেদে, কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য ॥
এইমতে মহাপ্রভু পাইল চেতন ।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তাঁর ।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার ॥
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে ।
পণ্ডিতেও তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি
লহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥৭॥
অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া ।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া ॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে ।
শ্রীরাধার প্রেম প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে ॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে ।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দুঁহার দাসের দাস ।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস ॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে মহা সুখ ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপ-মুখসংঘর্ষণাদিবর্ণনংনাম উনবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

* * *

গ্রন্থকারস্য।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তি-
মিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে
॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে।
রাত্রিদিনে করে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগার্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোকপঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রিজাগরণ ॥
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ
॥২॥

নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং সপ্তমাঙ্ক ধৃতানন্দাচার্য্য কৃত শ্লোকঃ।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং, শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনংপ্রতিপদং পূর্ণামৃতা-
স্বাদনং, সর্ব্বাত্মস্নপনং পরঃ বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং ॥৩॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং একোনবিংশাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমী-
দৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥৪॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায় ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৫॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয় ।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
সেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা ।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণঠাঁঞি মাগিতে লাগিলা ॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং পঞ্চাশীত্যঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ ।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং, কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তির-
হৈতুকী ত্বয়ি ॥৬॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী ।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগোঁ দাস্যভক্তিদান ।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে ত্রয়োদশাঙ্কধৃত দাক্ষিণাত্য কৃত শ্লোকঃ ।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং
বিচিন্তয় ॥৭॥

তোমা নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম ।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম ।
কৃষ্ণ-ঠাঁঞি মাগে প্রেমনামসংকীর্ত্তন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুরশীত্যঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ ।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া
গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে
ভবিষ্যতি ॥৮॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন ।
দাস করি বেতন মোর দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগস্ফুরণ ।
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্য করে প্রলাপন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং সপ্তবিংশত্যধিকঃ ত্রিশতাঙ্কধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শ্লোকঃ ।

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-
বিরহেণ মে ॥৯॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয় ।
স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব করিল উদয় ॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয় ।
এত ভাব এক ঠাঁঞি করিল উদয় ॥
এত ভাবে শ্রীরাধার মন অস্থির হৈল ।
সখিগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল ॥
সেই ভাবে প্রভু এই শ্লোক উচ্চারিল ।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুস্ত্রিংশতদধিক শতাঙ্কধৃতঃ কস্যচিৎ শ্লোকঃ ।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্ম-
হতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎ প্রাণ-
নাথস্তু স এব নাপরঃ ॥১০॥

যথা রাগঃ।

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহ রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কিবা না দেন দরশন, না জানে আমার
তনু মন, তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
সখিহে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে,কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে
ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তিঁহ লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে
ক্রীড়া, তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ,তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে
ধরি, ক্রীড়া করাঞা তারে করোঁ সুখী ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান,কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ মর্ম্ম নাহি
জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে
বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে
সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী
হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস ॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি, জীয়াইলে মৃত পতি,
তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা ॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে;
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে
প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান ॥
কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাহে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদি স্থিতি, তবু পাদ সেবায়
মতি, সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।
ভাবে মন নহে স্থির,সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধরণ না যায় ॥
ব্রজেশ্বর শুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই
শ্লোকে, পদ কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনে আস্বাদিল ॥
প্রভু শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণের প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটিসমুদ্র-গম্ভীর।
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥

সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন ।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে ।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে ॥
সেই রসলীলা সব আপনে অনন্ত ।
সহস্রবদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত ॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে ।
তার এক কণা স্পর্শে আপনা শোধিতে ॥
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার ।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
সেই সব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল ॥
তার ত্যক্ত অবশেষ সঙ্ক্ষেপে কহিল ।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥
অতএব সে সব লীলা না পারি বর্ণিবারে ।
সমাপ্ত করিল লীলা করি নমস্কারে ॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন ।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন ॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ।
বুঝি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ॥
চৈতন্যচরিত্র বর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার ।
জীব হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস ।
চৈতন্যলীলার তিঁহ হয় আদি ব্যাস ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার ।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
যে কিছু বর্ণিল সেহ সঙ্ক্ষেপ করিয়া ।
লিখিতে না পারে তবু রাখিয়াছে লিখিয়া ॥
চৈতন্যমঙ্গলে তিঁহ লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে ।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবে বর্ণনে ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
সত্য কহে আগে ব্যাস করিল বর্ণনে ॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধিসমান ।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তিঁহ কৈল পান ॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা ।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি ।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার ।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥
আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান ।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির ।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি ।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি ॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন ।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ।
শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥
ইঁহা সবার চরণ কৃপায় লেখায় আমারে ।
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি ।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ ॥
তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন ।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন ।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ ॥

তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুক্কুর যে আইল।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল ॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস করিল নামের মহিমা স্থাপন ॥
চতুর্থের শ্রীসনাতনে দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তারে করিল রক্ষণ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে করিল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে পাঠাইল বৃন্দাবন ॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায় দ্বারা কৃষ্ণকথা তারে শুনাইল ॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক উপেক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহমহিমা
স্থাপন ॥
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিঁড়া মহোৎসব হৈলা ॥
দামোদরস্বরূপা ঠাঞি তারে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিলা ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন ॥
অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥
নবমে গোপীনাথপট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন ॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন ॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌর
ভগবান ॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥
রঘুনাথভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন ॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থিসন্ধিত্যাগ অনুভাবের উদ্গম ॥
চটকপর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপবর্ণন ॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল ॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব আস্বাদিল ॥
সপ্তদশে গাবীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাহাই উদ্গম ॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
কাস্ত্র্যঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল ॥
ভাবশাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহা দরশন ॥
তাঁহাঞি দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইলা প্রভু আইলা স্বভবন ॥
ঊনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন ॥
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থবিবরণ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥

ভক্ত শিক্ষাইতে ক্রমে যে শিক্ষাষ্ট কৈল ।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল ॥
মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন ।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থবিবরণ ॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার ।
মুখ্য মুখ্য কহিল কহা না যায় বিস্তার ॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন ।
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীল গোপীনাথ ।
এই তিন-ঠাকুর—সব গৌড়িয়াগণ-নাথ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥
নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিতপূরণ ॥
সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী ।
তাঁর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল ।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে ।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন ।
যা সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
শ্রীচৈন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-
শ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি
পরিচ্ছেদঃ ।

গ্রন্থকারোক্ত নমস্কারঃ ।

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥১॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥২॥
শ্রীমদ্গুরবে নমঃ ।
শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ ।
শ্রীগৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।
শ্রীসখীবৃন্দেভ্যো নমঃ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ।

শ্রীশ্রীজ্যোতিষানন্দ ভাগবতরত্ন প্রণীত—

কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব

ত্রিবর্ণে রঞ্জিত যমুনাপুলিনে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ ও
চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ চিত্র সম্বলিত

ইহাতে কি কি আছে ?

গৌরাঙ্গ অবতারের পূর্ণত্ব স্বীকার হেতু নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারায় সপ্রমাণ। কলিযুগে হরিনাম-যজ্ঞ প্রশস্ত কি না ? নিষ্কাম ও সকাম ভক্তিযোগের লক্ষণ কিরূপ ? প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে ? কৃষ্ণভক্তের পক্ষে স্বর্গলাভ বাঞ্ছনীয় কি না ? গোপীভাব ও গোপীযজ্ঞ কি প্রকার ? প্রাণায়াম প্রণালী কিরূপ, ব্রাহ্মণ কে ?—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি, কৃষ্ণভক্ত নীচ কুলোদ্ভব হইলেও পূজ্য কি না, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপিকাগণের সম্বন্ধ নির্ণয় ও রাসলীলার উদ্দেশ্য বর্ণন, প্রতিমা-পূজাদি নিষ্কাম উপাসনা কি না এবং কৃষ্ণপ্রীতির উপায় অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। স্বর্ণাক্ষরে সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল নাগ কৃত—

পরলোক-তত্ত্ব

জীব কি, জন্মমৃত্যু কেন ? মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ? আত্মা কি ? আত্মার আধার ও প্রকার কি ? দেহত্যাগকালে আত্মাকে চাক্ষুষ দেখা, তখন আত্মা কোথায় থাকে, আর ফিরিয়া আসে কি না ? কর্ম্মফল, জন্মান্তর কি,—তন্ত্রানুসারে পিশাচসিদ্ধি, আধুনিক প্রেততত্ত্ব, প্রেতগণ কর্ত্তৃক স্বর্গ ও নরক বর্ণনা, ছায়ামূর্ত্তি দর্শন, পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ, সাধনা কাহাকে বলে ? অন্তর দৃষ্টি কি ? এই সব বিষয় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রশংসিত। বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত—

সশিষ্য শ্রীচৈতন্য

ইহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এবং অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, রূপ-সনাতন, নিত্যানন্দ, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রামানন্দ রায়, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি তদীয় শিষ্যগণের বিস্তৃত জীবনী লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৷০।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল নাগ কৃত—

মোক্ষ-তত্ত্ব

১। ব্রহ্মতত্ত্ব—ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ—সাকার না নিরাকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি ? ২। জীবতত্ত্ব—জীবের উৎপত্তি, নিত্যতা ও ইহার কার্য্য। ৩। কর্ম্মতত্ত্ব—কর্ম্ম কি ? কর্ম্মে বিশুদ্ধতা, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের বিশদ ব্যাখ্যা। ৪। যোগতত্ত্ব—যোগসাধনের বিবিধ উপায় ও আসনাদি। ৫। মোক্ষতত্ত্ব—জীব কি উপায়ে মোক্ষলাভ করিতে পারে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি ? অধিকার ভেদে ধর্ম্ম উপদেশ প্রভৃতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। রৌপ্যখচিত সুরম্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত—

সাধক-জীবনী

ইহাতে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, জয়দেব, মীরাবাই, ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ, তুকারাম, কবীর, নানক, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ স্বামী, তুলসীদাস, পওহারী বাবা, রূপসনাতন, বামাক্ষেপা, যবন হরিদাস, ক'রেমেতী বাই, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত, স্বামী রামতীর্থ, গণপতিভট্ট, রামদাস স্বামী, প্রভৃতি বহু সাধু ও মহাপুরুষের অলোকিক ঘটনাপূর্ণ জীবনী, অমূল্য উপদেশাবলী ও অনেক ফটো চিত্র আছে। পড়ুন—ত্রিতাপদগ্ধ জীবনে শান্তিলাভ করুন। সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ২৲ টাকা।

খিল হরিবংশ

(সুরঞ্জিত চিত্রসহ, রৌপ্যখচিত বাঁধাই)

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পুণ্যকাহিনীপূর্ণ ইহা এক বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহা পাঠ না করিলে মহাভারত পাঠের সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। যাহাতে সকলে বুঝিতে, পড়িতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারেন সে জন্য ইহা মহাভারতের ন্যায় সুললিত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানের অয়স্কান্তমণি, ভক্তির প্রস্রবণ, ধর্ম্মের বৈজয়ন্ত, পুণ্যের নন্দন-কানন, হরিবংশ পাঠ বা দান করিলে অনন্ত পুণ্য, অনন্ত ফল ও অনন্ত পদ লাভ করা যায়। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৫৲ টাকার স্থলে ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকানাইলাল শীল।
[illegible] নং অপার চিৎপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা।

পুস্তকালয়
গুরুকুল কাংড়ী

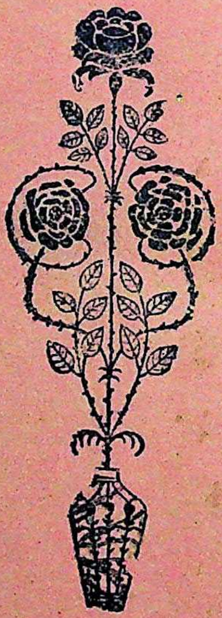

४२७
८

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का अर्थदण्ड लगेगा।

14 NOV 1960

31 NOV 1960 ३०३८ २/२

१०००० ६५६। २६०६०

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

CC-0. In Public Domain. C Haridwar

ताथ